Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/92 3/267

শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলা

PRESENTED

LIBRARY
No. 3/92 267
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

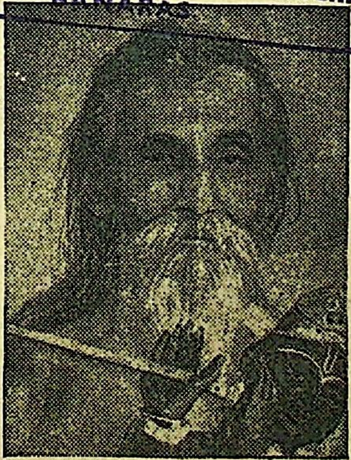

শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারী সঙ্কলিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
LIBRARY
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1
No. 3/92
Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলা

LIBRARY 3/267
No. 3/92
Shree Shree Anandamayee Ashram
BANARAS

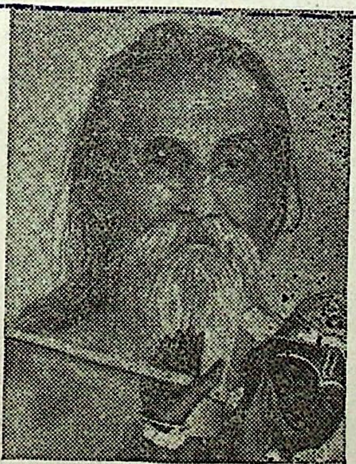

শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারী সঙ্কলিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক

গ্রাম্য যোগাশ্রম

১১-এ, ষ্টেশন রোড

বালিগঞ্জ, কলিকাতা-৭০০০১৯

প্রথম সংস্করণ

বৈশাখী পূর্ণিমা

২০শে বৈশাখ, ১৩৮৪ সন

৩রা মে, ১৯৭৭

মূল্য—২·০০ মাত্র

মুদ্রাকর :

শ্রীপরেশনাথ গোস্বামী

শ্রী আর্ট প্রেস

৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা-৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
LIBRARY
No.......
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS
PRESENTED

ভূমিকা

যে ভূমির উপর দাঁড়াইয়া রাসলীলা অনুষ্ঠিত এবং বিরোচিত হইয়াছে, সেই ভূমি অত্যন্ত রসাল। উপনিষদ বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ" ভগবান রসময়। সুতরাং উক্ত ভূমি ভগবদবয়ব স্বরূপ। শাস্ত্রও রসময় বিশ্বও রসময়। কিন্তু রসভাণ্ডার ভগবান রাসলীলায় আত্মারাম, অখণ্ডিত, অবরুদ্ধসৌরত নামে খ্যাত হইয়াছেন, ভগবত্তনুরূপ শাস্ত্র বা বিশ্ব এই বিশেষণের যোগ্য হয় নাই এমন বলা চলে না। ভগবানের পাদস্পর্শপুত স্থান, ধাম বা পীঠ নামে অভিহিত হয়। সেই স্থান ইন্দিরার আবাস ভূমিরূপে পরিণত হয়। সেখানে আত্মারামের তথা লক্ষ্মীর মর্য্যাদা ভঙ্গ হয় এমন কোন কথাও বলা চলে না এবং কোন কাজও করা সমীচীন হয় না। ইহাই এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

ভক্তের পাতিত্য দেখাইয়া ভগবানের পতিতপাবনতা প্রমাণিত করার দৃষ্টান্ত শ্রীমদ্ভাবতে অনেক আছে। তন্মধ্যে গোপীগণের কামভাবে ভগবৎ প্রাপ্তি তথায় শ্রীকৃষ্ণকে সম্পূর্ণ বিপরীত নিষ্কাম সত্বায় উপনীত করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ একাধারে সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ আবার কালঃ কলয়তাং প্রভু। তিনি কালেরও কাল, কামেরও কামদমন। এই ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য একাধারে থাকার সম্ভাবনার কথাই রাসলীলায় বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কামের সেনানী গোপকামিনীগণের মধ্যেও অবিচলিত চিত্তে থাকিয়া তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষতা বলে ব্রজগোপীগণের চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সক্ষম হইয়াছেন ইহাই রাসলীলায় প্রমাণিত হইয়াছে। এজন্য রাসলীলার মধ্যে তথা পূর্ব্বে ও পরে অধ্যাত্মশিক্ষা রাসক্রীড়ার সহিত বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা লোকের হৃদ্‌রোগ বা কাম উপশমিত হয় এরূপ বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে গোপীগণের কোন দোষ গুণ প্রদর্শিত হইলে গোপীগণ তথা গোপীভাবাপন্নগণ যদি ক্ষুণ্ণ হন, তবে আমি তাঁহাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে দ্বিধাবোধ করিব না।

শ্রীমদ্ভাগবতে রসালাপ প্রসঙ্গে বিশেষতঃ রাসপঞ্চাধ্যায়ে একটি অশ্রুতপূর্ব্বকথা বর্ণিত হইয়াছে। এক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কামভাবে ধাবিত যজ্ঞপত্নী এবং গোপীগণের যাহারা তাহাদের স্বামীপুত্রগণ কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্তা হইয়াছেন, তাহারা তাহাদের গুণময় দেহত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রে সমবেতাগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে অধ্যাত্মশিক্ষা লাভ করিয়া গুণময়দেহ ত্যাগ করিয়াছেন ইহাও বর্ণিত হইয়াছে। এই গুণময় দেহ বলিতে কি বুঝায় তাহার আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণে যে দেহ রচিত হয় তাহাকে গুণময়দেহ বলে। পাঞ্চভৌতিক দেহের মধ্যে এই গুণত্রয় যে কোন পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া বর্ত্তমান থাকে। গুণত্রয়ের এইরূপ সংমিশ্রণে যে দেহে যে গুণ অধিকতম থাকে সেই দেহ অধিকতম গুণের নামানুসারে পরিচিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত এই গুণত্রয়ের উপরেও এক নির্গুণ অবস্থার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই গুণত্রয় জীব সম্বন্ধে কথিত হইয়া থাকে। ভগবানের সম্বন্ধে এই গুণত্রয় প্রযুক্ত হইলে তাঁহার স্পর্শপূত ইহারা নির্গুণ অবস্থায় উপনীত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
PRESENTED
3/267

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকং চ যৎ।
প্রকৃতং তামসং জ্ঞানং সন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্॥ (১১।২৫।২৪)

দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান, দেহাদিকে আত্মা বলিয়া উপলব্ধিরূপ জ্ঞানকে রাজসিক এবং জাগতিক পদার্থের জ্ঞান বা তাহাতে মমতার ভাবকে তামসিক জ্ঞান নামে অভিহিত করা যায়। কিন্তু পরমাত্মভাবের অনুভূতিকে নির্গুণ জ্ঞান বলা হয়।

বনং তু সত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতং তু নির্গুণম্॥ (১১।২৫।২৫)

বনকে সাত্ত্বিক, গ্রামকে রাজসিক, জুয়া খেলাদির স্থানকে তামসিক এবং ভগবদ্ধামকে নির্গুণ বাসস্থান বলা হয়।

সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ॥ (১১।২৫।২৬)

বিষয়াসক্তিশূন্য কর্ম্মের কর্ত্তা সাত্ত্বিক, ফলাভিসন্ধি পূর্ব্বক কর্ম্মকর্ত্তা রাজসিক এবং হিতাহিত বিবেকবর্জ্জিত কর্ত্তাকে তামস-নামে অভিহিত করা হয়; কিন্তু যাঁহারা অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা গুণাতীত কর্ত্তা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

এই নির্গুণ অবস্থা সম্বন্ধে যদ্‌যুজ্যতে .... পৃথক্‌ত্বাৎ (৮।৯।২৯) তাবদ্ রাগাদয়ঃ......কৃষ্ণ ন তে জনাঃ (১০।১৪।৩৬)। এই দুই শ্লোকও পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল কথার সারাংশ এই যে, মূল্যহীন-শূন্য যেমন একের পিঠে বসিলে দশ হয়, ইহাতে নিজেও মূল্য পায় এককেও মূল্য দেয়। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে তন্ময়তালাভ করে তিনি নির্গুণ ভগবানের নির্গুণ ভক্তে পরিণত হন। এইরূপ ভক্তের দেহাত্মবোধ থাকে না। সমুদ্র ও তরঙ্গ যেমন ভেদাভেদ, অগ্নি ও শিখা যেমন ভেদাভেদ, বীজ ও বৃক্ষ যেমন ভেদাভেদ তেমনই শ্রীকৃষ্ণে তন্ময় ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভেদাভেদ সম্বন্ধে উপনীত হন। ইহাতে সেই ভক্তের গুণময় দেহাত্মবোধ থাকে না। অন্যান্য বেদান্ত শাস্ত্রে ইহাকে জীবনমুক্তি অবস্থা বলা হইয়াছে। ব্রজগোপীগণের এই অবস্থা লাভ হইয়াছে। এই অবস্থাকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরব্রহ্ম অবস্থা (১১।১২।১৩) লাভ বলিয়াছেন। কামাতুরা গোপীগণ অন্যের প্রতি এই কামার্পণ করিয়া সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক কামিনী না হইয়া শ্রীকৃষ্ণে কামস্পৃহা নিবেদন করিয়া নির্গুণা অকামাতে পরিণতা হইয়াছেন। তখন সেই অবস্থার গোপীগণের কাম শুদ্ধ প্রেমনামে অভিহিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কঠোর ভাবে তাঁহার আত্মারামতা রক্ষা করায় ১০।৪০।১১ শ্লোকে যথাদ্রি ইত্যাদি বাক্যের মর্ম্মানুযায়ী গোপীগণ অন্তোতো গত্যা অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামতায় উপনীত হইতে বাধ্য হইলেন। গোপীগণ কাম হইতে আরম্ভ করিয়া আপ্তকাম পর্য্যন্ত আসিলেন। রাসলীলা প্রসঙ্গ এইখানেই পূর্ণতায় আসিল। এবার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যে ঐক্য দেখান হইতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের আদর্শগত চেতনাকে এই যুগেও এই জগতে প্রসারিত করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাহা করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু রাসলীলার অনুসরণ করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত রাসলীলার অনুকরণ নিষিদ্ধ করিয়া নৈতৎ সমাচরেৎ (১০।৩৩,৩১) শ্লোক রচনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন। অনীশ্বরের পক্ষে রাসলীলার অনুকরণ নিষিদ্ধ বটে। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও রাসলীলার পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন নাই। অন্তঃকৃষ্ণবহির্গৌররূপে প্রতিভাত তিনি স্বয়ং ভগবান হইয়াও নিজেকে প্রচ্ছন্ন ভাবে ভক্তরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের যেমন মানসিতনুর অভ্যন্তর হইতে দিব্য জীবনের জ্যোতি কখনো কখনো পরিস্ফুট হইয়া উঠিত, তাঁহার অলৌকিক কার্য্যাবলী তাঁহার ভগবত্তার পরিচায়ক হইয়া উঠিত, এইরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরও অলৌকিকতা তাঁহার দিব্যজীবন লোকচক্ষে কখনও কখনও উপনীত করিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তভাবের মধ্যে প্রথমত নাম সাধনার ভাব পরিস্ফুট হইত। নাম সাধনার ভাব অচিরে তাঁহাকে প্রেমসাধনার প্রতিমূর্ত্তিরূপে লোক চক্ষে উপনীত করিয়াছিল। প্রেম সাধনায় গোপীভাবের তিনি মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন। এইজন্য রাসলীলা প্রসঙ্গে গোপীচরিত্রের সম্যক উপলব্ধির প্রয়োজনে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের কথা আলোচিত হইতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম নবদ্বীপে যখন নামসংকীর্ত্তনে মত্ত আছেন, তখনও তিনি একদিন গোপী গোপী শব্দ উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন। তাঁহার সেবকগণ তাঁহাকে গোপীভাবে ভাবিত বুঝিয়া সেইভাবের আনুকল্য সাধনে তৎপর হইলেন না। এই শ্রীধাম নবদ্বীপে তিনিও কিন্তু অভিনয় করিতে গিয়া গোপীভাবের অভিনয় করিলেন না। তিনি :প্রথমত রুক্মিনীর সাজে সুসজ্জিত হইয়া অনেকক্ষণ নৃত্য করিলেন। তারপর তিনি মাতৃভাবে ভগবতী যোগমায়ার বেশ ধারণ করিলেন এবং ভক্তগণকে চণ্ডীপাঠ করিতে নির্দ্দেশ দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তগণ স্তুতি করিতেছেন এমন সময় তাঁহার দেহে মাতৃদেহ সুলভ স্তনের উদ্গম হইল এবং সেই স্তন হইতে স্তন্যদুগ্ধও ক্ষরিত হইতে লাগিল। ভক্তগণ সেই দুগ্ধ পান করিয়া তবে শান্তি লাভ করিলেন। এই প্রসঙ্গের সূচী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আদিলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদে ২৪১পয়ারে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যলীলায় অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে ইহার সুদীর্ঘ বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়।

শ্রীধাম পুরীতে যে স্থানে শ্রীমন্মাপ্রভু থাকিতেন, সেই স্থানের নাম শ্রীশ্রী রাধাকান্ত মঠ। এই মঠের যে প্রকোষ্ঠে শ্রীমন্মাহাপ্রভুর আসন ছিল সেই প্রকোষ্ঠকে গম্ভীরা নামে অভিহিত করা হয়। এই গম্ভীরায় শ্রীমন্মাহাপ্রভু সর্ব্বদাই গোপীভাবে বিভোর থাকিতেন। এইসময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যভ্রমণে গোদাবরী-তটে রায় রামানন্দের সহিত মিলিত হন। সাধ্যসাধন বিষয়ক আলাপে রায় কথিত কয়েকটি ভাবকে তিনি ইহোবাহ্য, আর কয়েকটি ভাবকে ইহোহয় এবং অবশিষ্ট কয়েকটি ভাবকে ইহোত্তম বলিয়া স্বীকারোক্তি করেন। এই উত্তম ভাবগুলির মধ্যে রায় রামানন্দ কান্তাভাবকেই সর্ব্বোচ্চ আসন দেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু "আগে কহ আর" ইত্যাদি বলিয়া ইহা হইতে অধিকতর উচ্চ ভাবের কথা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। শ্রীরায় তাহাতে উত্তর দিতে অপারগতা জ্ঞাপন করেন। এই কান্তাভাবের মধ্যে রাস প্রসঙ্গ অন্তর্নিহিত আছে।

কান্তাভাবের মধ্যে দুইভাগ। এক ভাগের নাম সম্ভোগ বা মিলন, আর অপরভাগের নাম বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিচ্ছেদ এবং বিরহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভোগ আবার দুই প্রকার, সংকীর্ণ সম্ভোগ ও বিস্তীর্ণ সম্ভোগ। সংকীর্ণ সম্ভোগে রসালাপ ও শিষ্টাচারপূর্ণ হস্তক্ষেপাদি বুঝায়। পূর্ণ সম্ভোগ নারী-পুরুষের দৈহিক মিলনের চূড়ান্ত অবস্থা। বিপ্রলম্ভ শব্দের অর্থ বিরহ। এই বিরহ মিলনের পূর্বাবস্থায় যদি জাগ্রত হয় তাহা হইলে ইহাকে পূর্বরাগ বলে। রসশাস্ত্রকারগণ মিলন অপেক্ষা বিরহের মর্য্যাদা অধিকতর এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিরহ অবস্থায় নায়ক নায়িকা পরস্পরের চিন্তায় অধিকতর বিভোর থাকেন। একে অন্যের গুণাবলীর অধিকতর বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে দৈহিক মিলন অপেক্ষা আত্মিক মিলন বা মানসিক মিলন অধিকতর হয়। এইজন্য নায়ক নায়িকার নৈকট্য সহজে সিদ্ধ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু গোপীগণের বিরহভাবের বিগ্রহ ছিলেন। এইজন্য তিনি বৈরাগ্যের প্রকট মূর্ত্তিছিলেন। যে ছয়টি ভাব থাকিলে ভগবানকে ভগবান বলা যায়, সেই ছয়টি ভাবের মধ্যে সৌন্দর্য্য ও বৈরাগ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যে অধিকতর মাত্রায় পরিস্ফুট ছিল। বিষয় বিতৃষ্ণার নাম বৈরাগ্য, জাগতিক সুখ ভোগে আসক্তি না থাকার নাম বৈরাগ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিসৃত অষ্টশ্লোকীতে চতুর্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ! কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

ধন নয়, জন নয়, নয় ত সুন্দরী,
কবিতা ও জগদীশ প্রার্থনা না করি।
বর চাই যেন মম জন্মজন্মান্তরে
অহৈতুকী ভক্তি রহে তোমাতে ঈশ্বরে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভু জাগতিক যাবতীয় সুখ সম্মান কর্ম্ম জ্ঞান সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণরূপ সন্ন্যাস গ্রহণের নির্দ্দেশ দিতেছেন। কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ

যাহারা কৌপীন ধারী অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন নিস্বঃ তাহারাই প্রকৃত ভাগ্যবান। কারণ তাহারা ভগবানের প্রদত্ত খেলনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কোলে স্থান পাইতে অভিলাষী হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ নিষ্কিঞ্চন বৈরাগ্যের বিগ্রহ বিশেষ ছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত পঞ্চম শ্লোকে বলা হইয়াছে—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥

বিষম সমুদ্ররূপ এ ভব-সংসার,
পতিত হয়েছি আমি কিঙ্কর তোমার॥
তব পাদপদ্মস্থিত ধূলির মতন,
কৃপা করি ভাব মোরে হে নন্দ নন্দন॥

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥

গোবিন্দবিরহে আজি অন্তর আমার,
ক্ষণ কাল ধরে যেন যুগের আকার।
শূন্যময় মনে হয় জগৎসংসার,
চোখের উপর ভাসে মেঘের আঁধার॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষ্পেষণ করে যদি নিষ্ঠুর চরণে,
মর্মাহত করে যদি কভু অদর্শনে।
করুক লম্পট মনে যাহালয় তাঁর,
তিনি মোর প্রাণনাথ কেহ নয় আর ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোকগুলির মধ্যে যুগায়িতম্ ইত্যাদি শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকৃত গোপীপ্রশংসা হইতে আসিয়াছে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—(১১।১২।১১)

তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ।
ক্ষণার্দ্ধবৎ তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ ॥

আমার কিশোর বয়সে কামের সেনানী গোপীগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত অবস্থায় আমি যখন বৃন্দাবনে ছিলাম, প্রিয়তম আমার সহিত গোপীগণের যে যে রাত্রিসকল ক্ষণার্দ্ধের ন্যায় অতিবাহিত হইত ; আমাবিহীন সেই সেই রাত্রি তাহাদের নিকট কল্পের সমান মনে হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্লিষ্য বা ইত্যাদি নিষ্কাম, নিঃস্বার্থপ্রেমের কথার ভিত্তি শ্রীমদ্ভাগবতে আছে কিনা জানা যায় না। তবে মনে হয় গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ বিরহজনিত বিলাপই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণচেতনায় প্রবুদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামের যোগ্য করিতে তাঁহার মনে এই ভাব জাগ্রত করিয়াছে এবং এই ভাষা নির্গত করিয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ বিরহজনিত ক্রন্দনের ভাবে ও ভাষায় এত অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন যে তাহাতে তাঁহার সমগ্র জীবন দিব্যোন্মাদভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি উদ্ধব কথিত শ্রীকৃষ্ণবাক্যের সেই অংশ বিশেষ অনুধ্যানে রাখিয়াছিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে অংশে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, রমনীগণ দূরস্থপ্রিয়জনের চিন্তা যত অধিক করে নিকটস্থ প্রিয় জনের কথা তত চিন্তা করে না। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু গোপীগণের তন্মনস্কা, তদালাপা, তদ্বিচেষ্টা, তদাত্মিকা (১০।৩০।৪৪) গুণের অনুকরণে অক্রুরের সহিত শ্রীকৃষ্ণ মথুরাযাত্রা কালে গোপীগণ যে ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু অবলম্বন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকৃত তন্মনস্কা হইয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া তদীয় ভাবের উপাসনা করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু আমি তোমার হইলাম এইরূপ ভাবিয়া ও বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ চিন্তায় বিভোর থাকিতেন। তোমাকে আমার মনমত করিব এইরূপ ভাবনা তাঁহার মনে জাগিত না। এইজন্য তিনি বলিতে পারিয়াছেন—করুক লম্পট মনে যাহালয় তাঁর। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাব লইয়া কবি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

যদি সুখ নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও, আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝারে, আর কিছু নাহি চাইগো। আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই গো।

আমি যদি তোমার হইতে চাই তবে তোমার সম্বন্ধে আমার অভিযোগ চলে না। তোমাকে যদি আমার করিতে চাই তবে পদে পদে অভিযোগ আসা স্বাভাবিক। অক্রুরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনকালে গোপীগণ বিধাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছেন, অক্রুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছেন—এমন কি পুরনারীগণের সৌভাগ্যের কথা তুলিয়াও ঈর্ষা প্রকাশ করিতেছেন। গোপীভাবে ভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভু কিন্তু কোন অভিযোগ করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma ... BANARAS

নাই। অথচ গোপীগণের মত অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই দিব্যোন্মাদ ভাবের বর্ণনে শ্রীমদ্ভাগবতের নব-যোগীন্দ্র বলিয়াছেন—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়—
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ (১১।২।৪০)

ভগবানে তন্ময়তা আসিলে, অন্তরে অনুরাগ উৎপন্ন হওয়ায় ব্যাকুলচিত্তে সাধক কখনো হাস্য করে, কখনো ক্রন্দন করে। এইরূপে তিনি লোকাচার বহির্ভূত আচরণ করিতে থাকেন। ব্রজগোপীগণ অক্রূরের রথের অনুধাবন করিতে গিয়া এইরূপ লোকাচার বহির্ভূত আচরণের সহিত বলিতেছিলেন—

এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণবিষক্তমানসাঃ
বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং
গোবিন্দ দামোদরমাধবেতি॥ (১০।৩৯.৩১)

হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! তুমি আমাদের আর্ত্তনাদে কর্ণপাত কর।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্ণন করিতে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতাচরিতামৃত বলিয়াছেন—

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি,
দিকে দিকে হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্তি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন সেই দিকেই তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেন। অম্বরীষের ন্যায় সমস্ত বস্তু তাঁহার চক্ষে মুকুন্দলিঙ্গালয় (৯।৪।১৯) বলিয়া বোধ হইত। এজন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমে নীল যমুনায় ঝাঁপ দিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমে নীল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছেন। পথে চলিতে চলিতে কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব ইত্যাদি বলিতে বলিতে তিনি উন্মাদের মত চলিতেন। তাঁহার দেহাত্মবোধ প্রায় থাকিত না। গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ বিরহ তাঁহার মধ্যে এত বেশী পরিমাণে প্রসারিত হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহা নিরোধ করিয়া চলিতে পারিতেন না। অভিমান শূন্য, অভিযোগ শূন্য, আত্মসুখদুঃখ শূন্য, বিরহের বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের রাস চেতনা যে পরিমাণে জাগাইয়া তুলিয়াছেন তাহার সম্যকপ্রকাশ এই প্রবন্ধে করা সম্ভব হইল না।

শ্রীকৃষ্ণ রূপ বর্ণনে বলিতে হয়—

বামবাহুকৃতবামকপোলো
বল্গিতভ্রুরধরার্পিতবেণুম্।
কোমলাঙ্গুলিভিরাশ্রিতমার্গং
গোপ্য ঈরয়তি যত্র মুকুন্দঃ॥ (১০।৩৫।২)

বামভুজ-মূলে বামগণ্ডস্থল ন্যস্ত করিয়া নর্ত্তিত ভ্রুযুগল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সময় অন্য জনের অপেক্ষায় সুকোমল অঙ্গুলি দ্বারা অধরার্পিত সপ্তস্বর ছিদ্রবংশী ধারণ করিয়া বাজাইয়া থাকেন, তখন এই রাসরসবিহারীকে ভোজন রসাস্বাদনে লিপ্ত দেখিয়া শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

বিভ্রদ্-বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে
বামে পাণৌ মসৃণকবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিষ্ঠন্ মধ্যে স্বপরিসুহৃদো হাসয়ন্ নর্মভিঃ স্বৈঃ
স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্ বালকেলিঃ ॥

(১০।১৩।১১) যিনি সর্ব যজ্ঞেশ্বর তিনি বালকোচিত ভোজনলীলায় সমস্ত সুহৃদগণের মধ্যে বসিয়া নিজে হাসিয়া এবং সকলকে হাসাইয়া ভোজন করেন। তৎকালে তাঁহার বেত্র, বেণু ও শিঙ্গা কোটিদেশে নিবদ্ধ থাকিত। তিনি বাম করতলে ঘৃতাক্ত খাদ্যবস্তু এবং অঙ্গুলীর মধ্যভাগে লম্বমান ফলাদি গ্রহণ করিয়া যখন আহার করিতে থাকেন তখন স্বর্গবাসী সকলে তাহা দর্শন করিতে থাকেন। এই গোপীগণের নয়নোৎপলাচিততণু শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিতে শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় বলিতে হয়—

নৌমিড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু—
লক্ষশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥ (১০।১৪।১)

হে ঈড্য ! অর্থাৎ রূপলাবন্যে সমৃদ্ধ আপনি মেঘবর্ণ দেহধারী। আপনার বসন বিদ্যুতের মত পীতবর্ণ। আপনি বনমালায় সুশোভিত, আপনি বেত্র বেণু ইত্যাদি ধারণ করিয়াছেন, এইরূপ শ্রীনন্দেরনন্দন আপনাকে আমি স্তুতি করি। এই গোপীমনহারীকে প্রার্থনা জানাইতে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

ভবায় নস্ত্বং ভব বিশ্বভাবন
ত্বমেব মাতাথ সুহৃৎ পতিঃ পিতা ।
ত্বং সদ্গুরুর্নঃ পরমঞ্চ দৈবতং
যস্যানুবৃত্ত্যা কৃতিনো বভূবিম ॥ (১।১১।৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বের পালনকর্ত্তা হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি আমাদের কল্যাণকারী। আপনিই আমাদের পিতামাতা গুরু ও দেবতা। আপনার সেবা করিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। এই আত্মারামকে নমস্কার করিতে ধ্রুবের ভাষায় বলিতে হয়—

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্ নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥ (৪।৯।৬)

সর্বশক্তিমান্ যিনি আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় অন্তর্য্যামিরূপে চিচ্ছক্তির দ্বারা আমার এই প্রসুপ্ত বাক্‌শক্তিকে এবং অপরাপর হস্ত, চরণ, শ্রবণ, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন, সেই পরমপুরুষ ভগবান্, আপনাকে নমস্কার করি।

গোপেশযোগেশরমেশকৃষ্ণঃ
অস্তাপ্তকামো নিজমৈথুনঃ সঃ।
অখণ্ডিতশ্চ হ্যবরুদ্ধবীর্য্যঃ
মর্য্যাদয়া রাসরসে কিশোরঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলা

শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধে এবং ৩৩৫ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম স্কন্ধে —১৯, দ্বিতীয় স্কন্ধে—১০, তৃতীয় স্কন্ধে—৩৩, চতুর্থে—৩১, পঞ্চমে— ২৬, ষষ্ঠে—১৯, সপ্তমে—১৫, অষ্টমে—২৪, নবমে—২৪, দশমে— ৯০, একাদশে—৩১, এবং দ্বাদশ স্কন্ধে—১৩ অধ্যায় বর্তমান রহিয়াছে। এই তিনশত পঁয়ত্রিশ অধ্যায় ব্যাপী ভাগবতী কথার মধ্যে ১১৮ অধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ কথার জন্য প্রসিদ্ধ। এই ১১৮ অধ্যায় ব্যাপী শ্রীকৃষ্ণ কথার মধ্যে কালঃ কলয়তাং প্রভু (৩।২৯।৩৮) কালস্বরূপ কৃষ্ণের কথা ১০৪ অধ্যায়ে প্রসারিত এবং মন্মথমন্মথঃ কৃষ্ণের কথা ১৪ অধ্যায়ে সীমিত। আবার সেই ১৪ অধ্যায়ের মধ্যে ৫ অধ্যায় রাসপঞ্চাধ্যায় নামে খ্যাত। এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের পূর্বে কামাতুরা গোপীগণের পূর্বরাগ বা কাম জাগরণের পূর্ব্বাভাস তিন অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। বেনুগীত (১০।২১) ব্রজকুমারী-গণের কাত্যায়ণীব্রত (১০।২২), যজ্ঞপত্নীগণের কামাতুরতা (১০।২৩) অধ্যায় লইয়া তিন অধ্যায় হইয়াছে। তাহার পর (১০।২৯) হইতে ১০।৩৩ পর্যন্ত রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে। রাসলীলার পর যুগলগীতে ১০।৩৫, গোপী অক্রুর কথায় ১০।৩৯, উদ্ধবগোপী সংবাদে ভ্রমরগীতে ১০।৪৬,৪৭ কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ মিলনে অধ্যাত্ম শিক্ষায় ১০।৮২, গোপীগণের জারবুদ্ধির কথা ১১।১২ অধ্যায়ে অল্প-বিস্তর পাওয়া যায়। এতদভিন্ন গোপীলীলায় বলরামের সহিত রাসের কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বের পালনকর্ত্তা হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি আমাদের কল্যাণকারী। আপনিই আমাদের পিতামাতা গুরু ও দেবতা। আপনার সেবা করিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। এই আত্মারামকে নমস্কার করিতে ধ্রুবের ভাষায় বলিতে হয়—

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্ নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥ (৪।৯.৬)

সর্বশক্তিমান্ যিনি আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় অন্তর্য্যামিরূপে চিচ্ছক্তির দ্বারা আমার এই প্রসুপ্ত বাক্‌শক্তিকে এবং অপরাপর হস্ত, চরণ, শ্রবণ, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন, সেই পরমপুরুষ ভগবান্, আপনাকে নমস্কার করি।

গোপেশযোগেশরমেশকৃষ্ণঃ
অস্তাপ্তকামো নিভৃতমৈথুনঃ সঃ।
অখণ্ডিতশ্চ হ্যবরুদ্ধবীর্য্যঃ
মর্য্যাদয়া রাসরসে কিশোরঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলা

শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধে এবং ৩৩৫ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম স্কন্ধে—১৯, দ্বিতীয় স্কন্ধে—১০, তৃতীয় স্কন্ধে—৩৩, চতুর্থে—৩১, পঞ্চমে—২৬, ষষ্ঠে—১৯, সপ্তমে—১৫, অষ্টমে—২৪, নবমে—২৪, দশমে—৯০, একাদশে—৩১, এবং দ্বাদশ স্কন্ধে—১৩ অধ্যায় বর্তমান রহিয়াছে। এই তিনশত পঁয়ত্রিশ অধ্যায় ব্যাপী ভাগবতী কথার মধ্যে ১১৮ অধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ কথার জন্য প্রসিদ্ধ। এই ১১৮ অধ্যায় ব্যাপী শ্রীকৃষ্ণ কথার মধ্যে কালঃ কলয়তাং প্রভু (৩।২৯।৩৮) কালস্বরূপ কৃষ্ণের কথা ১০৪ অধ্যায়ে প্রসারিত এবং মন্মথমন্মথঃ কৃষ্ণের কথা ১৪ অধ্যায়ে সীমিত। আবার সেই ১৪ অধ্যায়ের মধ্যে ৫ অধ্যায় রাসপঞ্চাধ্যায় নামে খ্যাত। এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের পূর্বে কামাতুরা গোপীগণের পূর্বরাগ বা কাম জাগরণের পূর্ব্বাভাস তিন অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। বেনুগীত (১০।২১) ব্রজকুমারী-গণের কাত্যায়ণীব্রত (১০।২২), যজ্ঞপত্নীগণের কামাতুরতা (১০।২৩) অধ্যায় লইয়া তিন অধ্যায় হইয়াছে। তাহার পর (১০।২৯) হইতে ১০।৩৩ পর্যন্ত রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে। রাসলীলার পর যুগলগীতে ১০।৩৫, গোপী অক্রুর কথায় ১০।৩৯, উদ্ধবগোপী সংবাদে ভ্রমরগীতে ১০।৪৬,৪৭ কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ মিলনে অধ্যাত্ম শিক্ষায় ১০।৮২, গোপীগণের জারবুদ্ধির কথা ১১।১২ অধ্যায়ে অল্প-বিস্তর পাওয়া যায়। এতদভিন্ন গোপীলীলায় বলরামের সহিত রাসের কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০।৬৫ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় সমুহের সম্বন্ধে এই ১১৮ অধ্যায় সমুহে যত কথা আছে কামের মাধ্যমে ও কান্তাভাবে জারবুদ্ধিতে কৃষ্ণপ্রাপ্তি, এমন কি কৃষ্ণের পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্তি অন্যতম বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু দেখা যায়, শ্রীমদ্ভাগবতের উপক্রমে ও উপসংহারে জারবুদ্ধিতে কৃষ্ণ প্রাপ্তির কথা আভাসেও বলা হয় নাই। অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ বর্ণিত কথার মধ্যে জারবুদ্ধির কথা সংখ্যায় তেমন গণ্য হওয়ারও যোগ্য নয়। কিন্তু এই কামকথা অপূর্ব্বতা লক্ষণে উল্লিখিত হওয়ার যোগ্য হইতে পারিত। শ্রীমদ্ভাগবতের শেষ কথা—তত্রজ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্মমাবিস্কৃতম্ অর্থাৎ এই ভাগবতের আবিষ্কার বলিতে জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তি জড়িত নিষ্কাম কর্ম্ম বা নৈষ্কর্মকে বুঝায়। এইরূপ উল্লেখ থাকায় নৈষ্কর্ম শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্বতায় স্থানলাভের দাবী করায় নৈষ্কর্ম এবং জারবুদ্ধির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য বলিতে জারবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির কথা কিংবা জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি সহিত নৈষ্কর্মদ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির কথা বুঝায়, তাহা সুধী সমাজের বিতর্কের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণে বস্তুনির্দ্দেশে শ্রীমদ্ভাগবতের আরাধ্যকে স্বরাট্ ও সত্য শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। সেখানে ভাগবত ধর্মকে তাপত্রয়োন্মূলক এবং সদ্য ভগবদবরোধক বলা হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতকে রসমালয়ম্ এবং রসিকভাবুকজনগ্রাহ্যম্ ইত্যাদিও বলা হইয়াছে। এই রসভাণ্ডার রূপ শ্রীমদ্ভাগবতে গোপী-গণের জারবুদ্ধির কথা কোন কোন পণ্ডিতের মতে উচ্চতম স্থান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঃঅধিকার করিয়াছে। জারবুদ্ধির প্রশংসাকারীর মধ্যে আবার ভাগ হইতে দেখা যায়। কেহ বলেন শ্রীকৃষ্ণ স্বরাট্, সত্য, বাসুদেব, ভগবান, আত্মারাম, অখণ্ডিত, অবরুদ্ধসৌরত ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াও গোপীগণের দেহভোগ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন, এইরূপ হইলে শ্রীকৃষ্ণকে অখণ্ডিত না বলিয়া খণ্ডিত বলিতে হয়, অবরুদ্ধসৌরত না বলিয়া নির্গত সৌরত বলিতে হয় এবং মন্মথমন্মথ না বলিয়া মন্মথমোহিত বলিতে হয়। এই দুই দলের সংঘর্ষে রসমালয়ম্ নামে খ্যাত শ্রীমদ্ভাগবতে ঔপপত্য অপূর্ব্বতার স্থান নির্দ্বন্দভাবে লাভ করিতে পারে নাই। নৈষ্কর্ম আসিয়া ঔপপত্যকে পদে পদে বাধা দিতে দেখা যায়।

উদ্ধব গোপীগণের জারবুদ্ধিকে নিন্দার ছলে প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন—কেমাঃ স্ত্রীয়ো বনচরীর্ব্যাভিচারদুষ্টাঃ। কৃষ্ণে ক্ব চৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ॥ (১০।৪৭।৫৯) কোথায় বা ব্যাভিচারী দুষ্ট বনচারিণী, কোথায় বা পরমাত্মায় তন্ময়ভাবে অধিরূঢ় সাধক বা তপস্বী, কাহারও মতে উদ্ধব তপস্বীকে গোপী অপেক্ষা শ্রেয় বলিয়াছেন, কাহারও মতে গোপীকে তপস্বী অপেক্ষা শ্রেয় বলিয়াছেন। তপস্বীকে শ্রেয় বলিলে নৈষ্কর্ম প্রাধান্য পায়, আর গোপীকে প্রশংসা করিলে ঔপপত্য প্রাধান্য পায়। এখানে সাধু ও দুষ্টের মধ্যে, সদাচারী ও ব্যাভিচারিণীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা চলিতেছে। শ্রীকৃষ্ণে অধিকতর তন্ময় কে, তাহা লইয়া বিতর্ক হইতেছে। ইহার ফলাফল অনুযায়ী নৈষ্কর্ম্ম অথবা ঔপপত্য (কাম) শ্রীমদ্ভাগবতে অপূর্বতার স্থান অধিকার করিবে।

সত্যং পরং ধীমহি বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভ এবং সত্যং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরং ধীমহি বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সমাপ্তি। শ্রীকৃষ্ণ কথার আরম্ভেও সত্যের আরাধনার কথা বলা হইয়াছে।

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃত সত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥

(১০।২।২৬)। তুমি সত্যব্রত অর্থাৎ সত্যরক্ষায় ব্রতী। তুমি সত্য পর ত্রিসত্য অর্থাৎ কালত্রয়ের তুমি সত্যের উৎপত্তিস্থল তথা সত্যের পরিণতি স্থল। তুমি সত্যদর্শী এবং সত্য প্রদর্শী। এইরূপ সত্যাত্ম তোমার শরণাগতি বা প্রপত্তিলাভের আমরা প্রত্যাশী। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোক ভগবানকে সত্যরূপে লাভ করিতে সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা, সর্ব্বথা বিরাজমান তাঁহাকে দর্শন করিতে হয়। ভালমন্দ, সদসদ্ সকলের মধ্যে তিনি স্বরাজ বা স্বয়ং বিরাজমান। সুতরাং অসতের মাঝেও তাঁহাকে দর্শন না করার উপায় নাই। দাম্পত্যে বা পাতিব্রত্যে তিনি যত পরিমাণে সত্য, ঔপপত্যে বা লাম্পট্যে তিনি তদপেক্ষা অল্প নহেন। এইজন্য সত্য ও স্বরাট্ ভগবানকে ঋগ্বেদ বিশ্বদেব নামে অভিহিত করিয়াছেন। এবং শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহাকে বাসুদেব উপাধি দিয়াছেন। সত্য শব্দ যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে আদি মধ্য অন্তে উল্লিখিত হইয়াছে, বাসুদেব শব্দও সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের আদি ও অন্তে দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান, বাসুদেব, নারায়ণ, বিষ্ণু ইত্যাদি শব্দও স্বরাট্ও সত্যবাচক। কিন্তু মন্মথমন্মথ, অখণ্ডিত, অবরুদ্ধ সৌরত ইত্যাদি বিশেষণ বাসুদেব ভাবের সঙ্কোচক। ইহারা ভগবানকে ভালোর মধ্যে সীমিত করিয়া রাখে, মন্দের মধ্যে প্রসারিত হইতে দেয় না। রাসলীলা প্রসঙ্গে এই শব্দগুলির প্রয়োগেই পণ্ডিত সমাজকে দ্বন্দের মধ্যে উপনীত করিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রোমায়াভি পুরুরূপো ঈয়তে যুক্তহ্যস্য হরয় শতাদশ॥ (৬।৪৭।১৮)॥ একই ইন্দ্র নিজমায়াবলে বহুরূপে প্রতিভাত হন। পতিরূপে নিজকে দর্শন করার মানসে তিনি বহুরূপী হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন—

রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি
র্যথার্ভকঃ স্ব প্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ।। (১০।৩৩.১৭)

বালক যে প্রকার দর্পণে দৃষ্ট স্বীয় প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে, সেইরূপ রমেশ (লক্ষ্মীপতি) ব্রজগোপীগণের সহিত ক্রীড়া করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলিলেন—ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ। উপগীয়মানমহাত্মং হরিং সামান্যতাত্মজম্॥ (১০।৮।৪৫)॥ যিনি বেদে ইন্দ্রাদি দেব নামে, উপনিষদে ব্রহ্মনামে, সাংখ্যে পুরুষ নামে এবং অন্যান্য শাস্ত্রে নানা নামে অভিহিত, তিনি যশোদার পুত্র শ্রীকৃষ্ণরূপে আসিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রাদির মত বহুরূপী হইয়া নিজ প্রেয়সীগণের মধ্যে নিজকে দর্শন করিয়া পাতিব্রত্যে বা ঔপপত্যে অপ্রবিষ্ট প্রবিষ্টবৎ অর্থাৎ অপ্রবিষ্ট হইয়াও প্রবিষ্টের মত বিহার করিতেছেন, ইহাই অনেক পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত।

ঋগ্বেদের ঋষি বিশ্বের যাবতীয় রূপের মধ্যে ইন্দ্রের আত্মদর্শনের যে বিবৃতি দিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতও ঠিক তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া দক্ষযজ্ঞ প্রসঙ্গে ভগবদ্ বাক্যে ৪।৭।৫৩ শ্লোকে বলিয়াছেন—

যথা পুমান্ ন স্বাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষু ক্বচিৎ।
পারক্যবুদ্ধিং কুরুত এবং ভূতেষু মৎপরঃ॥

মানুষ যেমন নিজের হস্তপদাদি নিজ হইতে পৃথক মনে করে না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইরূপ ভগবানে তৎপর কোন ভক্ত ভগবানের অঙ্গীভূত কোন জাগতিক বস্তুসমূহকে ভগবান হইতে পৃথক মনে করেন না। এই কথার পুনরুক্তি সমগ্র ভাগবতে বারংবার দেখাইয়া উত্তম ভাগবতের লক্ষণে নবযোগীন্দ্র বলিতেছেন—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ (১১।২।৪৫)

সমস্ত প্রণালীতে যে নিজেকে, নিজের ইষ্টকে এবং নিজের মধ্যে সকলকে ও সকলের ইষ্টকে ভাবনা করেন, তিনিই উত্তম ভাগবত। উত্তম ভাগবতের উক্ত লক্ষণের পূর্ণতা লইয়াই ভগবান, ভগবান পদবাচ্য হইয়াছেন। তিনি একোনানেয়তে (৩।৩২।৩৩) এক হইয়াও অনেক হইয়াছেন। এই ব্রজগোপীগণ তাঁহার নিজাঙ্গ বা নিজরূপে রূপায়িতা। ব্রহ্মার পরীক্ষায় তিনি যেমন নিজে গোবৎস এবং গোপবালকরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন, কামের পরীক্ষায়ও তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও কামিনী সাজিয়া দর্শয়ন (১০।৩০।৩৫) দেখাইয়া লীলা করাইতেছেন। এই লীলা প্রদর্শনীর প্রয়োজনে অভিনয়ের আবশ্যকতা অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহা প্রাকৃতিক জগতের প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত হইতেছে না। এইজন্য ইহাকে ক্বচিৎ সত্যং (১০।৩৩।৩২) আচরণ বলা হইয়াছে। সত্য শব্দের অর্থ স্থায়ী এবং মিথ্যা শব্দের অর্থ অস্থায়ী। ব্রহ্মার পরীক্ষায় শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার খেলা এক বৎসর পর্যন্ত এবং রাসলীলায় একরাত্রি মাত্র স্থায়ী ছিল। এইজন্য ইহা সত্যের পর্য্যায়ে পড়ে নাই। ব্রহ্মা কর্তৃক বৎসাপহরণে ব্রজগোপীগণের যেমন বৎসাভাব ঘটে নাই, যোগমায়া কর্তৃক কৃত ব্যবস্থায় ব্রজবাসীগণের পত্নাভাবও ঘটে নাই। তবুও রাসলীলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে নৈষ্কর্ম্ম ও বাসুদেব তত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবতে প্রাধান্য লাভ করায় ঔপপত্য তেমন প্রশংসিত হইয়াছে বলা যায় কি?

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলিতেছেন—আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত (১১।১৭।২৭) আমাকে আচার্য্য বলিয়া জানিবে। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—আচার্যচৈত্ত্যবপুষা (১১।২৯।৬) আপনি আচার্য্যের চিণ্ময় বপু পরিগ্রহ করিয়া মানবকে নিজ গতির কথা অবগত করান। আচার্য্য শব্দের অর্থ যস্মাৎ ধর্মানাচিনোতি, হ্যাচারাণাচিনোতি বা যাহা হইতে ধর্ম এবং আচার চয়ণ করিয়া লওয়া হয়, অর্থাৎ যাহার আচার বা আচরণ দেখিয়া শিক্ষালাভ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকে আচর্য্যরূপে দেবর্ষি নারদ দর্শন করিলে তাঁহাকে সকলধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ। (১০।৬৯।১৪) সকল ধার্মিকগণের অগ্রণী বলিয়া অভিহিত করিলেন। সকল শিষ্টাচারীগণের শিরোমনি শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

ব্রহ্মন্ ধর্ম্মস্য বক্তাহং কর্ত্তা তদনুমোদিতা।
তচ্ছিক্ষয়ন্ লোকমিমমাস্থিতঃ পুত্র মা খিদঃ ॥ (১০।৬৯।৪০)

হে ব্রহ্মণ! আমি ধর্মের যখন উপদেষ্ট', তখন স্বয়ংই তাহার কর্ত্তা এবং অনুমোদিতা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং জগতে এই সকল ধর্মের অনুষ্ঠান-প্রণালী যাহাতে শিক্ষা করাইতে পারি, সেই অভিপ্রায়েই আমি তোমার সহিত ওরূপ সম্মান প্রদর্শনের ব্যবহার করিতেছি। তজ্জন্য হে পুত্র! তোমার দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই। এই শ্রীকৃষ্ণের নারদ দৃষ্ট আচরণ প্রশংসিত হইল। কিন্তু নারদ বর্জিত শ্রীকৃষ্ণ আচরণে ধর্ম্মের ব্যতিক্রমে সত্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপলাপ ইত্যাদি অভিযোগ আসিল। ইহাই বিচারকগণের ভাবিবার বিষয় নয় কি? হরিগুণগানকারী নারদ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায়, বিশেষতঃ রাসলীলায়, শিক্ষণীয় তথা প্রশংসনীয় কিছু পান নাই কেন? নারদের অনুপস্থিতির কারণ ঔপপত্যের প্রশংসার বিষয়ে সংশয় এবং সমস্যার সৃষ্টি করে নাই কি?

শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলা প্রসঙ্গের অবতারণা কেন করা হইয়াছে তাহা নানা ভাবে এই প্রবন্ধে আলোচিত এবং পুনরালোচিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবন যে যোগমায়া কৃত লীলা বিশেষের প্রয়োজনে যাপিত হইয়াছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা হইতে অন্তর্ধান উপাখ্যান পর্যন্ত সর্বত্র নানা ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই যোগমায়া প্রদর্শনী কোথাও বা অধিকতর কোথাও বা অল্পতর হইয়াছে। অলৌকিক ভিন্ন লৌকিক ব্যাপার শ্রীকৃষ্ণ জীবনে অতি অল্পই সাধিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ অলৌকিক দেবগণকে লৌকিক ব্যবহারের উপমা অলঙ্কারে সুসজ্জিত করায় অপ্রাকৃত দেবগণ প্রাকৃত জগতের অধিবাসীর মত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত অলৌকিক নারায়ণকে নরলীল শ্রীকৃষ্ণরূপে সকলের দৃষ্টিপথে আনিয়াছেন। এখানে ইতিহাস উপহাসের দ্বারা আপ্যায়িত হইয়াছে। বাস্তবিক জগতে সত্যাসত্য নির্ণয় এখানে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাপি অনুসন্ধিৎসা শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা ও শ্রোতা সকলকেই অতিষ্ঠ করিয়াছে। ঋগ্বেদের ঋষি নিষ্কাম কর্মের প্রেরণা দিতে বলিতেছেন—

হয়ো ন বিদ্বান্ অয়ুজি স্বয়ং ধুরি তাং বহামি প্রতরণীবস্যুবম্। নাস্যা বশ্মি বিমুচং নাবৃতং পুনর্বিদ্বান পথঃ পুরএত ঋজু নেষতি॥ (৫।৪৬।১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No.

আমি জ্ঞানী এইজন্য কর্মভার গ্রহণ কালে রথে, সংযোজনোদ্যত অশ্বের ন্যায় নত মস্তকে কর্মভার গ্রহণ করি। আমি আপত্তিও করিনা, আগ্রহও দেখাইনা, আসক্তও হইনা। যতদূর পারি আমি এই ভার বহন করি। তারপর কোন বিদ্বান্ ইহা আরও দূরে লইয়া যাইবেন এই আশা পোষণ করি। এইরূপ নিষ্কাম কর্মভার বহনের কথা শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদে গীতায় বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও তিনি ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইতে গিয়া রাসলীলায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত ভগবান শব্দ (১০।২৯।১), আত্মরত শব্দ (১০।৩০।৩৫), আত্মারাম শব্দ (১০।৩৩।২০), আপ্তকাম শব্দ (১০।৩৩।২৯). অখণ্ডিত শব্দ (১০।৩০।৩৫), সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ শব্দ (১০।৩২।২)।

অবরুদ্ধসৌরত (১০।৩০।২৬), ইহা জানিয়া শুনিয়া পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন।

স কথং ধর্ম্ম সেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা
প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণম্। (১০.৩৩।২৮)

অর্থাৎ তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) ধর্মের বক্তা কর্ত্তা ও রক্ষয়িতা হইয়াও পরস্ত্রী গমণরূপ অধর্মের প্রবর্ত্তন করিলেন কেন? এইরূপ পরীক্ষায় নিষ্কাম কর্মীকে পড়িতে হয়; এইরূপ প্রশ্ন তাঁহাকে শুনিতে হয়।

এই রাস লীলায় শ্রীকৃষ্ণের কর্তৃত্ব কতটুকু আছে তাহা প্রথমে নিরূপণ করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিৎ। রাসলীলার প্রারম্ভে রন্তুং মনশ্চক্রে (১০।২৯।১) অর্থাৎ রমণ করার ইচ্ছা প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের কর্তৃত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্ (১০।২৯।৩) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্ত ব্রজনারীগণের উদ্দীপনাকর বংশীধ্বনি করিলেন। ইহাতেও তাঁহার রাস ক্রীড়ায় কর্তৃত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। রেমে রময়াঞ্চকার (১০।২৯।৪৫,৪৬) বাক্যেও রাস লীলার কর্তৃত্বের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে দায়ী করা যায়। ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিত (১০।৩২।২১) অর্থাৎ আমি অন্তর্হিত হইয়াও পরোক্ষে তোমাদের ভজনা করিয়াছিলাম। এই কথায়ও এই রাসক্রীড়া শ্রীকৃষ্ণ করাইয়াছেন ও করিয়াছেন এইরূপ প্রমাণিত হয়। ইহা ভিন্ন রাসনৃত্যে তিনি দুই দুইটি গোপীর মধ্যে বিরাজমান থাকিয়া একই সময়ে বহু সংখ্যক হইয়া এবং দর্পণে মুখ দেখার মত সমস্ত গোপীগণেও নিজরূপ দেখিয়া যে ক্রীড়া করিলেন, তাহাতেও তাঁহার কর্তৃত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, এই রাসক্রীড়ায় কামোদ্দীপনার বা কামতৃপ্তির কথা থাকিবে কেন? হল্লীসক নৃত্যের নাম রাস নৃত্য। বহুব্যক্তি একত্রিত হইয়া একসুরে গান ধরিয়া একতালে নাচিতে থাকিলে হল্লীসক নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। রাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষ অধ্যায়ে এইরূপ নৃত্যের বর্ণনাও দেওয়া হইয়াছে। এই নৃত্যে শরৎকাব্যরস অর্থাৎ শরৎকালীন কাব্যবর্ণিত রসের আস্বাদন স্বতঃই হইয়া থাকে। শরৎকালে শীত, গ্রীষ্ম সমভাবে থাকে, দিনরাত্রি সমান হয়। এই সময় সকলের মনের হর্ষ বিষাদ সমতা লাভ করে। এই সময়ে কবিগণের মনে নব নব ভাবের সঞ্চার হয়। লেখনীতে নবনব কথা আসিতে থাকে। নৃত্যামোদীগণের শিরায় শিরায় রক্তও নবনব ধারায় প্রবাহিত হয়। কিন্তু ইহাতে ধর্মের বা নীতির সীমা লঙ্ঘন করিতে হইবে এমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন আবশ্যকতা জন্মে না। এই শরৎ ঋতু এই সাম্যঋতু কেবল উচ্ছৃঙ্খলের জন্য আসে এমন নয়। ইহা সুনীতি পরায়ণের জন্য আসে এইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহা সাম্য ঋতু বলিয়া উত্তমাধমের সমতাই অধিকতর রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং এই হল্লীসক নৃত্যে সমবেত হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও উৎসাহিত করিতে বেণুবাদন করিলে তাহাতে ব্রজনারীগণের কামোদ্দীপনা কেন হইবে তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় কেবল শ্রীকৃষ্ণ কেন, সমস্ত ব্রজবাসী-গণ বংশী বাদন করেন। গোষ্ঠে গোচারণরত ব্রজবালকগণকে ব্রহ্মা অপহরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজবালগণরূপী হইয়া বেণু-বাদন করিতে করিতে স্ব স্ব মাতার নিকট উপস্থিত হইলে তন্মাতরো বেণুরবত্বরোত্থিতা (১০।১৩।২২) তাঁহাদের প্রত্যেকের জননী তাঁহাদের বেণুরব শুনিয়া সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, ইত্যাদি বিবৃতিতে প্রত্যেক ব্রজবালকের গোষ্ঠযাত্রায় বংশীবাদনের প্রথা থাকার কথা সূচিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ একা বংশী বাদন করেন এমন কথা প্রমাণিত হইতেছে না। এখানে আর একটি বিস্ময়কর কথা পাওয়া যায়, ব্রজবালকগণের গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালীন বংশীধ্বনি শুনিয়া তাহাদের মাতা সকল স্নেহস্নুতস্তন্য পয়ঃসুধা সবং (১০।১৩।২২), স্নেহবশতঃ স্তন হইতে দুধের ধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণই এই সমস্ত ব্রজবালক-রূপে রূপায়িত হইয়াছেন। এইজন্য কৃষ্ণসখাগণের জননীগণের স্নেহ অধিকতর প্রবলভাবে জাগরিত হইয়াছিল। কৃষ্ণসখাগণের জননী-গণ শ্রীকৃষ্ণকে পুত্রসম জ্ঞান করার কথাই এই পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণসখাগণের জননীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কামাসক্ত হইয়াছেন এমন কথা এ পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই।

ইহার কিছু পরেই শরৎ বর্ণনায় বেণু গীতে কৃষ্ণসখাগণের জননীগণ ও ভগিনীগণ শ্রীকৃষ্ণের বেণুস্বরে কামগন্ধ থাকার বর্ণনা দিতেছেন দেখা যায়। এই বেণুগীত হইতে রাসলীলার সূচনা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বেণুগীত (১০।২১), গোপীগীত (১০।৩১), যুগলগীতি (১০।৩৫), ভ্রমরগীতি (১০।৪৭), এই চারিটি গীতে গোপী প্রেমে রসসৃষ্টি হইয়াছে। বেণুগীতে এই রসপ্রবাহের উৎস প্রথম ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব শ্রবণে স্থাবর জঙ্গম সকলে কামোদ্দীপনা হওয়ার কথা এই বেণুগীতেই প্রথম পাওয়া যায়। কৃষ্ণসখাগণের জননী ও ভগিনীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহপ্রবর না হইয়া কামাতুর হওয়ার কারণ খুঁজিলে বেণু রবের মধ্যে তাহা পাওয়া যায় কিনা বলা যায় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বয়ক্রমের মধ্যে তাহা পাওয়া যাইতে পারে। বালক কৃষ্ণের প্রতি যাঁহারা স্নেহ প্রবণ ছিলেন তাঁহারা কিশোর কৃষ্ণের জন্য কামাতুরা হইয়াছেন দেখা যায়। বেণুগীত হইতে বয়স্কা গোপীগণের দৃষ্টিভঙ্গি এইরূপ অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন সূচিত হয়।

ব্রজকুমারীকাগণও বিচলিতা বলিয়া বর্ণিত হইতেছেন। প্রাপ্ত বয়স্কা নারীগণের কামাসক্তির কথা বর্ণনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত অপ্রাপ্ত বয়স্কা কুমারীকাগণের কথা তুলিয়াছেন। কুমারী শব্দের সহিত হ্রস্বার্থে কণ্ প্রত্যয় করিলে কুমারীকা শব্দ রচিত হয়। সুতরাং কুমারীকা শব্দে রজো দর্শন হয় নাই এমন অল্প বয়স্কা বালিকা বুঝায়। রজো দর্শনের পূর্বে কোন বালিকার কামোদ্বেগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে পারে না। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের মত অবরুদ্ধ সৌরতা বা অহতা, তাহাদের কামোত্তেজনা নাই। বয়স্কা নারীগণের মনভাব আলাপ আলোচনার বশবর্তী হইয়া কুমারীকাগণ কামের সোনানী হইতে চলিয়াছেন। তাহারা পতি কাহাকে বলে তাহা বুঝেওনা। তথাপি শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য কাত্যায়নী ব্রত আরম্ভ করিলেন। প্রকাশ্য ভাবে এবং কঠোর তপস্যার সহিত তাহারা এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও অন্যান্য সহচরগণের সহিত যমুনা জলে বিবস্ত্র স্নান ও পূজারতা কুমারীকাগণের নিকটে গিয়া তাহাদের বস্ত্রগুলি গাছের ডালায় তুলিয়া রাখিয়া এবং তাহাদিগকে উলঙ্গ অবস্থায় কুলে উঠিতে বাধ্য করাইয়া উলঙ্গ অবস্থায়ই ভূমিষ্ঠ নমস্কার করিতেও বাধ্য করিলেন। বলরাম এবং অন্যান্য সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন এবং এই দৃশ্যের দর্শক ছিলেন। এই কুমারীকাগণের মধ্যে কৃষ্ণ সখাগণের সহোদরা ও আত্মীয়া অনেকেরই অবশ্য থাকিবার সম্ভাবনা আছে। তবুও এইরূপ একটা দৃশ্য কাহারও আপত্তিকর হইল না। ইহাতে বুঝা গেল সখাসখী সকলেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বয়স্কা, অবরুদ্ধসৌরতা। সুতরাং কামগন্ধহীন, ইহা বুঝিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সহিত পুর্ণমিলনের কথা দিলেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে যজ্ঞ পত্নীগণের কামোদ্দীপনার কথা বর্ণিত হইয়াছে। অন্নভিক্ষাকারী শ্রীকৃষ্ণকে যাজ্ঞিকগণ প্রত্যাখ্যান করিলেও যজ্ঞপত্নীগণ ব্যাকুল অন্তরে অন্ন দিতে আসিলেন। এই কথা শুনিয়া মনে হয় ক্ষুধার্ত বালকগণকে অন্ন দিতে বৎসলা জননী-গণ ছুটিয়া আসিয়াছেন। কবিগণ সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন নারী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গণ স্বামীকে আহার করাইবার সময় জননীর ভাবে ভাবিত হন। তাহাদের স্ত্রীত্ব তখন মাতৃত্বে উপনীত হয়। কিন্তু যজ্ঞপত্নীগণের বিপরীত দশা ঘটিল। তাহাদের স্ত্রীত্বই জাগিল। ভোজন দানের বিনিময়ে তাহারা শ্রীকৃষ্ণ দেহ ভোগের প্রস্তাব করিল। সাধারণতঃ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ কামাতুরা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন না। সতীত্বের পরাকাষ্ঠা না দেখিয়া তাঁহারা কাহাকেও সহধর্ম্মিনী করেন না। যজ্ঞকর্ম্ম বিধিমার্গের সাধনে সফল হয়। রাগমার্গ কাহাকেও যজ্ঞশালার উপনীত করে না। অথচ নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং (১৷১৷৩) হইয়াও শ্রীমদ্ভাগবত বেদবিরোধী ভাবের অবতারণা করিলেন কেন? সর্ববেদেতিহাসসার (১৷৩ ৪২) সর্ববেদ বিরোধী ভাবের আভাষ দিলেন। কিন্তু ভাবের ভেলা ডুবিতে ডুবিতে ভাসিয়া উঠিল। দৈহিক মিলন অপেক্ষা মানসিক মিলন অধিকতর শ্রেয়স্কর বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ পত্নীগণকে ঔপপত্য হইতে নিবৃত্ত করিলেন।

এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবত ব্রজের যাবতীয় রমনীকে কামাতুরা প্রমাণিত করিয়া এবং কামনিবৃত্তির জন্য দেহ'ভোগ বিলাসিনী সাজাইয়া রাসলীলার পথ প্রশস্ত করিলেন। এই পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও কামোত্তেজনার বশীভূত করার অভিযোগে অভিযুক্ত হন নাই। কিন্তু এখন একমাত্র মা যশোদা ভিন্ন ব্রজের যাবতীয় কামিনীগণ জাতিবর্ণ এবং বয়ঃক্রম নির্ব্বিশেষে স্বভাবতঃ কামাতুরা বলিয়াই বর্ণিতা হইলেন। এক শরৎকালে শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় বস্তুই কামদেবের করতলগত বলিয়া বর্ণিত হইল। হেমন্তে ব্রজকুমারীকাগণও কামের কৃপাপ্রার্থী হইলেন। সতীত্বের জন্য প্রাতঃস্মরণীয়া ব্রাহ্মণ পত্নীগণও কামপীড়িতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিচয় দিলেন। কেবল মা যশোদা ভিন্ন আর সকল ব্রজনারী কামের সেনাদলে ভর্ত্তি হইলেন। এতদিন শ্রীকৃষ্ণ সখাগণসহ দিবাভাগে গোচারণে বংশীবাদনে স্থাবর জঙ্গমকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়া ছিলেন। এবার নিঃসঙ্গ ভাবে নিশাভাগে কামের কুরুক্ষেত্রে ব্রজ কামিনীগণকে সমবেতা হইতে আহ্বান করিলেন। কামের উদ্দীপনার অনুকূল অবস্থায় শরৎকাল পূর্ণিমা রজনী, বিজন বন ইত্যাদির সুযোগ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভগবান হইয়াও সাধারন জীবের ন্যায় রমণ বা আনন্দলাভের প্রয়াসী হইলেন। এবং এই আনন্দের উপকরণে সখাগণের পরিবর্ত্তে সখীগণকে গ্রহণ করিলেন। সখীগণের নাম এতদিন শুনা যায় নাই। কাত্যায়নী ব্রতে কুমারীকাগণ ভিন্ন অন্য কোন নারীর নিকট হইতে বাৎসল্য ভিন্ন অন্য কোন ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্টতা ঘটিয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। তথাপি তিনি মুরলীরবে কামিনীগণকে রাসস্থানে আসিতে উৎসাহিত করিবেন কেন, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মন্মথের মন্মথ হওয়ার অভিলাষই তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রণোদিত করিতেছে মনে হয়। নতুবা তিনি ভগবানপি অর্থাৎ ভগবান হইয়াও প্রাকৃত উদ্দীপনায় প্রাকৃত নায়কের মত রন্তুংমনশ্চক্রে অর্থাৎ রমণ করিতে মনস্থ করিলেন কেন ?

কেবল মনস্থ করা নয়, তিনি মনে যাহা ভাবিয়াছেন কাজেও তাহা করিতে উদ্যত হইয়াছেন কেন ? তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) কলং মধুরং জগৌ অর্থাৎ বেণুনাদ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিশাকালে বনগমণের কথা এই প্রথম বর্ণিত হইল। সখাগণ বিহীন একাকী বনগমণের কথাও এই প্রথম শ্রুতিগোচর হইল। রমণ করার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথাও ইতি পূর্ব্বে তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রম্ ধাতু হইতে রমণ শব্দ হইয়াছে। রম্ ধাতুর অর্থ আনন্দ করা। এই আনন্দ অর্থাৎ রম্ ধাতু হইতে রাম শব্দ হইয়াছে। সুতরাং রমণ শব্দ আদিতে অশ্লীলার্থে ব্যবহৃত হইত না। এখনও প্রকরণ ভেদে কখনও অশ্লীলার্থে কখনও বা শ্লীলার্থে ব্যবহৃত হয়। সখাগণকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ এতকাল কত ক্রীড়াই করিয়াছেন। কিন্তু রমণ করা শব্দ সেখানে ব্যবহার করেন নাই। দিবাভাগে শ্রীকৃষ্ণ কত ক্রীড়াই করিয়াছেন, কিন্তু সেখানেও রমণ শব্দ ব্যবহার করেন নাই। নিশাকালে, নির্জনে সখীগণের সহিত ক্রীড়া করিতে তিনি রমণ শব্দ ব্যবহার করিলে তাঁহার মনভাবকে অশ্লীল বলিতেই হইবে।

তিনি ত মুরলী বাজাইলেন, তাহার ফল কি হইল তাহা বলিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন—নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনম্ (১০।২৯।৪) অর্থাৎ তাঁহার বেণুরবে অনঙ্গ বা কামের উদ্দীপনার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং অভিপ্রায় ধরিয়া বিচার করিতে হইলে স্বভাবতঃ যাহারা উদ্ধবের কথায় ব্যাভিচারদুষ্টা বনচরী (১০।৪৭।৫৯) তাহাদের কামানলে কাঠ যোগাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণও দায়ী। গোপীগণ পূর্ব হইতে কৃষ্ণগৃহীত মানসাঃ (১০।২৯।৪) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। এখন উদ্দীপনা পাইয়া তাহারা শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইলেন। পার্বত্য নদীতে বন্যার জল যেমন প্রবল বেগে ধাবিত হয়, তেমনই একভাবে ব্রজগোপীগণ রাসস্থানের দিকে ছুটিয়া গেলেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত নির্গুণ ভক্তির লক্ষণে বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ (৩।২৯।১১)

আমার (ভগবানের) গুণের বিষয় শুনিয়াই যাহার মনবৃত্তি সমুদ্র-গামিনী গঙ্গাধারার মত অবিচ্ছিন্নভাবে সমুদ্রের মত ব্যাপক রূপে সকলের হৃদয় গুহায় অবস্থিত আমার প্রতি ধাবিত হয়, তখন এই মন বৃত্তি নির্গুণ ভক্তিনামে অভিহিত হয়। গঙ্গার সহিত এই তুলনায় গতির তীব্রতা যেমন উপলক্ষিত হইয়াছে, গতির প্রসারতাও তেমনই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। গঙ্গোত্রীর গঙ্গা অপ্রশস্তা, গঙ্গাসাগরেই গঙ্গা অত্যন্ত প্রসস্তা ইহা মনে রাখিয়া এই উপমার দ্বারা নির্গুণ ভক্তির লক্ষণ বুঝিতে হইবে। এই প্রকরণের বক্তা উপাসনা প্রণালীকে বিগ্রহ হইতে বিশ্বরূপে উপনীত করার যুক্তি দিয়াছেন। গোপীগণ নির্গুণ ভক্তির লক্ষনোচিত ধারায় ধাবিত হইলেও দৃষ্টিকোন তদ্রূপ প্রসারিত হয় নাই। তাহারা তাহাদের প্রিয়কে নির্গুণ ভক্তির লক্ষনোচিত সর্বগুহাশয় বলিয়াও তাহাদের প্রিয়ের বিশ্বরূপ ছাড়িয়া বিগ্রহে মনোনিবেশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীগণকে নিজ. পতি পুত্রের নিকট ফিরিয়া যাইতে নির্দ্দেশ দিলেন গোপীগণ :প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন—

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥
(১০।২৯।৩২)

অর্থাৎ শুধু আমাদের পতি.পুত্র কেন, দেহধারীর মাত্রেরই তুমি আত্মা ও বন্ধু।

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতি-সুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা
আশাং ভৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র॥ (১০।২৯।৩৩)

পণ্ডিতগণ তোমাতেই প্রেম করিয়া থাকেন। পতিসুতাদি দুঃখদায়ক, তাহাদিগকে দিয়া কি হইবে ?

যে দেবর্ষি নারদ মহর্ষি বেদব্যাসকে প্রেরণা দিয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করাইয়াছেন, তিনি কিন্তু হরিগুণ গানে ত্রিভুবন পবিত্র করিলেও এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্য লীলা বর্ণনা করিলেও শ্রীকৃষ্ণের এই ব্রজলীলা দর্শন করিতে ব্রজে আসেনও নাই এবং ইহার উল্লেখও কোথাও করেনও নাই। কারণ তিনি নারদ যুধিষ্ঠির সংবাদে সপ্তম স্কন্ধে বলিয়াছেন—

যা পতিং হরিভাবেন ভজেৎ শ্রীরিব তৎপরা।
হর্য্যাত্মনা হরের্লোকে পত্যা শ্রীরিব মোদতে॥ (৭।১১।২৯)

যে নারী পতিকে শ্রীহরির রূপবিশেষ মনে করিয়া হরিভাবে তাঁহাকে ভজনা করে, দেহান্তে হরিলোকে গিয়া তিনি লক্ষ্মী যেমন হরির নিকট থাকেন সেইরূপ নিজপতির নিকট বাস করিতে থাকেন। এই শ্লোকে নারদ পাতিব্রত্যের প্রশংসা করিয়াছেন। পতির মধ্যে হরিকে দর্শন ও হরি প্রাপ্তির ব্যবস্থা দিয়াছেন, এই জন্য নারদ ব্রজের ব্যাভিচারী দুষ্টাগণের আচরণ দর্শন বা বর্ণন করিতে অসম্মত মনে হয়। কশ্যপ ও দিতিকে বলিয়াছেন—স্ত্রীভিশ্চ পতিরূপধৃক্ (৬।১৮।৩৪) নারীগণ পতির মধ্যে ভগবানকে দর্শন ও অর্চনা করিবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপ কথা কখনও বলেন নাই। নিত্য পতিপূজা পরায়ণা যজ্ঞ পত্নীগণকে মনে মনে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সঙ্গ করিতে বলিয়াছেন ; কিন্তু তাহাদের পতির মধ্যে তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) পাইতে শিক্ষা দেন নাই। তিনি ব্রজ গোপীগণকেও পতি পরিত্যাগ না করিতে এবং পতি-পুত্রের সেবা করিতে নানা যুক্তিসহ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু পতি পুত্রের মধ্যে তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) দর্শন করিতে এবং লাভ করিতে নির্দ্দেশ দেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ নিজকে গোপীগণের পতি-পুত্র হইতে পৃথক রাখিয়া দৈহিক সঙ্গের পরিবর্তে মানস সঙ্গ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

গোপীগণ কিন্তু এই রাসপঞ্চাধ্যায়েই দুই দুইবার নির্গুণ ভক্তির নিষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণকে পতিপুত্রের মধ্যে দর্শন করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিল বন্ধুরাত্মা (১০।২৯।৩২) অখিলদেহিনাম-ন্তরাত্মদৃক্। (১০।৩১।৪) এই দুই উক্তিতেই শ্রীকৃষ্ণকে গোপীগণ নির্গুণ ভক্তির ভাবানুসারে সর্ব্বগুহাশয় (৩.২৯।১১) মনে করিয়াছেন। তথাপি তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া তাহাদের দৈহিক সুখলাভের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণও কিছু সুযোগ দিয়াছেন।

কপিলদেব কিন্তু মাতাদেবহূতিকে সে সুযোগ দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ॥ (৩।২৯।২৫)

যতক্ষণ আমাকে নিজ অন্তরে দেখিতে না পাও ততক্ষণ আমার দেহ সেবা বা প্রতিমা পূজা করিতে পার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।

অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥ (৩।২৯।২৭)

তাহার পর অর্থাৎ নিজ হৃদয়ে আমাকে লাভ করার পর আমাকে সর্ব্বভূতে দর্শন ও অর্চ্চন করিতে সচেষ্ট হইবে। সকল প্রাণীকে দান ও মানের দ্বারা তৃপ্ত করিয়া আমার সন্তোষ সাধন করিবে। কপিলের কথা সমর্থন করিয়া দেবর্ষি নারদও বলিয়াছেন—

ততোঽর্চ্চায়াং হরিং কেচিৎ সংশ্রদ্ধায় সপর্য্যায়।

উপাসত উপাস্তাপি নার্থদা পুরুষদ্বিষাম্॥ (৭।১৪।৪০)

কেহ কেহ প্রতিমায় শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন কিন্তু সর্ব্বভূতে শ্রীহরিকে লাভ করিতে না পারায় ব্যক্তিতে বা বিগ্রহে তাহার অর্চ্চনায় সুফল হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি উদ্ধবকে গোপীগণের সান্ত্বনা দানের নিমিত্ত ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। উদ্ধব গোপীগণকে বনচরীব্যাভিচারদুষ্টা ইত্যাদি বিশেষণ দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণও উদ্ধবের নিকট গোপীগণের প্রশংসা করিয়া উদ্ধবের মনের পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।

ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ॥ (১১।১২।১৩)

আমার স্বরূপ জানিতে না পারিয়াও আমার প্রতি উপপতি বুদ্ধিতে আমার সঙ্গলাভ করিয়া গোপীগণ আমার পরব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়াছে। উদ্ধব ব্রজে আসিয়া স্বচক্ষে ব্রজ গোপীগণকে দেখিয়া-গিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দ্বিতীয়বার ব্রজে আসিতে আর নির্দ্দেশ দেন নাই। উদ্ধবও কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের ব্রজপ্রীতি উৎপাদনের শেষ চেষ্টায় ব্রজগোপীগণের রাগমার্গের প্রশংসা করিয়া উদ্ধবকে বলিলেন—

তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।

যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥ (১১।১২।১৪-১৫)

অতএব হে উদ্ধব! তুমি শাস্ত্রের অনুশাসন অনুযায়ী করণীয় অকরণীয় সমস্ত ত্যাগ করিয়া (গোপীগণের মত) একমাত্র আমাকে অনুসরণ করিয়া সকল ভয় হইতে রক্ষা পাইতে চেষ্টা কর।

এই প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র তাহার সঙ্গলাভে যাহারা তাঁহাকে পাইতেছেন বা পাইতে পারেন তাহাদের নাম উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন—

মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ। (১১।১২।৪) মানুষের মধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রীলোক এবং নীচ জাতি রাগমার্গে কৃষ্ণ সঙ্গ করার পাত্র। এখানে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নাম উল্লেখ হইল না। ব্রাহ্মণ বিদ্যা বলে ক্ষত্রিয় বাহুবলের জন্য অভিমান করেন বলিয়া ভগবানকে পাইতে তাহারা অন্য উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হন উদ্ধবও ক্ষত্রিয়। সুতরাং ব্রজগোপীর জারবুদ্ধিতে এবং রাগমার্গে রাখিতে না পারিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়া দিলেন—সংশয়ঃ শৃন্বতো (১১।১২।১৬) হে কৃষ্ণ! তোমার কথা শুনিয়া আমার সংশয় জাগিতেছে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে রাগমার্গে অভিষিক্ত করিতে অপাত্র বুঝিলেন। এবং বলিলেন—

যাবৎ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে (১১।২৯।১৭)

তাবদেবমুপাসীত বাঙ্ মনঃকায়বৃত্তিভিঃ॥

প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্॥ (১১।২৯।১৬)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতক্ষণ আমাকে সর্বভূতে না দেখিতে পাও, ততক্ষণ কায় মনবাক্যে সকলের পায়ের তলায় পড়িয়া থাকিবে।

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনী শুনিয়া যে সমস্ত ব্রজগোপী রাসস্থলীতে যাইতে উদ্যত হইলেন তাহারা অভিভাবক কর্তৃক বাঁধা প্রাপ্ত হওয়ায় গুণময় দেহত্যাগ করিলেন। তাহাদের কথা শুনিয়া পরীক্ষিৎ বলিলেন—কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্ম তয়া মুনে। (১০।২৯।১২) শ্রীকৃষ্ণকে গোপীগণ উপপতি বলিয়া জানিতেন। শ্রীকৃষ্ণ যে পর ব্রহ্ম তাহা তাহারা জানিতেন না। তথাপি তাহাদের মুক্তি হইল এখানে বলা হইতেছে কেন? তদুত্তরে শুকদেব বলিয়াছেন—

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥ (১০।২৯।১৫)

শ্রীহরির প্রতি, কামক্রোধ, ভয়, স্নেহ, মিত্রতা ইত্যাদি যে কোন সম্বন্ধ জন্মিলে তাহাতে তন্ময়তা জন্মে এবং তদ্দারা মুক্তিলাভ হয়। এই শ্লোকের সমর্থনে নারদও বলিয়াছেন—

গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাৎ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ (৭।১।৩০)
তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ॥ (৭।১।৩১)

গোপীগণ কামভাবে, কংস ভয়ে চেদিরাজ শিশুপাল বিদ্বেষ বশত, বৃষ্ণিগণ কৃষ্ণের সজন বলিয়া, যুধিষ্ঠিরাদি সম্বন্ধ বশত এবং আমরা (নারদাদি মুনিগণ) ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া থাকি। অতএব যে কোন উপায়ে কৃষ্ণ প্রাপ্তি ঘটিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসের মল্লযুদ্ধশালায় প্রবেশ করিতেছেন তখন শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

মল্লানামশনির্ন্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্। (১০।৪৩।১৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মল্লগণ শ্রীকৃষ্ণকে বজ্রের মত, নৃপতিগণ তাঁহাকে সম্রাটের মত, স্ত্রীগণ তাঁহাকে কামদেবের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া এক একজনের মনে এক এক ভাব উৎপন্ন হইতে থাকিল।

এতক্ষণে বুঝা গেল ভগবানপি (১০।২৯।১) বাক্যটি প্রয়োগ করিয়া রাস পঞ্চাধ্যায়ের কথা আরম্ভ কেন করা হইল। পূর্বে বলা হইয়াছে ভগবান অর্থে সর্বশক্তিমানকে বুঝায়, এইজন্য তিনি পরস্পর বিরুদ্ধ গুণের আশ্রয় হইতে পারেন। ভালমন্দ সৎ অসৎ একত্রে সমাবিষ্ট হইয়া ভগবানে থাকিতে পারে অন্যত্র থাকা সম্ভব নয়। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনেকে অনেক উপায়ে পাইতে সমর্থ হইয়াছে। উপায় সমূহের মধ্যে সদুপায় যেমন থাকিবে অসদুপায়ও থাকিবে। সৎ ও অসৎ স্বার্থের দ্বারা নিরুপিত হয়। স্বার্থের অনুকুল যাহা তাহা সৎ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং স্বার্থের প্রতিকুল বিষয় অসৎ নামের যোগ্য হয়। স্বার্থবান ব্যক্তির সদসদ্ বিবেচনা আছে। কিন্তু স্বার্থহীন ব্যক্তির সদসদ্ জ্ঞান নাই। ভগবানের স্বার্থ নাই। তিনি নিজের জন্য কিছুই করেন না। নিজকে পরের মধ্যে প্রসারিত করিয়া তিনি নিজপর রহিত হইয়াছেন। শুধু ভগবান কেন উত্তম ভাগবতও স্বপর বিচার রহিত। এইজন্য উত্তম ভাগবতের লক্ষণ বলিতে শ্রমদ্ভাগবতে নব যোগীন্দ্র বলিয়াছেন—

> ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
> সর্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ (১১।২।৫২)

যিনি ধন সম্পত্তিতে এমন কি নিজের দেহরক্ষা বিষয়ও আপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর ভেদভাব শূন্য সর্ব্বভূতে যিনি নিজকে সমান ভাবে অবাস্থত দেখেন সকলের সুহৃদ হইতে পারেন তিনি উত্তম ভাগবত।

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ (১১।২।৪৫)

সর্ব্ব ভূতে যিনি নিজের ভগবদ্ভাব দর্শন করেন অর্থাৎ নিজের ইষ্টের সহিত নিজকে অঙ্গাঙ্গিভাবে (৪।৭।৫৪) দেখার ভাব নিজের যেমন আছে তেমনি সকলেরই আছে এই ধারণা যাহার আছে বলিয়া যিনি নিজকে ও নিজের ইষ্টকে সকলের মধ্যে এবং সকলকে ও সকলের ইষ্টকে নিজের মধ্যে দর্শন করেন তিনি উত্তম ভাগবত।

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎস্যু চ
প্রেম-মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥
(১১।২।৪৬)

যাহারা মধ্যম অধিকারী, সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি হইয়া স্বরাজ যোগ সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারেন নাই ভক্ত ও ভগবান উভয়ের মধ্যে নিজেকে দর্শন করিতে অক্ষম তাহারা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ভক্তের সহিত মিত্রতা, সাধারণ জীবের প্রতি কৃপা এবং ভগবত বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষার ভাব পোষণ করেন তাহারা মধ্যম ভাগবত।

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ (১১।২।৪৭)

যাহারা ভগবানের বিগ্রহেই ভগবানকে দর্শন করেন, অর্চ্চনা করেন, বিগ্রহ ব্যতিরিক্ত ভক্তহৃদয়ে ভগবান বিরাজ করেন বুঝিয়া ভক্তের সেবা করেন না তাহারা অপ্রাকৃত ভগবানকেও প্রাকৃত দেহধারীর মত মনে করেন এবং নিকৃষ্ট ভগবত বলিয়া বিবেচিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হন। অর্থাৎ ভগবানকে চিন্ময় বুঝিলে ভগবানকে যে সর্ব্বত্র দর্শন করিতে হয় এই ভাব যাহাদের মনে জাগে না তাহারা প্রাকৃত ভক্ত।

এইরূপে দেখা যায় ভগবান এবং উত্তম ভগবতগণ উদার চরিত, বসুধৈব কুটুম্বক এবং সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন। শ্রীকৃষ্ণ এই ভগবদ্ভাবের পরিচয় দিতে গিয়া প্রহ্লাদ কথিত কল্পতরু স্বভাব (৮।২৩) দেখাইতে গিয়া গোপীগণের কামক্রীড়ায় যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই কামক্রীড়ায় যাহাতে তিনি কামজয়ী মন্মথ মন্মথঃ প্রমাণিত হইতে পারেন সেইজন্য কন্দর্পের সহিত সংগ্রাম যাহাতে বিলম্বে অনুষ্ঠিত না হইয়া সহসা আরব্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া মুরলীরবে কামের সেননী কামিনীগণকে রাসস্থানে উপস্থিত হওয়ার অহ্বান জানাইয়াছেন। এই জন্য রন্তুং মনশ্চক্রে (১০।২৯।১) অরীরমৎ (১০।২৯।৪২) ইত্যাদি বাক্যের সদুপযোগ শ্রীমদ্ভাগবতে হইতে পারিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের কামযুদ্ধ জয়ের কথা বলিতে তিনি গোপীগণকে পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন—যাহারা আত্মারাম তাহারা কাহারও ভালবাসার প্রতিদান করেন না। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন—

> ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
> যা মাভজন্ দুর্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্ বঃ প্রতিযাতু
> সাধুনা॥ (১০।৩২।২২)

তোমরা আমার জন্য তোমাদের সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া আসিতে পারিয়াছ। আমি কিন্তু ব্রহ্মার আয়ুলাভ করিয়াও এই কার্য্যের প্রতিদান করিতে পারিব না। তোমাদের নিজগুণে ক্ষমাই আমাকে অঋণী করিবে। এই দুই কথায় শ্রীকৃষ্ণ নিজকে কামিনীগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামী হওয়ার অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। গোপীগণ বেদাচার লোকাচার ত্যাগ করিতে সমর্থ লইলেও বেদমূর্ত্তি ভগবান তাঁহার মর্য্যাদা ত্যাগ করিতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে অন্য উপায়ে ভজনাকারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিতে পারে না। গোপীগণের মন রক্ষায় তিনি আত্মরক্ষা করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতে পারেন কিন্তু অন্য সাধকগণের মন রক্ষার জন্য তিনি গোপীগণের দিকে অধিকতর অগ্রসর হইতে পারেন না এইজন্য তিনি কামের সকল প্রকার চেষ্টার সুযোগ দিয়াও তিনি নিজে অহত শরীরে অবরুদ্ধ সৌরত হইয়া সকল কামক্রীড়ায় যোগ দিয়াও মন্মথ মন্মথঃ হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম, শ্রীকৃষ্ণ মন্মথ মন্মথঃ, শ্রীকৃষ্ণ অবরুদ্ধ সৌরত ইহা জানিয়াও পরীক্ষিৎ শুকদেবকে শ্রীকৃষ্ণের পরদারগমন বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন। শুকদেব বলিলেন—

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥ (১০।৩৩.৩০)

ধর্ম্ম ব্যতিক্রম হইয়াছে ইহা দেখা গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে ভগবানের ভগবত্তাও দেখাগেল। অগ্নি যেমন সকল কিছু ভস্মসাৎ করিতে পারে তেজস্বী পুরুষও ভালমন্দ সকল কিছু আত্মসাৎ করিতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বারংবার বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম, আপ্তকাম, আত্মরত, অখণ্ডিত অবরুদ্ধ সৌরত এবং সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথঃ, তথাপি তিনি ব্রজগোপীগণের কামাতুরতা দর্শনে কল্পতরু স্বভাবে পরিচয় দিতে তাহাদের অঙ্গে হস্তবিন্যাসাদি সাধারণ শিষ্টাচার বিরুদ্ধ কার্য করিয়াছেন। আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মারামত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাহা করিতে পারিয়াছেন, আত্মারাম; শুকদেব তাহার আজন্ম উদাসী ভাব অপরবর্ত্তীত রাখিয়া যাহা বলিতে পারিয়াছেন, মরনাপন্ন পরীক্ষিৎ তাহার অন্তিমচিন্তায় ভগবানে চিত্ত অবিচলিত রাখিয়া যা শ্রবন করিতে পারিয়াছেন সেই প্রাকৃত কামী ও কামিনী গঠীত ব্যাপারের যে বিবৃতি পূর্ণ বাহু প্রসার (১০।২৯।৪৬) অপ্যেনপত্ম্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ (১০।৩০। ১১) তস্যা . অমূমি (১০।৩।৩০) কাচিদঞ্জলি নাগৃহ্নাৎ (১০।৩২। ৫০) তদ্দর্শনাহ্লাদ (১০।৩২।১৩) গণ্ডং গণ্ডে (১০।৩৩।১৩) নৃত্যন্তী গায়াতী (১০।৩৩।১৪) তাসামতি (১০।৩৩.২১) ইত্যাদি শ্লোক এই প্রবন্ধে বিশেষ শতর্কতার সহিত বর্জিত হইয়াছে। তবে যে সমস্ত এই জাতীয় শ্লোকের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণে রক্ষাকবচ জাতীয় বাক্যের মধ্যে আত্মারাম ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, যে সমস্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের চরিতের এবং ব্রজগোপী চরিতের পরস্পর বিরোধিতা প্রদর্শীত হইয়াছে তাহা উল্লেখিত হইল। এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা পরে আবার করা হইবে। এই সমস্ত শ্লোকের মধ্যে (১০।২৯।৪৬) এবং (১০।৩৩।২১) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণে কর্তৃত্ব প্রকাশ পাইয়াছে কিন্তু ইহার সঙ্গে রক্ষা কবচ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এই জন্য আবার রাসক্রীড়ার পুনরালোচনায় অন্য দিক দর্শনের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ জন্ম কথানুসারে শ্রীমন্নারায়ণ ধরা ভার হরণের ভার হাত পাতিয়া লইয়া শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন। ধরা ভারের বর্ণনায় শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—ভূমির্দৃপ্ত নৃপ ব্যাজ দৈত্যানীকশতায়ুতৈঃ (১০।১।১৭) রাজন্যসংজ্ঞাসুরকোটিযুথপৈঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১০।৩।২১) ভূসম্পত্তির বলে যাহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করেন এবং রাজ কর্মচারী হইয়াও শাসনের নামে শোষণ প্রচলন করেন, তাহারাই ধরাভার বর্দ্ধক বলিয়া বিবেচিত হন। ইহাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে শ্রীমন্নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন। কিন্তু সংগ্রামে সম্মুখীন হওয়ার যোগ্য বয়স প্রাপ্তির পূর্বে আত্মগোপনের অনুরোধে তিনি ব্রজে আনীত হইয়াছেন। ব্রজে আসার আগ্রহ তাহার ছিল না আপত্তিও তিনি করেন নাই। ব্রজে তিনি কাহারও আসক্তিতে আবদ্ধ থাকেন নাই। ঋগ্বেদের কথায় (৫।৪৬।১) তিনি যতদূর সম্ভব কার্য্যভার বহন করিয়া চলিয়াছেন। যে যোগমায়া বলে নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন, সেই যোগমায়াবলে শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য অসুর নিধন করিয়াছেন। কেবল সংহার কর্ত্তারূপে আত্মপরিচয় দানে তিনি ভগবান নামের যোগ্য হইবেন না, এইজন্য সৃষ্টি কাজেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি নিজে বলিয়াছেন দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্ (৪।৭।৫১) তিনি যখন যে কাজ করেন তখন কার্যচিত উপাধিতে পরিচিত হন। স্রষ্টা ব্রহ্মার নিকট তিনিও স্রষ্টা বলিয়া পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনে বৎস হরণ লীলায় তিনি নিজকে গোপবালক এবং গোবৎসাদি রূপে পরিণত করিয়াছিলেন।

ব্রজে আত্মগোপন করিয়া থাকার সময় তিনি ব্রজবাসীগণের স্নেহ উপহার যেমন পাইয়াছেন, তেমনই ব্রজবাসী অঘাসুর, বকাসুর কালীয়নাগ, দাবানলাদি অত্যাচারী বিনাশের ভারও বহন করিতে হইয়াছে। এবার কামাসুরের, কন্দর্পের দর্প চূর্ণকরার ভার, তিনি হাত পাতিয়া লইলেন। তাঁহার কিশোর বয়স, কামের সেনানী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজ বাসিনীগণের কামোদ্দীপক হইলেন। ইহাতে তাহার আগ্রহও নাই, আপত্তি ও নাই, আসক্তি ও নাই। এমন নিষ্কাম কর্ম্মের কথা কার্য্যে পরিণত করিতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্যত হইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিতে "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্" (১।৩।২৮) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান এই কথাটি বুঝায়। ভগবান বলিতে শক্তিমানকে বুঝায় ভগ শব্দের অর্থ শক্তি। বেদে ভগ নামে সূর্য্যকে বুঝায়। এবং ভগবান অর্থে সূর্য্যের তন্ময় সাধককে বুঝায়। এই অর্থে ঋগ্বেদে একবার ভগবান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্ত্রে ভগ শব্দের অর্থ স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়, বাণ শব্দের অর্থ পুরুষের জননেন্দ্রিয়। তন্ত্রের এই উভয় জননেন্দ্রিয়ের সমাবিষ্টের নাম ভগবান। শ্রীমদ্ভাগবত ভগবান শব্দের অর্থ বলিতে বলিয়াছেন—বদন্তি (১।২।৬) অর্থাৎ অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ইত্যাদি নামে অহিহিত হন। যাহাকে ভগবান বলা হয়, তাহাকে আত্মা বলা হয় এবং তাহাকেই ব্রহ্ম বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব পরিচয় দিতে এই কথা আরও পরিস্ফুট বলা হইয়াছে।

ত্রয্যাচোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্। ১০।৮।৪৫

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য স্বয়ং ভগবাণ শ্রীকৃষ্ণ বেদে বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেব নামে, উপনিষদে ব্রহ্ম নামে, যোগশাস্ত্রে আত্মানামে, সাত্বত সংহিতাদিতে ভগবান, বাসুদেব, নারায়ণ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই সমস্ত নামের নামী শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদার নিকট গোপাল নামে অভিহিত হইতেছেন। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক শ্লোকে বেদ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত পর্য্যন্ত বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন সাধকের নিকট একই তত্ত্ব বহু নামে পরিচিত এবং বহুরূপে প্রতিভাত হওয়ার কথা তথা শ্রীমদ্ভাগবতের বেদমন্ত্রানুকূলতা প্রমাণিত হয়। ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬ বলিয়াছেন—একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি, এক তত্ত্বকে পণ্ডিতগণ বহুনামে অভিহিত করিয়াছেন ঋগ্বেদ আর ও বলিয়াছেন রূপং রূপং প্রতিরূপো (৭।৪৬।১৮) (৩।৫৩।৮.) অর্থাৎ একই তত্ত্ব বহু রূপে প্রতিভাত। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন এক নানায়তে (৩।৩২।৩৩) যথা হিরণ্যং...... ব্যখ্যায়তে লৌকিক বৈদিকৈর্জনৈঃ (১২।৪।৩১) অর্থাৎ একই তত্ত্ব বহুশাস্ত্রে বহু ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদ সমস্ত দেবতাকে একনামে অভিহিত করার জন্য বিশ্বদেব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বিশ্বশব্দ সমূহার্থে ব্যবহৃত হয়। বিশ্বদেব শব্দের অর্থ দেব সমূহ। সাত্বত সংহিতা তথা অন্যান্য পুরানাদি বিশ্বদেব শব্দকে বাসুদেব শব্দে পরিবর্তিত করিয়াছেন প্রবেশার্থক বিশ্ ধাতু হইতে বিশ্ব শব্দ হইয়াছে। নিবাসার্থক বস্ ধাতু হইতে বাসু শব্দ হইয়াছে। যিনি সকল বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করেন তিনিই বিশ্বনামে এবং যিনি সকল বস্তুর মধ্যে নিবাস করেন তিনি বাসুনামে অভিহিত হন। সুতরাং বিশ্বদেব ও বাসুদেব শব্দ একার্থ বাচক। এই বাসুদেব শব্দের ব্যবহারে শ্রীমদ্ভাগবত নিগমকল্প তরোর্গলিতং ফলং (১।১।৩) বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন। বৈদিক স্বরাজ ও সত্য শব্দের ব্যবহার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। সেখানে বাসুদেব শব্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবহার না করিলেও কথা আরম্ভ করিতেই 'বাসুদেব ভগবতি' (১।২।৭) ইত্যাদি বাক্যে বাসুদেব শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। আদিতে যেমন তেমনি অন্তে নমস্তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় সাক্ষিণে (১২।১৩২০) ইত্যাদি বাক্যে বাসুদেব শব্দের প্রয়োগ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নামান্তরে যে বাসুদেব ইহাই প্রতিপন্ন করিতে শ্রীমদ্ভাগবত সমর্থ হইয়াছেন। এই বাসুদেব কেবল বসুদেবের পুত্র নহেন, এই বাসুদেব "বাসু" "দেব" শব্দের সমাসবদ্ধ শব্দমাত্র। এই বাসুদেব সর্বত্র বাসকারী বাসুদেব। এই বাসুদেবই যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য তাহা বলিতে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

বাসুদেব পরাবেদা বাসুদেব পরামখাঃ
বাসুদেব পরা যোগা বাসুদেব পরা, 'ক্রিয়াঃ॥ ১।২।২৮ ; ২৯
বাসুদেব পরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ॥
বাসুদেব পরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥ ২৯

যত শাস্ত্র এবং শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম বিষয়ক অনুষ্ঠান একই আরাধ্য সমস্তই বাসুদেবের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়, ইহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কেবল বাসুদেব নামে অভিহিত হন নাই, নারায়ণ নামেও অভিহিত হইয়াছেন।

নারায়ণ পরাবেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ।
নারায়ণ পরালোকা নারায়ণ পরামখাঃ॥ (২।৫।১৫)
নারায়ণ পরো যোগো নারায়ণ পরং তপঃ।
নারায়ণ পরং জ্ঞানং নারায়ণ পরা গতিঃ॥ (২।৫।১৬)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত শাস্ত্র তথা তাহাদের প্রতিপাদ্য জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম বিষয়ক অনুষ্ঠান একই আরাধ্য নারায়ণের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হয়। ইহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। বিশ্ব বা বাসু শব্দ যেমন সমূহার্থে ব্যবহৃত হয় নার শব্দও তেমনি সমূহার্থে ব্যবহৃত হয়। নর শব্দের সহিত যাতার্থে ভাবার্থেও সমূহার্থে ষ্ণ প্রত্যয় করা যায়। যাতার্থে ষ্ণ প্রত্যয় জনিত নারায়ণ শব্দে জলশায়ী নারায়ণকে বুঝায়। ভাবার্থে ষ্ণ প্রত্যয় জাত নার শব্দ হইতে নারদ শব্দ হইয়াছে। সমূহার্থে ষ্ণ প্রত্যয় জনিত নার শব্দ গত নারায়ণ শব্দে নর সমষ্টিকে বুঝায়। শ্রীমদ্ভাগবত একই বিশেষণে, একই গুণ ও কর্ম্মে বাসুদেব শব্দ ও নারায়ণ শব্দকে বিশেষিত করিয়া এই দুই শব্দকে একার্থক এবং একরূপ ব্যপকার্থে ব্যবহাব করিয়া বিষ্ণু শব্দের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বাসুদের শব্দের মধ্যে বাসুশব্দ ও দেবশব্দ একত্রে সমাজ বদ্ধ হইয়াছে। দেবশব্দ বেদের প্রতিপাদ্য শব্দ। অথচ শ্রীমদ্ভাগবতও দেব শব্দের সমাদর করিয়াছেন।

কেবল বাসুদেব শব্দের ব্যবহার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত দেব শব্দের প্রতি সমাদর দেখাইয়াছেন এমন নহে। তাহার শেষ প্রণাম।

যং ব্রহ্মা·········দেবায় তস্মৈ নমঃ (১২।১৩।১)।

ইত্যাদি বাক্যে দেব শব্দের ব্যবহার করিয়া সর্ব্বজন সমাদৃত মন্ত্রের সহিত দেব শব্দকে সকলের মনে মুখে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ অবতার বাদ এই শব্দের অর্থ সমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। দিব্ ধাতু হইতে দেবশব্দ হইয়াছে। আবার দিব্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধাতু হইতে দিবা শব্দও হইয়াছে। সুতরাং দ্যুলোক দিবা একার্থ বাচক। দেব শব্দের অর্থ করিতে বেদের আদি ভাষ্যকার যাস্ক তাহার নিরুক্তে লিখিয়াছেন—

দ্যোতনাদ্বা, দানাদ্বা, দীপনাদ্বা। দ্যোতনা অর্থে প্রকাশকে বুঝায়, দীপনা অর্থে উদ্দীপনা বা প্রেরণাকে বুঝায়, দান অর্থে আত্ম সম্প্রসারণকে বুঝায়। যিনি সৃষ্ট বস্তুতে আত্ম সম্প্রসারণের দ্বারা সকল বস্তুরূপে পরিণত হন এবং এইরূপ হইয়াছেন, ইহা আত্মপ্রকাশ দ্বারা বুঝাইয়া দেন তিনিই দেবতা। সূর্য্য নিজের আলোকে সমস্ত বস্তুকে দৃষ্টিপথে আনেন, আবার তিনি নিজকেও আমাদের দৃষ্টিগোচর করেন। এইজন্য তাহাকে দেবতা বলা হয়। বেদে এই যুক্তি বলে দেবতাকে স্বরাজ ও সত্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পরে শ্রীমদ্ভাগবত এই যুক্তি বলে স্বরাজ ও সত্য শব্দকে তাঁহার মঙ্গলাচরণে উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

এই দিব্ ধাতু পাণিনী ব্যাকরণে বারটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে সাধারণতঃ আধুনিক ব্যাকরণেও নিম্নলিখিত ক্রীড়াবিজিগীষাব্যবহার দ্যুতিস্তুতি মোদমদস্বপ্নকান্তি গতিষু ইত্যাদি অর্থে দিব্ ধাতু ব্যবহৃত হয়। যাস্ক কথিত দ্যুতি বা দ্যোতনা শব্দ এই অর্থগুলির মধ্যে আছে। তদ্‌ভিন্ন অন্য অর্থ সমূহের প্রথমেই ক্রীড়া শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ক্রীড়া শব্দ হইতেই রাস পঞ্চাধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ (১০।৩৩।৪০) বাক্যটি রচিত হইয়াছে। এই বাক্যের প্রয়োগে সমস্ত রাসলীলাকে প্রাকৃত জগতের উর্দ্ধে উন্নীত করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। এই লীলাকে দেবলোকে উপনীত করা হইয়াছে। অর্থানুসন্ধান করিলে জানা যায় এই রাসলীলার বর্ণনায় দিব্ ধাতুর অন্যান্য অর্থগুলিও যথাযথ ভাবে স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। রাসলীলার প্রারম্ভে ভগবান শব্দ এবং রাসলীলার সমাপ্তিতে বিষ্ণু শব্দ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাকে তাঁহার লীলারূপের কার্য্যে রাখিয়াও তাঁহার স্বরূপের কার্য্যে উপনীত করিয়াছে। এই রাসলীলার সমাপ্তিতে "মানুষং দেহমাস্থিতঃ" বাক্যটি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহরূপ বা লীলারূপ সূচিত করে। লীলারম্ভের বর্ণনাগত ভগবান শব্দ এবং লীলা সমাপ্তির বিবৃতিভূত বিষ্ণু শব্দ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রূপ সূচনা করে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা বর্ণনায় দেবকীর জঠর হইতে প্রাদুর্ভূত নারায়ণ বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ (১০।৩।৪৬) ইত্যাদি বাক্য একাধারে শ্রীকৃষ্ণের দুইরূপ সূচিত করে। এই দুই রূপের মধ্যে একটি চতুর্ভূজ নারায়ণ বা বাসুদেব রূপ, আর একটি দ্বিভুজ মানুষরূপ। রাসলীলা কিন্তু প্রাকৃত মানুষ রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজমুরলীধর। তিনি এখানে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বাসুদেব বা নারায়ণরূপী নহেন। কিন্তু তাঁহার লীলা বর্ণনায় তাঁহার রূপমুগ্ধ ব্রজগোপীগণও তাঁহার অপ্রাকৃত রূপের কথা কখনও কখনও বলিয়া ফেলিয়াছেন।

রাসলীলা বলিতে শ্রীকৃষ্ণকে মনে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ স্মৃতি পথে আসিতে মুরলী বাদন করিয়াই আসেন এইরূপ সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ মৃগ শিশুর মধ্যে সিংহ শিশুর মত ব্রজে বিচরণ করিয়াছেন। তিনি দেবতা হইয়াও গোপ বালকের মত লীলা করিয়াছেন। কিন্তু লীলায় নররূপের পরিচয় অপেক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবরূপের পরিচয় অধিকতর দিয়াছেন। লৌকিক কার্য্য করিতে তিনি অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এতই গুরুতর ছিল যে লৌকিক শক্তিদ্বারা তাহা অতিক্রম করা সম্ভব হইত না। এইজন্য তিনি লৌকিক পরিবেশের মধ্যেও অলৌকিক চরিত্র প্রকট করিয়াছেন। মাত্র ছয়দিনের শিশু শ্রীকৃষ্ণ পুতনার বিষলিপ্ত স্তনে মুখ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি বিষও জীর্ণ করিয়াছেন, পুতনার প্রাণও হরণ করিয়াছেন। এই তাঁহার অলৌকিক কার্য্যের আরম্ভ। তিনি দেবলোক বা দ্যুলোক বা স্বর্গলোকও অলঙ্কৃত করেন বলিয়া তৎকর্তৃক নিহত পুতনা স্বর্গমবাপ (১০।৬।৩৮) স্বর্গলোকে উপনীত হইয়াছিলেন। এই ত তাঁহার লীলারম্ভের কথা। তাঁহার লীলা সমাপ্তিতেও এই স্বর্গপ্রাপ্তির কথা আসিয়াছে। তাঁহার হত্যাকারী ব্যাধকে তিনি সুকৃতীনাং পদম্ (১১।৩০।৩৯) দিবং যযৌ (১১।৩০।৪০) স্বর্গে পাঠাইয়াছিলেন। এবং তিনিও তাঁহার লীলা সমাপনান্তে স্বধাম গমন উপলক্ষে দিবং গত (১২।২।২৯) স্বর্গে গিয়াছিলেন ইহা শ্রীমদ্ভাগবত পরিষ্কার ভাষায় কলিকালের আরম্ভ প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন।

এইরূপে ত্রিলোকী শ্রীকৃষ্ণ, ইন্দ্র, বিষ্ণু ইত্যাদি রূপে স্বর্গে, “মানুষং দেহমাস্থিতঃ” ইত্যাদি বাক্যার্থে মর্ত্তে এবং বলিরাজার প্রহরীরূপে পাতালে একই সময়ে অবস্থান করা সত্ত্বেও নারয়ণরূপে যখন ক্ষিরোদ সমুদ্রে শায়িত ছিলেন তখন ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজ (১০।১।১৭) ভূসম্পত্তির বলে গর্বিত রাজপুরুসগণের অত্যাচারে পীড়িত ধরার প্রার্থনায় এবং রাজন্য সংজ্ঞাসুরকোটিযূথপৈঃ (১০।৩।২১) অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসুর প্রকৃতির রাজপুরুষগণের নিধনের নিমিত্ত মর্ত্তে অবতীর্ণ হইয়া বভূব প্রাকৃতঃ (১০।৩।৪৬) প্রাকৃত রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। জগতে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি বিষ্ণোর্মায়া ভগবতীকে (১০।১।২৫) অবতীর্ণ হইতে নির্দেশ দিলেন। একটু পরেই বিষ্ণুর মায়া যোগমায়াং সমাদিশৎ (১০।২।৬) যোগমায়া নামে খ্যাত হইলেন। একটু পরেই

দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ ॥
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ ॥ ১০।২।১২

ইত্যাদি ষোলটি নামের তিনি নাম্নী হইলেন। আরও একটু পরে তিনি বহুনামনিকেতেষু বহুনামা বভূব হ ॥ (১০।৪।১৩) বহুলোকের ঘরে বহুনামে অর্চিত হইতে থাকিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবন এই যোগমায়ার প্রভাবে প্রাকৃত হইয়াও অপ্রাকৃত, অপ্রাকৃত হইয়াও প্রাকৃত। শ্রীকৃষ্ণ এই যোগমায়া অবলম্বনে দ্বিস্বভাব-বিশিষ্ট হইয়াই শ্রীমদ্ভাগবতে পরিচিত হইলেন। এইজন্য তাঁহার লৌকিক অনুষ্ঠানেও অলৌকিক শক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। আবার অলৌকিক কার্য্যেও লৌকিক ব্যাপারের মত ভাব দেখা যায়। এইরূপ বাতাবরণেই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। কিন্তু সকল ব্যাপারে যোগমায়ার নাম উল্লিখিত হয় নাই।

বলরামকে দেবকীর জঠর হইতে রোহিনীর জঠরে আনয়ণে এবং শ্রীকৃষ্ণকে নন্দালয়ে আনয়ণে এই যোগমায়া নারায়ণ নির্দ্দেশিত কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। অবশিষ্ট কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণকে সহায়তা করার কথা শ্রীনারায়ণ বলেন নাই। তবুও ব্রহ্মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৎসাপহরণে এবং শ্রীকৃষ্ণের বৎসরূপধারণে মায়ার খেলার কথা বিশেষভাবে পরিবেশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াবলে গোপবালক, গোবৎস, সিঙ্গা, বেণু, বেত্র এমন কি রজ্জুরূপে রূপায়িত হইয়াছিলেন। ব্রজগোপীগণের স্নেহপ্রসূত স্তনদুগ্ধ ধারায় গোপবালকরূপী শ্রীকৃষ্ণ আপ্লুত হইয়াছিলেন। যোগমায়া অনুষ্ঠিত এই বাৎসল্য রসের অভিনয় সুদীর্ঘ একবৎসরকাল চলিয়াছিল। ইহা ১০।১৩।২৭ শ্লোকাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে শ্রীমদ্ভাগবত যোগমায়া শব্দ একবার প্রয়োগ করিয়া মায়া শব্দ অনেক বার প্রয়োগ করিয়াছেন। কংসের হাত হইতে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্তা কন্যাও "মায়া ভগবতী ভুবি (১০।৪।১৩) ইত্যাদি বাক্যে কেবল মায়ানামে অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে সায়ুধাষ্টা-মহাভুজা (১০।৪।৯) অর্থাৎ অষ্টভূজা মূর্ত্তি বলিয়া বলা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় এই মায়া যোগমায়া।

প্রলম্বাসুরবধে যোগমায়ার নাম উল্লেখ করা না হইলেও গোপালচ্ছদ্মমায়য়া (১০।১৮।২) ইত্যাদি বাক্যে মায়া শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে। দাবানল উপাখ্যানে যোগমায়ানুভাবিতম্ (১০।১৯।১৪) ইত্যাদি বাক্যে পরিস্কার যোগমায়া শব্দের উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যলীলায় যোগমায়া সহচরী থাকায় ঐ লীলার তিনি ব্যবস্থাপিকা ইহাই প্রামাণিত হইল।

ব্রহ্মার সম্মোহন লীলায় ও দাবানল ভক্ষণে এই যোগমায়ার হস্তক্ষেপ বিশেষ লক্ষের বিষয়। যে যোগমায়ার হস্তক্ষেপে দেবকীর জঠর হইতে বলরাম রোহিনীর জঠরে আনীত হইলেন, সেই যোগমায়ার প্রভাবে ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য গোপবালক ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৎসাদিতে পরিণত হইতে পারিলেন। তথা দাবানল ভক্ষণ করিয়া ব্রজকে রক্ষা করিতে পারিলেন, সেই যোগমায়ার নাম কিন্তু কালীয় দমনের এবং গোবর্দ্ধন ধারণের প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয় নাই। যোগমায়ার উল্লেখ একেবারে রাসলীলায় হইয়াছে। ভগবান শব্দ এবং যোগমায়া শব্দ একই শ্লোকে প্রয়োগ করিয়া রাসলীলার আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য সাধিকা যোগমায়া তাঁহার মাধুর্য্য সাধিকায় পরিণত হইয়াছে। এই যোগমায়া শ্রীকৃষের রাসলীলায় যেমন শ্রীকৃষ্ণের জন্য অঘটনঘটন সাধন করিতেছেন তেমনই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা লীলায়ও তিনি তদ্রূপ পটীয়সী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন।

রাসলীলায় যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে রাসমঞ্চে সমাগতা গোপীগণকে রাসনৃত্যে মত্ত রাখিয়াও তাহাদের স্ব স্ব পতিপার্শ্বে তাহাদিগকে শায়িত রাখিয়াছেন। এইজন্য তাহাদের পতিগণ "মোহিতাস্তস্য মায়য়া।" (১০।৩৩.৩৮) কৃষ্ণ মায়ায় মোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দোষারোপ করিলেন না। রাসলীলা বর্ণনার প্রারম্ভে যোগমায়ামুপাশ্রিত: (১০।২৯।১) এবং রাসলীলা বর্ণনার সমাপ্তিতে "মোহিতাতস্য মায়য়া" বাক্যদ্বয়ে এক প্রসঙ্গে মায়া এবং যোগমায়া শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। এই যোগমায়ায় রাসনৃত্যে একই কৃষ্ণ বহুকৃষ্ণে পরিণত হইতেছেন এবং প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বে অবস্থিত থাকিতে শ্রীকৃষ্ণ সমর্থ হইয়াছেন। ব্রজের মত দ্বারকায় এই যোগমায়া একই শ্রীকৃষ্ণকে বহু পত্নীর গৃহে বহুকৃষ্ণে বিভিন্ন কার্য্যে লিপ্ত থাকার জন্য সহায়তা করিয়াছেন। দেবর্ষি নারদ ব্রজের যোগমায়ার লীলাদর্শন না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেও দ্বারকায় যোগমায়োদয়ং বীক্ষ্য (১০।৬৯।৩৭) যোগমায়াস্তে ভূর্দ্দশা (১০।৬৯।৩৮) ইত্যাদি বাক্যে যোগমায়ার প্রভাব দর্শন করিয়াছেন ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে। এই শ্রীমদ্ভাগবতে মায়া এবং যোগমায়া শব্দের সহিত মহামায়া শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। লক্ষ্মীর অর্চনার মন্ত্রে কশ্যপ দিতিকে বলিতেছেন—বিষ্ণুপত্নি মহামায়ে (৬।১৯।৬) ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। এখানে বিষ্ণুপত্নি শব্দ এবং মহামায়া শব্দ একত্রে প্রযুক্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ জন্মকথায় বিষ্ণোর্মায়া ভগবতি ইত্যাদি বাক্য পাওয়া যায়। লক্ষ্মীর অর্চ্চনায় বিষ্ণুপত্নি মহামায়া বাক্য পাওয়া গেল। এতদ্দ্বারা মায়া, যোগমায়া, মহামায়া, বিষ্ণুমায়া ইত্যাদি শব্দের তাৎপর্য্য বিষয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হইল তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

যোগমায়া শব্দ ইন্দ্র শব্দের সহিতও ব্যবহৃত হইয়াছে। ইন্দ্র কর্তৃক দিতির গর্ভচ্ছেদনে এই অঘটনঘটন পটীয়সী যোগমায়ার হস্তক্ষেপের কথা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি এই খণ্ডিত ভ্রূণকে ঊণপঞ্চাশ বায়ুতে পরিণত করিয়া দিয়াছেন। এখানে ইন্দ্রকেও যোগেশ বলা হইয়াছে এবং ইন্দ্রের মায়াকে যোগমায়া বলা হইয়াছে। যোগেশ শব্দ শ্রীমদ্ভাগবতের আবিষ্কার। গজেন্দ্র-মোক্ষণে ৮।৩।২৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

যোগরন্ধিতকর্ম্মাণো হৃদি যোগবিভাবিতে। যোগিনো যং প্রপশ্যন্তি যোগেশং তং নতোঽস্ম্যহম্॥ ভগবানে কর্ম্ম অর্পণ করিয়া যখন কর্ম্মকে ত্রুটিহীন বা অছিদ্র করা হয়, যোগীগণ হৃদয়ে যখন ধ্যান করেন তখন ভগবানকে যোগেশ নামে অভিহিত করা হয়। সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান যোগেশকে আমি নমস্কার করি.। দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগে উৎসাহিত করিতে বলিয়াছেন—কৃষ্ণ-কৃষ্ণা-প্রমেয়াত্মন্ যোগেশ জগদীশ্বর (১০।৩৭।১১) হে কৃষ্ণ তুমি সাধারণ প্রমাণের উর্দ্ধে। তুমি বিশ্বকে সংযোজিত করিয়া রাখিয়াছ। তুমি জগদীশ্বর। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের লীলাসম্বরণের কথায় বিয়োগ ভয়ে ভীত হইয়া বলিয়াছেন—

দেবদেবেশ যোগেশ পুণ্যশ্রবণ কীর্ত্তন (১১।৬।৪২)।

যোগেশ যোগবিন্যাস যোগাত্মন্ যোগসম্ভব। (১১।৭।১৪)

হে কৃষ্ণ তুমি যোগের কর্ত্তা এবং যোগবলে অবতীর্ণ। যেখানে বিয়োগের সম্ভাবনা সেখানে ভগবানকে ভক্ত যোগেশ নামে অভিহিত করিয়াছেন দেখা যায়। ইন্দ্র দিতির ভ্রূণ হত্যা করিতে করিতে তাহাকে পুনর্জীবিত করায় ইন্দ্রকেও সেখানে যোগেশ বলা হইয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতে যোগীগণকেও (৮।১৪.৮) যোগেশ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই সমস্ত উক্তি সংগ্রহ করিয়া যোগমায়া শব্দের ব্যাপক ব্যবহারের প্রমাণ করা হইতেছে। ঐশ্বর্য্যে এবং মাধুর্য্যে উভয়তঃ যোগমায়া অঘটনঘটনের প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে। মায়া, যোগমায়া, মহামায়া শব্দত্রয়ের অভেদ ব্যবহার যে শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্য ইহা সূচিত হইল।

এই যোগমায়ার সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণ গ্রীষ্মকালে ব্রজের দাবানল পানে সমর্থ হইয়াছিলেন। যোগমায়ার সহায়তায় শরৎ কালে ব্রজের কামানল পানে তিনি সমর্থ হইবেন কিনা তাহাই বিবেচ্য। শরৎকালে ঋতু সাম্যের সময় আসে। তখন শীত গ্রীষ্ম সমান হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিবা রাত্রি সমান হয়। শরৎকালে প্রাকৃতিক দৃশ্য সকলের চিত্তাকর্ষক হয়। সকলের শারীরিক অবস্থাও তখন আনন্দের অনুকূল হয়। এইরূপ কয়েক শরৎকালে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন। কিন্তু তখন তিনি কিশোর বয়সে উপনীত হন নাই। এবার তিনি নবমবর্ষে পদার্পণ করিয়া কিশোর অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। সুতরাং অন্যান্য দৃশ্যাবলীর সঙ্গে তিনিও চিত্তাকর্ষক হইয়াছেন। শ্যামলা প্রকৃতি সুনীল আকাশের আলিঙ্গনে হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছে। ব্রজ গোপীগণের মধ্যে যাহারা তরুণ বয়স্কা তাহাদের চিত্তে শরতের প্রভাব প্রসারিত হইয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছে মৃগ শিশুর মধ্যে সিংহ শিশুর মত শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকের মধ্যে দেব বালক। শিশুকাল হইতে অলৌকিক ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অন্য গোপবালককে অতিক্রম করিয়া সকলের দৃষ্টিপথে উপনীত হইয়াছেন। ব্রজের সকল বালকেই গোচারণে বেণুবাদন করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবলরামের বেণু ব্রজের সকলের অধিকতর প্রিয় হইয়াছে। ব্রজগোপীগণ এতদিন পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্যভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। তাহাদের মধ্যে অল্প বয়স্কা গোপীগণ শরৎকালে কিশোরকৃষ্ণ বলরামের বেণুধ্বনি শুনিয়া কামপীড়িতা হইতেছেন। গোপীগণের বেণুগীতে কৃষ্ণ বলরাম উভয়ের নাম উল্লিখিত আছে।

নটবরৌ (১০।২১।৮) ব্রজেশসুতয়ো (১০।২১।৭) ইত্যাদি বাক্যে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। এই শ্রীকৃষ্ণবলরাম নামক নটবরদ্বয় উভয়ে এই গোপীগণসহ রাসে প্রবৃত্ত হইবেন এই জন্য এই কথা দৃষ্টি পথে আনা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ শরৎকালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই গোপীগণের সহিত রাসে প্রবৃত্ত হইবেন এবং বলরাম বসন্ত-কালে ইহাদের সহিত রাসলীলা করিবেন। শুধু বেনুগীতে, গোপীগীতে নয়, যুগলগীতেও সহবলঃ (১০।৩৫।১২) ইত্যাদি বাক্যে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ বলরাম উভয়ের গুণগানে রত আছেন ইহা পরিস্কার ভাবে বলা হইয়াছে।

বেণু গীতে গোপীগণ দেব পত্নীগণের কামোদ্বেগের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। যুগলগীতেও সেই কথা পুণরুল্লিখিত হইয়াছে। গোপীগণ তাহাদের মনভাব দেবীগণে আরোপিত করিয়া নিজেদের কামোদ্বেগের কথা সুপ্রমাণিত করিয়াছেন। গোপীগণের কামোদ্বেগ বশত তাহাদের অঙ্গের বস্ত্র স্খলিত হওয়ার কথা (১০।৩৫।১৭) তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠার নিকট প্রকাশ করিতেও তাহারা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। রাসলীলার পূর্বে ও পরে এইরূপ পরিচয় প্রাপ্তা গোপীগণ রাসে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদিগকে কামের সেনানী বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন শ্রীবৃন্দাবনে অনঙ্গের আন্দোলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ব্রজ যুবতীগণের চাঞ্চল্য কুমারীকাগণের মধ্যেও প্রশমিত হইয়াছে। তাহারা হেমন্তের প্রথম মাসে কাত্যায়নীব্রত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাহারা ভদ্রকালীং সমানর্চু র্ভূয়ান্নন্দসুতঃ পতিঃ (১০।২২।৫) নন্দসুতকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য ভদ্রকালীর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। প্রকাশ্য রাজমার্গে কামের এই ক্ষুদ্রসেনাদল উচ্চস্বরে গান করিতে করিতে বলিতেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পাতিং মে কুরু তে নমঃ॥ (১০।২২।৪)

হে কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি! হে অধীশ্বরি! তুমি নন্দসুতকে আমাদের পতি করিয়া দাও, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম কথায় বলা হইয়াছে—যোগমায়ার ষোলনামের মধ্যে ভদ্রকালীও একটি নাম। এখানে যোগমায়াভদ্রকালীকে মহাময়া নামে অভিহিত করা হইয়াছে, (৬।১৯।৬) শ্লোকে লক্ষীর অর্চ্চনায় বিষ্ণুপত্নীকেও মহামায়া বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন কামের এই ক্ষুদ্র সেনাদল কঠোর তপস্যারতা হইয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মেধস মুনির নির্দ্দেশে সুরথ রাজা ও সমাধীবৈশ্য যে কঠোর ভাবে স্বহস্তে দেবীর অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, ব্রজ কুমারীকাগণ সেই প্রাণালী অবলম্বন করিয়াছেন। তাহারাও হেমন্তের শীতল নদী জলে অতি প্রত্যুষে অবগাহন করিয়া সমবেত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া স্বহস্তে দেবীর অর্চ্চণা করিতেছেন। অর্চ্চণার প্রতি মন্ত্রে তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার প্রার্থনা দেবীকে জানাইছেন। বেণুগীতের ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে উপপতিরূপে দর্শন করিতেন। কিন্তু ব্রজকুমারীকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইতে যত্নপরা। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়াছেন, যোগমায়াকে ভগবতী বলিয়াছেন। বিষ্ণোর্মায়াভগবতী (১০।১।২৫) ইত্যাদি বাক্যে যোগমায়াকে ভগবতী উপাধি দেওয়া হইয়াছে। ভগবতীর সন্তোষে ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। কারণ সর্ব্বরদঃ (৮।১৬।৩৬) ভগবান তাঁহার যোগমায়াকে সর্ব্বকামবরেশ্বরী এবং সর্ব্বকামবরপ্রদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১০।২।১০) ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করিয়া দেবীকে তাঁহার সহিত অভিন্ন প্রমাণিত করিয়াছেন। এই জন্য ব্রজকুমারীকাগণের ভদ্রকালীপূজাকে লক্ষ্য করিয়া রাসবিহারী ভগবান বলিলেন—

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥ (১০।২২।২৫)

আমি তোমাদের সঙ্কল্পের বিষয় অবগত আছি। তোমরা আমাকে অর্চ্চনা করিতেছ ইহা আমি জানি। আমার অনুমোদিত বলিয়া এই অর্চ্চণা সফল হইতেই হইবে। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ শক্তি শক্তিমান অভেদ প্রতিপন্ন করিলেন। ভদ্রকালীকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ জন্মকথায় স্বকালশক্ত্যা (১০।১।২২) নামে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণকালীতে পার্থক্য নাই।

শ্রীকৃষ্ণ কামের এই ক্ষুদ্র সেনাদলকে সংগ্রাম যোগ্যা কিনা পরীক্ষা করিলেন। উলঙ্গ অবস্থায় নমস্কার করিতে নির্দ্দেশ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন তাহারা অহতা অর্থাৎ কামের আয়ত্বে এখনও আসে নাই। তখন আগামী রজনীতে মিলনের প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি তাহাদিগকে কামের সেনাদলে ভর্ত্তি হইবার পথ হইতে অপসারিত করিলেন। এই কুমারীকাগণ রাসমঞ্চে সমাগতা হইয়াছেন কিনা সন্দেহ। কারণ সেখানে গোপীগণ পিতামাতা পতি পুত্র ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন বলা হইয়াছে। এই কুমারীকাগণ এত অল্পদিনের মধ্যে অর্থাৎ পরবর্ত্তী শরৎকালের মধ্যে সকলে বিবাহিতা হইয়াছেন কিনা ইহাও সন্দেহ, পুত্রবতী যে হন নাই ইহা নিশ্চিত। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে পতিপুত্রের সেবায় ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন। তিনি কোন গোপীকে পিতামাতার নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফিরিয়া যাইতে বলেন নাই। সুতরাং দেখা গেল প্রতিশ্রুতি প্রাপ্তা গোপীগণ রাসে যাইতে পরিয়াছেন কিনা সন্দেহ, অথচ প্রতিশ্রুতি না পাওয়া সত্ত্বেও অনেকে রাসে উপস্থিত হইয়াছেন।

রুক্মিনী দেবীও শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য অম্বিকা নাম্নী যোগমায়ার উপাসনা করিয়াছিলেন। অম্বিকাকে লক্ষ্য করিয়া রুক্মিনী বলিয়াছেন—

নমস্যে ত্বাম্বিকেঽভীক্ষ্ণং স্বসন্তানযুতাং শিবাম্।
ভূয়াৎ পতির্মে ভগবান্ কৃষ্ণস্তদনুমোদতাম্॥ (১০।৫৩।৪৬)

হে সর্ব্ব মঙ্গলময়ি জগদম্বে! গণেশাদি সন্তান-সন্ততিগণে পরিবৃতা আপনাকে নিরন্তর প্রণাম করিতেছি। মা! আমার সকল অমঙ্গল দূর করুন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেন আমার পতি হন, আপনি আমার এই মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন। রুক্মিনী ইহার ফল সঙ্গে সঙ্গে পাইলেন। অম্বিকা মন্দির হইতে বাহির হইতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। স্যমন্তক মনির সন্ধানেও শ্রীকৃষ্ণ জাম্বুমানের বিবরে প্রবেশ করিলে দ্বারকাবাসীগণ—

উপতস্থুশ্চন্দ্রভাগাং দুর্গাং কৃষ্ণোপলব্ধয়ে॥ (১০।৫৬।৩৫)

শ্রীকৃষ্ণের নিরাপদ প্রত্যাগমনের নিমিত্ত চন্দ্রভাগা দূর্গার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণও দর্শন দিয়াছিলেন। বিষ্ণুপত্নি মহামায়াকে অর্চ্চনা করিয়া (৬।১৯।৬) দিতি পুত্রলাভ করিয়া ছিলেন। শেষোক্ত তিনজনের দেবীপূজার সফলতা লাভ সত্ত্বেও ব্রজকুমারীকাগণ বিফল মনরথ হইলেন কিনা এবং হইয়া থাকিলেও কেন হইলেন তথা ভগবদ্ বাক্যের কি পরিনাম হইল তাহা বুঝা গেল না। এই ব্রজকুমারীকাগণকৃত শ্রীশ্রীকাত্যায়নী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রতের একটি মাত্র মন্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত দিয়াছেন। শ্রীপাদ কবি কর্ণপুর তাহার রচিত আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ নামক গ্রন্থে ইহার অন্যান্য মন্ত্র রচনা করিয়া প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রতিমন্ত্রে যোগমায়ার কৃপায় শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে।

কামরাজের সেনানী সংগ্রহে যজ্ঞ পত্নীগণও বাদ পড়েন নাই। তিনি তাহাদিগকেও কামবাণ ব্যবহারের অস্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার সম্মোহন লীলায় ব্রজবালকরূপে নিজকে পরিণত করায় সমস্তব্রজনারীগণের স্নেহ প্রস্তুত স্তন্য ধারায় আপ্লুত হইয়াছিলেন। আজ তাহাদেরই কেহ কেহ ক্ষুধার্ত বালকের মুখে অন্ন দিতে আসিয়া স্তনভারপিড়ীতা গাভীরন্যায় বাৎসল্য ভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাইবেন আশা করা গিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ পাপভার গোবর্দ্ধন ধারনে সমর্থ। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—

নন্বদ্ধা ময়ি কুর্ব্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শনাঃ।
অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা॥ (১০।২৩।২৬)
প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয় ঃ।
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কো স্বপরঃ প্রিয়ঃ॥ (১০।২৩।২৭)
তদ্ যাত দেবযজনং পতয়ো বো দ্বিজাতয়ঃ।
স্বসত্রং পারয়িষ্যন্তি যুষ্মাভির্গৃহমেধিনঃ॥ (১০।২৩।২৮)
ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ।
তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ॥ (১০।২৩।৩২)

আমাতে লোকের অহৈতুকী এবং অপ্রতিহত ভক্তি আমার প্রিয়। যাহারা কর্মকুশল স্বার্থদর্শী বা নিজের প্রয়োজনীয় কি তাহা জানে তাহারাই আমার প্রিয় অহেতুকী ভক্তির অধিকারী। পরমাত্মাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ যাঁহার সম্পর্কে প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ কিংবা জ্ঞাতি, জীব, স্ত্রী এবং ধানাদি প্রিয় হইয়া থাকে, সেই পরমাত্মা হইতে জীবের আর কে প্রিয়তম হইতে পারে? ২৭। তোমাদের পতি ব্রাহ্মণগণ গৃহমেধি বা গার্হস্থ ধর্মপরায়ণ, তোমরা তাহাদের অর্ধাঙ্গিনী, সহধর্ম্মীনী, তোমরা ভিন্ন তাহাদের গৃহমেধি ধর্ম্ম সমাপ্ত হইবে না, অতএব গৃহে ফিরিয়া যাও। ২৮। আমার সহিত লোকের অঙ্গসঙ্গ আমার প্রীতি উৎপাদনে তেমন সমর্থ হয় না। অতএব আমাতে চিত্ত সন্নিবেশিত কর। তদ্দারা তোমরা আমাকে সহজে লাভ করিতে পারিবে। এইরূপ হিতোপদেশ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞপত্নীগণকে কামের কবল হইতে রক্ষা করিলেন। ধর্মরক্ষার জন্য যিনি ধরাভার হারী হইয়াছেন, তিনি যজ্ঞপত্নীগণের পাপভার হরণ করিয়া বেদধর্ম্ম লোকধর্ম্ম রক্ষা করিলেন। ২৭ শ্লোকে আপনাকে প্রেয় মনে করা আত্মীয় স্বজনকে প্রিয় মনে করার কথা বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক তাহাই বলিয়াছেন। আত্মীয় যদি প্রকৃত আত্মীয় বা আত্মা সম্বন্ধীয় প্রমাণিত হন, তাহা হইলে অসার সংসার সারাৎসার ধামে পরিণত হয়। এই বিষয়ে ৮।৯।২৯ শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন— যদ্‌যুজ্যতে অর্থাৎ ধন, মন, প্রাণ সমর্পনে দ্বারাপুত্রাদি কুটুম্বগণের জন্য যাহা করা হয় তাহা অসৎ বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ কুটুম্বগণকে গোবিন্দ হইতে পৃথক মনে করা হয়। এই কুটুম্বগণ যদি গোবিন্দ হইতে অভিন্ন বোধ হয় অর্থাৎ সকলের মধ্যে ফুলের মালার মধ্যগত যোগসূত্রের মত ভগবানকে দর্শন করা হয় তাহা হইলে সংসার কারাগার না হইয়া ভগবত ধামে পরিণত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। আত্মীয়গণ আত্মা সম্বন্ধীয় বলিয়া অসৎ হইলেও সতে পরিণত হয়। যজ্ঞপত্নীগণের এইরূপ ধারণা জন্মিলে তাহারা নিজপতির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ভাবনা করিয়া পতির মনের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সমর্থ হইতেন। কশ্যপ দিতিকে কলিয়াছেন— স্ত্রীভিশ্চ পতিরূপধৃক্ (৬।১৮।৩৪) নারীগণ স্বামীর মধ্যেই ভগবানকে দর্শন ও অর্চ্চনা করিবে। এই কথা পরিস্কার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞপত্নীগণকে বলিলেন না কেন বুঝিলাম না।

কন্দর্পের কৃতিত্ব দেখিয়া বিস্মিত ও চিন্তিত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজ আবির্ভাবের কারণ স্বরূপ ধরাভার হরণের সঙ্গে ব্রজগোপীগণের কামভার হরণের কথাও সংযোজিত করিলেন। যোগেশকৃষ্ণ যোগমায়াকে অবলম্বন করিয়া কাল এবং কামের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন। কামরাজকে গোপনে সেনাবৃদ্ধির সুযোগ না দিয়া সহসা তাহাকে সম্মুখ সমরে আবাহন করাই সমীচিন মনে করিয়া তিনি রাসস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং ভগবানপি (১০।২৯।১) অর্থাৎ ভগবান হইলেও প্রাকৃত নায়কের মত উদ্দীপনার জন্য আবশ্যকীয় শরৎকাল, পূর্ণিমার রাত্রি, বিজনবন ইত্যাদির সুযোগ লাভ করিয়া রন্তুংমনশ্চক্রে (১০।২৯।১) অর্থাৎ রমন করিতে মনস্থ করিলেন। যোগমায়ামুপাশ্রিত অর্থাৎ তিনি যোগমায়াকে অবলম্বন করিয়া এই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই শ্লোক পড়িলে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই রাসলীলায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। বেনুগীতে (১০।২১), কুমারিকাগণের কাত্যায়নী ব্রতে (১০।২২), যজ্ঞপত্নীগণের অন্ন ভিক্ষাদানে (১০।২৩) কন্দর্পের যে ষড়যন্ত্রের কথা বর্ণিত হইয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথম শ্লোক পড়িলে তাহা মনে জাগেনা। এই শ্লোক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়। অবলাগণ যে প্রবলার শিরোমণি তাহা বুঝা যায়না।

জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্ (১০।২৯।৩) অর্থাৎ বামা বা সৌন্দর্য্যে পরিপূরিত দিক্‌সকল দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কলং কল-কল রবে জগৌ মধুর সঙ্গীতসূচক বংশীধ্বনি করিলেন। এইরূপ বংশীধ্বনি করায় শ্রীকৃষ্ণকে রাসলীলার জন্য দায়ী করা হয়। কিন্তু ব্রজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করিলে এইরূপ দোষারোপ করা সমীচীন হয় না। ব্রজের গোপবালক মাত্রেই, সিঙ্গা, বেত্র, বেণু সঙ্গে রাখে, সকলেই বেণু বাদন করে। কিন্তু কাহারও বেণুরবে গোপীগণ কামাতুরা হন না। শ্রীকৃষ্ণবলরাম গোপের মধ্যে ভূপ বালক, মৃগের মধ্যে সিংহ। সুতরাং তাহাদের প্রতি গোপীদিগের দৃষ্টি অধিক আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের দোষ কি? তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য গোপী-গণই দায়ী। পরবর্ত্তী শ্লোকে দায়ের প্রশ্ন অধিকতর জটিল হইবে।

নিশম্য গীতং তদনঙ্গ বর্দ্ধনম্। ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।। (১০।২৯।৪) গোপীগণ পূর্ব হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট চিত্তা ছিলেন। এখনও তাহারা বেণুরব শুনিয়া অধিকতর কামাতুরা হইলেন। বেণুগীতেও গোপীগণ কামাতুর ভাবের অভিব্যক্তি দিয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণগৃহীতমানসা শব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে দায়ী করা যায় না। কৃষ্ণ শব্দের অর্থই আকর্ষক এবং তাঁহার দেবলীল-প্রকৃতি এই আকর্ষকতার বৃদ্ধিসাধক। তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ আকর্ষকতার পোষক। তদুপরি তাঁহার কিশোর বয়স

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামাতুরাগণের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে অক্ষম। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে দায়ী না করিয়া ব্রজগোপীগণকে দায়ী করাই যুক্তি-সঙ্গত। শ্রীকৃষ্ণ, যশোদা, নন্দবাবা, ব্রজসখাগণ সকলের চিত্তাকর্ষক। কিন্তু তিনি ইহাদের কাহারও কামোদ্দীপক নহেন। সুতরাং তাঁহার দর্শনে গোপীগণ জননী না হইয়া কামিনী হইলে শ্রীকৃষ্ণের দোষ কি? কিছুদিন পূর্বে ব্রহ্মা গোপবালকগণকে হরণ করিলে তাহাদের জননীগণ পুত্রশোকে অধীরা হইবেন ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ যোগমায়াবলে তাহাদের পুত্ররূপ ধারণ করিয়াছিলেন। আজ গোপীগণ স্নেহাতুরা না হইয়া কামাতুরা হইলেন—ইহা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তার বিষয় নয়। পতিপুত্র ত্যাগ করিয়া যাহারা উপপতির নিকট সমাগত হয়, তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ প্রশংসা করিতে পারেন নাই তাহা যজ্ঞপত্নীগণের প্রতি উপদেশে শুনা গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ (১) পতিপুত্রসেবা নারীর কর্ত্তব্য, (২) উপপত্য দোষাবহ, (৩) দৈহিক সঙ্গ অপেক্ষা মানসিক সঙ্গ অধিকতর শ্রেয়স্কর। এই তিনযুক্তি দেখাইয়া গোপীগণকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। গোপীগণ জ্ঞানপাপীর মত উত্তর দিলেন—সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াং (১০।২৯।৩১)। তাহারা সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া মুক্তিকামীর মত আসিয়াছেন ইহা বলিলেন। কিলবন্ধুরাত্মা (১০।২৯।৩২) তাহাদের পতিপুত্রের আত্মা বলিতে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়—ইহাও বলিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্যের কথা বলিতে গোপীগণ বলিলেন—পতিপুত্রের সেবা দুঃখদায়ক। কৃষ্ণগৃহীতমানসার মুখে এই অচিন্তনীয় কথাশুনা গেল। যাহারা শ্রীকৃষ্ণে চিত্তার্পণ করিয়াছেন, তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে আত্মা মনে করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মীয় স্বজনের মধ্যে এমন কি বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার কথা উত্তম ভাগবতের লক্ষণে সর্ব্বভূতেষু (১১।২।৪৫) ইত্যাদি বাক্যে এবং মূলসেচন প্রসঙ্গে যদ্‌যুজ্যতে (৮।৯।২৯) ইত্যাদি বাক্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়া দৃষ্টিতে দৃশ্য যদি কৃষ্ণময় না হইল তবে তন্ময় কথার সার্থকতা থাকে কি? ব্রহ্মা তাঁহার স্তুতিতে বলিয়াছেন—

তাবদ্ রাগাদয় স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥

(১০।১৪।৩৬)

ব্রহ্মা বলিয়াছেন—যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে আপন করা না যায়, স্বজন করা না হয়, ততক্ষণ এই সংসার কারাগার, মায়ামোহ শৃঙ্খল, রাগদ্বেষ, আসক্তি, বিরক্তি পাপজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। তবে কেন কৃষ্ণগৃহীতমানসা পতিপুত্রকে দুঃখের কারণ বলিবেন? কেন তাহারা পতিপুত্রের মধ্যে তাহাদের আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াও দেখিবেন না? কেন তাহারা কামান্ধ হইয়া সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের ত্রুটী করিবেন? অর্জ্জুন যখন লক্ষ্যভেদ করিতেছিলেন, তখন তিনি মৎস্যের চক্ষু ভিন্ন অন্যাংশ দেখেন নাই। কিন্তু তজ্জন্য তিনি অন্যাংশকে দুঃখের কারণ বলেন নাই। অন্যাংশ সুখের কারণ হইলেও অনাবশ্যকতা বোধে অর্জ্জুন তাহা দর্শন করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঔপপত্য ভাববশতঃ পতি-পুত্রের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি না থাকিলেও পতিপুত্রকে দুঃখের কারণ বলা যায় কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহে ফিরিয়া যাইতে গোপীগণের চরণ-চলেনা। গৃহকর্ম্মে গোপীগণের হস্ত কার্য্যকর হইবে না, ইত্যাদি বলায় শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে দেহধর্ম অতিক্রম করিতে অপারগ দেখিয়া তাহার উপশমের জন্য লোকধর্ম্মের কিছু ব্যত্তিক্রম করিয়া তাহাদের অঙ্গে হাত দিলেন। যাহারা সর্ববিষয় ত্যাগকরিয়া আসিয়াছেন বলিয়াছিলেন, তাহারা কেবল কামরিপুর বশীভূত এমন নহে, মদরিপু বা অহঙ্কারেরও আয়ত্তে আছে এইরূপ ভাব দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাসাং সৌভগমদং (১০।২৯।৪৮) তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য তথা তাহাদের প্রতি কৃপা বর্ষণের জন্য ভগবান অন্তর্হিত হইলেন। গোপীগণের কামরিপু, মদরিপু ভিন্ন মাৎসর্য্যরিপুও আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের একজনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। সেই গোপীকাও মানিনী হইয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ঋগ্বেদের—হয়ো ন বিদ্বান্ (৫।৪৬।১) ইত্যাদি নিষ্কাম কর্ম্মের মন্ত্রানুসারে অশ্বের মত অবনত মস্তকে গোপীভার গোবর্দ্ধন স্কন্ধে তুলিতে উদ্যত হইলেন এবং সেই গোপী কাঁধে উঠিতে উদ্যত হইলে চতুর চুড়ামণি সরিয়া যাইতেই গোপী ভূতলে পতিতা হইলেন। এদিকে গোপীকাগণ শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণে আসিয়া রোদন পরায়ণা এই গোপীকে দেখিয়া বলিলেন—অনয়ারাধিতো (১০।৩০।২৮) এই গোপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্রজকুমারীকাগণকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন তাঁহার আরাধনা ব্যর্থ হয়না। তবুও ব্রজকুমারীকাগণ রাসে সমাগতা হইয়াছেন কিনা সন্দেহ। ভগবানের এই বাক্য রক্ষা হইয়াছে কিনা সন্দেহ। গোপীকার ভগবদ্‌ আরাধনা যদি সত্য সত্যই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইত, তাহা হইলে ভগবান তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেন না। এই গোপীকাকে সঙ্গে আনয়নের হেতু বলিতে শুকদেব বলিয়াছেন —কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং (১০।৩০।৩৫) কামিনীগণের দৈন্য বা দুর্বলতা এবং তাহার সুযোগ লইয়া কামিনীগণের দৌরাত্ম্য বা অত্যাচার যে কতদূর যাইতে পারে তাহাই লোকের অবগতির জন্য একা এই গোপীকাকে বিজনে আনা হইল। এই হেতুসম্বন্ধে গোপীগণের মন্তব্যের সহিত শুকদেবের মন্তব্যে তুলনা করিয়া বুঝা সকলের কর্তব্য। সমগ্র শ্রীকৃষ্ণ জীবন যোগমায়ার এক প্রদর্শনী, তাহার মধ্যে রাসলীলা অধিকতর রহস্যপূর্ণ প্রদর্শনী— ইহাই এই শ্লোকের দর্শয়ন্ শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে এবং সমগ্র রাসপঞ্চাধ্যায়ের শিক্ষা বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

গোপীগণের কাম, মদ্ ও মাৎসর্য্য রিপুর অভিব্যক্তির পর যখন গোপীগণ এই রিপু সকলকে অন্তর্দাহে দগ্ধ করিবেন এবং অশ্রুজলে তাহাদের ভস্ম পর্য্যন্ত বিধৌত করিতে পারিবেন তখন গোপীগণের অভিমান দূরীভূত হইবে এবং ভগবান তখন পুনর্দর্শন দিবেন। গোপীগণের অভিমান আসিতে ভগবান অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। তাহাদের অভিমান গেলে ভগবান পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইবেন। এই ধারণায় শ্রীকৃষ্ণ হারা গোপীগণ গভীর শোকে নিমগ্ন হইলেন। গোপীগণ তখন গভীরভাবে তন্মনস্কা হওয়ায় নিজ গৃহাদির কথাও বিস্মৃত হইলেন। শোকানল নির্ব্বাপনের জন্য তাহারা অশ্রুসিক্ত গদগদ কণ্ঠেগান করিতে লাগিলেন। এইগান গোপীগীত (১০।৩১) নামে প্রসিদ্ধ। গোপীগীতের প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজের জাতক বলা হইল। অথচ বৈকুণ্ঠস্থিতা ইন্দিরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংশ্লিষ্টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাও বলা হইল। দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টির প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। কিন্তু সূর্য্যের কিরণ সর্ব্বত্র সমভাবে পড়িলেও কোথাও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়, কোথাও বা হ্রাস পায়, ইহাতে সূর্য্যের প্রতি অভিযোগ করা চলে না। গোপীগণ কামাতুরা, সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিতে তাহারা কামোত্তেজকতা গুণ আরোপ করিতেছেন। তৃতীয় শ্লোকে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের কথা বর্ণনা করিতেছেন। তাহাতে অনুমিত হয় তাহারা মাধুর্য্য অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যকে অধিকতর আকৃষ্টতার বিষয় মনে করিয়াছেন। চতুর্থ শ্লোকে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সাত্বতকুলে জন্মের কথা বলিলেন। অথচ প্রথম শ্লোকে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছে এই কথা বলিয়া আসিয়াছেন। ধরাভার হরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন, ব্রহ্মার প্রার্থনায় তিনি আসিয়াছেন, তথা তিনি সকল দেহধারীর অন্তর্য্যামী অন্তদর্শীরূপে আসিয়াছেন ইত্যাদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কথায় বর্ণিত নারায়ণের প্রাকৃত শিশু হওয়ার সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইল। গোপীগণ, শ্রীকৃষ্ণের লীলাময় দেহসম্পর্কীয় কথা বলিবেন ইহাই সমীচীন। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেবরূপ, শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণরূপ, শ্রীকৃষ্ণের ইন্দিরাসেবিত বৈকুণ্ঠরূপ গোপীগণের মনে জাগিলে তথা মুখে আসিলে রসভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা জাগে। কারণ ঐ সমস্তরূপে ঔপপত্যের সম্ভাবনা নাই, তবুও শ্রীকৃষ্ণ চিন্তায় বিভোর শ্রীকৃষ্ণহারা উন্মাদিনী গোপীগণের প্রলাপ বাক্যে কখনও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, কখনও শ্রীকৃষ্ণের লীলারূপ আসিলে তাহা দোষণীয় বিবেচিত হয় না। কারণ বলিলে বলিতে হয়—লীলাবৈচিত্র্যে তথা প্রলাপে এইরূপ অসংলগ্নবাণী থাকা স্বাভাবিক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম শ্লোকে শ্রীকরগ্রহম্ শব্দে আবার লক্ষ্মীর কথা গোপীগণের চিন্তা পথে আসিল দেখা যায়। কিন্তু সপ্তম শ্লোকে আবার শ্রীকৃষ্ণচরণ গোপীবক্ষে স্থাপনের প্রার্থনা হইতেছে দেখা যায়। গোপীগণের অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ তাহাদের কামপূর্তির জন্য তাহারা নিয়োগ করিতেছেন বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণকে দায়ী করা চলিবে না। অষ্টম শ্লোকে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণঅধরামৃত ভিক্ষা চাহিতেছেন। নবম শ্লোকে গোপীগণ বলিলেন—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্ ।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥ (১০।৩১।৯)

তোমার কথামৃত তপ্তজীবনকে শান্ত করে, শীতল করে। সকল কবি কর্তৃক তোমার জীবনী কীর্তিত হয়। ইহা শ্রবণে সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং সকলের হিতসাধন করে। যাহারা মানে, ধনে বা বিদ্যায় সমৃদ্ধ তাহাদের দ্বারা তোমার এই কথামৃত চারিদিকে প্রসারিত হয়। এই জগতে যাঁহারা ভূরিদা অর্থাৎ জনকল্যাণে অধিকতর আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাহারাই তোমার কথা অধিকতর আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেন। এই সর্ব্বজনপ্রিয় শ্লোকটি এই গোপীগীতের বৈশিষ্ট্য।

১০।৩১।১২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে গোপীগণের স্বতঃস্ফূর্ত কামভাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ত্রয়োদশে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণচরণ তাহাদের বক্ষে স্থাপনের কথা নিজ হইতে প্রস্তাব করিতেছেন। অবশিষ্ট শ্লোকসমূহে গোপীগণ নিজেদের কামভাবের কথাই বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাহাদের তৃপ্তি বিধানের প্রস্তাবই করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রস্তাবের মধ্যে গোপীগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণ বিরহে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরহিণী, সমস্ত ব্রজবাসিগণও সেইরূপ বিরহে কাতর বলায় তাহাদের অভিমান হ্রাস পাইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনেও এই অভিমান হ্রাসের বীজ রোপিত হইয়াছে বলা যায়। নিজের প্রিয়কে সকলের প্রিয় মনে করিতে পারিলে প্রিয়বল্লভা হওয়ার অভিমান জন্মিতে পারে না। নিজের প্রিয়কে সর্ব্বত্র দর্শন করিতে পারিলে দৈহিক বৃত্তিগুলিও প্রাণের প্রসারতার পথে অন্তরায় হইতে পারে না। তাহার ফলে কামাদিবৃত্তি উদর-উপস্থের চিন্তা সংকীর্ণতার সুযোগ হারাইয়া অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। কামের সেনানী ব্রজকামিনীগণ অনুতাপে তাহাদের কামভাব-জনিত তাপ দগ্ধ করিতেছেন দেখিয়া এবং অশ্রুজলে কামকলুষ বিধৌত করিতেছেন বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন কন্দর্পের দর্প চূর্ণ হইয়াছে। তাই এতক্ষণ পরে সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ (১০।৩২।২) গোপীগণের দৃষ্টি পথে আসিলেন।

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভালবাসার প্রসঙ্গে কে কাহাকে ভালবাসেন তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পতিপত্নীর ভালবাসাকে স্বার্থের ভালবাসানামে অভিহিত করিয়া নিকৃষ্ট প্রমাণিত করিলেন। মাতাপুত্রের ভালবাসাকে তদপেক্ষা অধিক-তর উচ্চে স্থান দিলেন। আত্মারামকে অকৃতজ্ঞ এবং গুরুদ্রোহীর শ্রেণীভুক্ত করিয়া উচ্চতুচ্ছ একাকার করিয়া এই তিন জনকে প্রেমের রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। ইহারা আদান প্রদানে অনভিজ্ঞ, অতএব অযোগ্য প্রমাণিত হইলেন। এই আলোচনার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে কামে প্ররোচিত করার দায় হইতে নিজকে মুক্ত করিলেন। অথচ গোপীগণের ত্যাগের প্রশংসায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চমুখ হইলেন। গোপীগণ তাঁহাকে পাওয়ার প্রত্যাশায় মদর্থোজ্‌ঝিতলোকবেদ-স্বানাং (১০।৩২।২১) লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন ইহা তিনি বলিলেন। কিন্তু গোপীগণ তাহাদের দেহধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন কিনা তাহা না বলায় শ্রীকৃষ্ণ দেহদ্বারা তাহাদের দেহবৃত্তি চরিতার্থ করার কথা সূচীত হইল। ইহাতে শালগ্রাম দ্বারা লঙ্কাপেষণের দৃষ্টান্ত তথা ধ্রুব কথিত রাজার নিকট তুষ ভিক্ষা করার দৃষ্টান্ত উপলক্ষিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ কথিত গোপী-প্রশংসা সকলের চিত্তাকর্ষক হইল কিনা সন্দেহ। ন পারয়েঽহং (১০।৩২।২২) ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ ভালবাসার আদান প্রদানে প্রেমের বিনিময়ে নিজেকে অপারগ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তৎপূর্বে নাহন্তু (১০।৩২।২০) শ্লোকেও তিনি বলিয়াছিলেন—তিনি ভালবাসেন নাই। এই শ্লোকে তাহার পুনরুক্তি করিয়া তিনি নিজকে কবিগণের প্রেমের দায় হইতে মুক্ত করিলেন।

এই পর্য্যন্ত রাসলীলার যে চারিটি অধ্যায় বর্ণিত হইল তাহাতে রাসের কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে সমাগতা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের দেহাবলম্বনে তাহাদের কামবৃত্তি চরিতার্থ করার কথাই কেবল বলিতে থাকিলেন। এই সমস্ত কথার মধ্যে 'এস তোমার সহিত রাস করি' এই কথা গোপীরাও বলেন নাই। 'এস তোমাদের সহিত রাস করি' এই কথা শ্রীকৃষ্ণও বলেন নাই। কন্দর্পের সেনানী কামিনীগণ রাসমঞ্চে উপস্থিত হইয়াই কামের যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও মন্মথমন্মথঃ (১০।৩২।২) নামের সার্থকতা সাধনে তৎপর হইয়া ধর্মের কিছু ব্যতিক্রম করিয়াও ধর্মরক্ষায় নিরত রহিলেন। গোপীগণ লোকধর্ম, বেদধর্ম বিসর্জন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়া দেহধর্মের আকাঙ্ক্ষা পূরণে তৎপর হইলেন, কিন্তু অখণ্ডিত, (১০।৩০।৩৫) অবরুদ্ধ সৌরতঃ (১০।৩৩।২৬) শ্রীকৃষ্ণের দেহধর্মের কোন প্রয়োজনীয়তা না থাকা সত্বেও ব্রজগোপীদিগকে সুপথে আনিতে তিনি তাহাদের কুপথেও কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া তাহাদের আংশিক সন্তোষ বিধান করিতে চেষ্টা করিলেন। এই সংগ্রামের বর্ণনায় রাসপঞ্চাধ্যায়ের চার অধ্যায় অতিবাহিত হইল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে রাস এবং লাস বা বিলাস এককথা। শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত গোষ্ঠে যে বিলাস করিয়াছেন তাহাও রাসনামের যোগ্য। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত চার অধ্যায়কে রাসপঞ্চাধ্যায়ের অন্তর্গত বলিলে এক অর্থে ইহা দোষাবহ হয় না। কিন্তু রাসশব্দের রূঢ়ার্থ ধরিলে এই চারি অধ্যায় রাসনামের যোগ্য হয় না। রাসশব্দ রূঢ়ার্থে হল্লীসক নৃত্য বুঝায়। বহুলোক একত্রে একতালে মণ্ডলাকারে নৃত্য করিলে হল্লীসক নৃত্য হয়। এই নৃত্যে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণিমার রজনীতে যমুনার পুলিনে সমবেত হইয়াছিলেন। গোপীগণের সমাবেশের উদ্দেশ্যের মধ্যেও এই নৃত্যের কথা ছিল। এই নৃত্যের বিবরণ রাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষ এক অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের মুরলী রব শুনিয়া সমাগতা গোপিনীগণ তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) দেহদ্বারা তাহাদের দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তি করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং প্রযত্নও করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আংশিক অঙ্গস্পর্শ দ্বারা তাহাদের অনঙ্গকে শান্ত করিয়া এবং আংশিক শ্রীকৃষ্ণের আত্মারাম অখণ্ডিত স্বভাবের পরিচয় দিয়া গোপীগণের কামোপশমের ব্যবস্থা করিয়া তবে রাসক্রীড়ায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবৃত্ত হইলেন। রাসপঞ্চাধ্যায়ের ২৯ হইতে ৩২ পর্য্যন্ত ৪ অধ্যায়ে রাস শব্দের উল্লেখই হয় নাই। ৩৩ অধ্যায়ে আসিয়া রাস শব্দের সহিত পরিচিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। ১০।৩৩।২ শ্লোকে রাসশব্দ পরিদৃষ্ট হইল। শ্রীকৃষ্ণ কামভাব বিলুপ্ত ব্রজ-গোপীগণের সহিত মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইলেন। তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ (১০।৩৩।৩) দুই দুইটি ব্রজগোপীর মধ্যে এক এক কৃষ্ণ শোভা পাইতে লাগিলেন। পুষ্পমাল্যের মধ্যবর্ত্তী সূত্রের মত আকর্ষক কৃষ্ণ গোপীগণের যোগসূত্র বা মিলনসূত্র হইলেন। এই জন্য দুই গোপীর মধ্যে এক কৃষ্ণ থাকার কথা বর্ণিত হইল। এই দৃশ্য স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে মলগতমণি বা নীলার সন্নিবেশে রূপধারণ করিল। সকলের সমবেত কণ্ঠের সঙ্গীতালাপ আরম্ভ হইল এবং তালে তালে চলিতে থাকিল। কথায় বলে, "মরিয়া না মরে রাম"। ব্রজগোপীদের কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের মুখে মুখ সন্নিবেশিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বুল গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ তাঁহার হস্ত নিজ বক্ষস্থলে ধারণ করিতে আগ্রহিণী হইলেন। গতপ্রায় কামবাসনাকে গোপীগণ এইরূপে আহার্য্য দিয়া পুনর্জীবিত করিতেও ত্রুটি করিলেন না।

শ্রীমদ্ভাগবত ঋগ্বেদের ভাবে এই রাসলীলা বর্ণনা করিলেন—রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ (১০।৩৩।১৭) বালক যেমন নিজ প্রতিবিম্বের সহিত খেলা করে রমাপতি শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ নিজের ছায়াচিত্রসম গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এই ভাবের উৎস ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—রূপং রূপং প্রতিরূপং বভুব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায় (৬।৪৭।১৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান বহুরূপে নিজকে রূপায়িত করিয়া দর্পণে মুখ দর্শনের মত সকলের মধ্যে নিজেকে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই কথা পল্লবিত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে পুনরায় বলিলেন—

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া (১০।৩৩।২০)

ভগবান অচিন্ত্য পরমৈশ্বর্য্যশালী শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াই যত পরিমাণ গোপজাতীয় রমণী ছিলেন, আত্মাকে তৎসংখ্যক কৃষ্ণরূপে প্রকটন করিয়া তাহাদিগের সহিত রাসক্রীড়ায় বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। যেখানে লাস বা বিলাস কথার প্রয়োগ হইতেছে সেখানে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের রক্ষাকবচ স্বরূপ আত্মারাম শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ আত্মারামের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই গোপীগণের সহিত বিহার করিয়াছেন। এই বিহারেও তিনি যোগমায়ার সহায়তা গ্রহণ করিয়া বহুরূপী হইয়াছেন। ব্রহ্মার বৎসহরণলীলায় যোগমায়ার প্রভাবে তিনি বহুগোপ-বালক, গোবৎস, গোচারণের উপকরণ, সিঙ্গা, বেত্র, বেণু, এমন কি রজ্জুরূপেও প্রতিভাত হইয়াছিলেন। আজ তিনি নিজের রূপকে বহুসংখ্যক রূপে পরিণত করিলেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এখানে বর্ণিত হইল এক কৃষ্ণ বহু কৃষ্ণ হইয়াছেন। প্রত্যেক গোপীর পাশে এক এক কৃষ্ণ অবস্থিত আছেন ইহা বর্ণিত হইল। এক কৃষ্ণ যদি বহু কৃষ্ণ হইতে পারেন, তবে সেই বহু কৃষ্ণের পাশে বহু গোপীরূপে তিনি অর্থাৎ সেই এক কৃষ্ণ প্রতিভাত হইতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বহু কৃষ্ণ হইয়াছেন, তেমনই বহু গোপীও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছেন এই কথা বলা অসম্ভব নয়। অঘটন ঘটন পটীয়সী যোগমায়া প্রভাবে নারায়ণ যদি শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধারণ করিতে পারেন এবং পুতনা বধ হইতে ব্যাধ বধ পর্য্যন্ত অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা সঙ্ঘটিত করিতে পারেন, যদি শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতে করিতে গোবর্দ্ধনরূপীও হইতে পারেন তবে তিনি একাধারে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপী হইতে পারিবেন না কেন? যিনি একাধারে গোপবালক ও গোবৎস হইতে পারেন, যিনি একাধারে গোবর্দ্ধনধারী ও গোবর্দ্ধনরূপী হইতে পারেন, যিনি একাধারে পূজ্য পূজক হইতে পারেন, তিনি একাধারে নারী পুরুষ হইতে পারিবেন না কেন? একটু পরেই শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩৩।৩৯) শ্লোকে বলিলেন—রাসান্তে গোপীগণ গৃহে ফিরিবার পূর্বেই গোপগণ তাহাদের পত্নীকে নিজ পার্শ্বে শায়িতা দেখিতেছিলেন বলিয়া তাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষা পরায়ণ হন নাই। ইহাতে বুঝা যায় প্রাকৃত গোপীগণ তাহাদের পতির নিকট যেমন থাকেন তেমনই ছিলেন। তাহাদের অপ্রাকৃত রূপ লইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিয়াছেন। ব্রহ্মা গোপ-বালককে হরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ যেমন অপ্রাকৃত গোপবালকরূপে পরিণত হইয়াছিলেন, রাসেও প্রাকৃত গোপী তাহাদের পতিপার্শ্বে থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া বলে অপ্রাকৃত গোপীরূপেও প্রতিভাত হইয়াছিলেন। সমগ্র শ্রীকৃষ্ণ জীবনই অপ্রাকৃত। তাঁহার সমগ্র জীবনই যোগমায়ার অঘটন ঘটন। এই রাসলীলাটুকু যোগমায়ার অঘটনঘটন এবং তাঁহার অপ্রাকৃতলীলা হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত গোপীরূপে রূপায়িত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াও ইহাদের মধ্যে গোপীগণের প্রাকৃত কামভাব আরোপিত করিয়া তাহার উপশমের চেষ্টা করিতেছেন।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রক্ষাকবচে পরিবৃত হইয়া ভগবান আত্মারাম, আত্মরত, আপ্তকাম, সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ এবং অখণ্ডিত ইত্যাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া শরৎ কাব্যরস আস্বাদনের অবরুদ্ধ সৌরতঃ (১০।৩৩।২৬) উপাধিও লাভ করিলেন। যেখানে গোপীগণের কামোদ্রেকের কথা আছে, সেখানে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখিত বিশেষণগুলির ব্যবহার করিয়া তাঁহার কামীরূপে পরিণত হওয়ার পথ রোধ করিয়াছেন এবং রাসলীলা প্রারম্ভে যোগযায়া শব্দ ব্যবহার করিয়া ব্রহ্মার গোবৎস হরণলীলার মত রাসলীলাকে যোগমায়ার খেলা বিশেষে পরিণত করিয়াছেন। প্রাকৃত গোপীগণও কামাতুরা ছিলেন, অপ্রাকৃত গোপীগণ কামের সেনানী হইবেন ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই। বলরামের বসন্তরাসের বিবরণ এই কথার উপর আলোক-সমপাত করিবে।

বলরাম ব্রজে আসিয়াছেন অন্যান্য ব্রজবাসীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসে সমবেতা গোপীগণও বলরামের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের পুরনারী সম্ভোগের কথা তুলিয়া স্বপত্নী বিদ্বেষ জনিত ব্যঙ্গোক্তি করিতেছেন। বলরাম তাহাদিগকে নানা কথায় সন্তুষ্ট করার পর গোপীগণ বলরামের সহিত বন বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। বলরামের হাতে বেণু নাই, মুরলীরবে তাহাদিগকে উদ্দীপিত করার কোন প্রসঙ্গ নাই, বেণুগীতে ও যুগলগীতে এই গোপীগণ কৃষ্ণ বলরাম উভয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহাদের যেরূপ মনোভাব জন্মিয়াছিল বলরামের প্রতি তাহারা সেইরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন বলিয়া বলরামের আগমনে বিনা আহ্বানেও তাহারা বলরামের সহিত বন-বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। শরৎ ও বসন্ত উভয় ঋতুতেই শীত, গ্রীষ্ম দিবারাত্রি সমভাবাপন্ন হয়। এই সময় জ্যোস্নারাত্রি বনবিহারে সকলের মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই বন বিহারে প্রবৃত্ত হইলে কন্দর্প তখনই তাহাকে সংগ্রামে আহ্বান করিয়াছিলেন। বলরামের সহিত কৃষ্ণপ্রিয়াগণের বিহার বর্ণণে রাস পঞ্চাধ্যায়ের মত কোন বর্ণনা সুদীর্ঘ চার অধ্যায় ব্যাপী কন্দর্প দ্বন্দের বার্তায় ব্যয়িত হয় নাই। রাস পঞ্চাধ্যায়ে রাসক্রীড়া এক অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে। বলরামের বনক্রীড়াও এক অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বনক্রীড়ায়ও এই গোপীগণ যোগ দিয়াছেন, বলরামের রাসক্রীড়ায়ও এই গোপীগণ যোগ দিয়াছেন।

কিন্তু রেমে ক্রিয়াপদ শরৎরাসের ও বসন্ত রাসের বর্ণনায় ব্যবহৃত হইলেও বসন্ত রাসে রেমে (১০।৬৫।১৮) বাক্যটির সহিত যোগমায়া শব্দও ব্যহৃত হয় নাই এবং ভগবান শব্দ আত্মরত শব্দ, আত্মারাম শব্দ, আপ্তকাম শব্দ অখণ্ডিত শব্দ, ইত্যাদি শব্দজনিত রক্ষাকবচের কথাও উল্লিখিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ যখন রেমে ক্রিয়ার কর্ত্তা, তখন তিনি কিশোর বয়সে অবস্থিত। বলরাম যখন রেমে ক্রিয়ার কর্ত্তা, তখন তিনি পূর্ণ যৌবনে উপনীত। শ্রীকৃষ্ণের রমণের সহায়তায় বারুণীর সমাগম হয় নাই। বলরামের সহায়তায় বারুণী তাহাকে মদঘূর্ণিত লোচনে উপনীত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাসে প্রবৃত্তা গোপীগণ এইরূপ মত্ত এবং যুবক বলরামের সহিত স্থূল ক্রীড়া এবং জলকেলি করিয়া মধু ও মাধব এই দুই মাস অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বলরামকে দেখিয়া তাহাদের কৃষ্ণ স্মৃতি জাগিয়াছিল। কিন্তু বলরামের সহিত ক্রীড়ারত থাকাকালে গোপীগণের কৃষ্ণ স্মৃতির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বলরামের উপস্থিতিতে গোপীগণ বলিয়াছিলেন—তাহারা পিতা, মাতা, পতি, পুত্র ত্যাগ (১০।৬৫।১১) করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়াছিলেন। বলরামের সহিত বন বিহারে তাহাদের সেই ত্যাগের কথা কিন্তু উল্লিখিত হইল না। শ্রীকৃষ্ণ রাসক্রীড়ায় সমবেতা গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া তাহাদের নিজ নিজ পতির পার্শ্বে শায়িতা দেখাইয়াছিলেন। বলরামের রাসে যোগমায়ারও নাম নাই এবং নারীগণের স্বামীগণের বলরামের প্রতি কিরূপ মনভাব জন্মিয়াছিল তাহারও উল্লেখ নাই।

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় যমুনার কোন দুর্দশা ঘটে নাই। যে যমুনার কূলে শ্রীকৃষ্ণ শিশুকাল হইতে নানাপ্রকারের আনন্দ উপভোগ করিয়া আসিতেছেন, যে যমুনায় তিনি সখাগণের সহিত জলকেলি করিয়াছেন, সখিগণের সহিতও জলকেলি করিয়াছেন, যে যমুনাকে কবিগণ প্রেম যমুনা বলিয়াছেন, সেই যমুনার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণ করেন নাই। এই প্রেম যমুনাকে শ্রীকৃষ্ণস্পর্শপূতা পূণ্য সলিলা বলা হইয়া থাকে কিন্তু বলরাম এই যমুনাকে পাপে ত্বং (১০।৬০।২৪) পাপীয়সী বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ কালীদহ হইতে কালীয় নাগকে সমুদ্রে প্রেরণ করিয়া যমুনার জল সকলের স্নান তর্পণের যোগ্য করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলরাম যমুনার কোন উপকার না করিয়া তাহাকে পাপীয়সী নামে অভিহিত করিলেন।

এইরূপে শরৎ রাস ও বসন্তরাসের তুলনায় গোপীগণের চরিত্র অপরিবর্ত্তনীয় দেখা গেল। কিন্তু কৃষ্ণ বলরামের চরিত্রের মধ্যে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের সংযম এবং বলরামের দুর্দ্দমনীয়তা কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ (১০।২৯।৪) গোপীগণের লক্ষ্যের বিষয় হইল না কেন বুঝা গেল না। ব্রজে থাকা কালে বলরাম মদ্যপান করিতেন এইরূপ কথা শোনা যায় না। গোপীগণ বেণুগীত, গোপীগীত, যুগলগীত এবং ভ্রমরগীত ইত্যাদিতে বলরামের মধ্যাশক্তির কোন উল্লেখ করেন নাই। বলরামের এই অভিনব পরিণতি দেখিয়া গোপীগণ রাত্রে তাঁহার সহিত বনে বিচরণ করিতে শঙ্কিত হন নাই কেন তাহা বুঝা গেল না। ব্রজবাসীগণের মধ্যে মদ্য পানের রীতি ছিল কিনা তাহাও বর্ণিত হয় নাই। বলরামের সমাগমে ব্রজবাসীগণ পূর্ব সখাকে মদ্যপানে ভোজসভায় আপ্যায়িত করিয়াছেন এমন কথা শ্রীমদ্ভাগবতে নাই। বলরামকে তাহারা তিরস্কার করিয়াছেন এমন কথাও বলা হয় নাই। গোপীগণের মনোহারী কিশোর বলরাম যৌবনে পদার্পণ করিয়া এই অবস্থায় উপনীত হওয়ার জন্য গোপীগণের মনে কোন ক্ষেদ জন্মিয়াছে কিনা তাহাও বলা হয় নাই। ইহাতে বুঝা যায় গোপীগণ ভালমন্দ বিচার বিহীন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত যামিনীতে যমুনা পুলিনে বনবিহার করিতে পারিলে নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসে গোপী চরিত্রের যেদিক পরিস্ফুট হয় নাই, বলরামের সহিত রাসে তাহা সকলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্টিপথে আসিয়াছে এবং বোধগম্য হইয়াছে। এইরূপ চরিত্রের গোপীগণ উদ্ধবের ভাষায় ব্যভিচার দুষ্টা বলিয়া পরিচিতা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে নিজ মানস সঙ্গ দানে সুপথে আনার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ বলিয়াছেন তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ (৭।১।৩১) যে কোন উপায়ে কৃষ্ণে মননিবেশ করিলে আকর্ষক কৃষ্ণ উক্ত নিবেদককে চরিত্রের উৎকর্ষতায় উপনীত করিতে যত্নপর হন এবং করিতে পারেন। এই জন্য তিনি যজ্ঞপত্নীগণকে তথা রাসে উপস্থিত গোপীগণকে তাঁহার দৈহিক সঙ্গ ত্যাগ করিয়া মানস সঙ্গ করার উপদেশ দিয়াছিলেন। বলরাম কিন্তু এইরূপ সৎশিক্ষা দেন নাই। উদ্ধবকে দিয়া শ্রীকৃষ্ণ অধ্যাত্ম শিক্ষার কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বলরামকে দিয়া কিন্তু কিছুই বলিয়া পাঠান নাই।

এইরূপে এই প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের সহিত গোপী চরিত্রের তুলনা করা হইয়াছে। আবার শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের সহিত বলরাম চরিত্রেরও তুলনা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ের প্রতি গোপীগণের প্রায় একরূপ মনোভাবের কথাও বলা হইয়াছে। গোপীগণের চরিত্র হইতে ব্রজের বাতাবরণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। গোপ বালকের মধ্যে ভূপ বালক তথা দেব বালক থাকিয়াও যে শ্রীকৃষ্ণ আত্মবিস্মৃত হন নাই তাহাও বলা হইয়াছে। একদিকে পাতিত্য, অন্যদিকে পতিত পাবনতা দেখাইয়া এই উভয় ধর্মের একত্র সমাবেশে জগতের চক্ষু উন্মীলনের পথ পরিস্কার করা হইয়াছে। রাসকে বিলাসে পরিণত করিয়া সেই বিলাসে ভোগবিলাস পরায়ণা, ভোগবিলাস সর্ব্বস্ব, ভোগবিলাসে নিমগ্ন

CC0. In Public Domain. Srj Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নান্যদস্তীতিবাদীনঃ (গীতা, ২।৪২) অর্থাৎ ভোগবিলাস ভিন্ন অন্য কিছুই এই জগতে অবলম্বনীয় নাই এমন কথা বলায় জনতাকে ভগবান কি কৌশলে ভোগদিয়াও ত্যাগে উপনীত করেন তাহাই রাসলীলা প্রসঙ্গে উপরোক্ত এই ব্যাখ্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে। পরস্পর বিরোধীভাবের একত্র সমাবেশ না ঘটিলে এই প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটিত হইত না। কন্দর্পের দর্প না থাকিলে সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ স্বনামধন্য হইতে পারিতেন না। সংগ্রাম না থাকিলে শক্তির পরীক্ষা হইত না এবং শক্তিমানের পরিচয়ও কেহ পাইত না। অন্ধকারের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আলোকের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়। গোপী চরিত্রের বৈপরীত্যে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র উজ্জ্বল হইয়াছে। গোপীচরিত্রের মালিন্যে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র নির্মল প্রমাণিত হইয়াছে। যোগমায়ার হস্তক্ষেপে রাসলীলা অপ্রাকৃত হইয়াছে এবং তজ্জন্য প্রাকৃত জগতের লোক মধুকরের মত গোপীগণের ব্যাকুলতা, গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়তা এই দুইটি সদ্‌গুণ গ্রহণ করিয়া গোপীগণের ঔপপত্য অতি সতর্কতার সহিত বর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের অধ্যাত্মশিক্ষায় সমাজকে এই অবস্থায় উপনীত করা হইয়াছে। যে কৃষ্ণপ্রেমের কথা তথা গোপীপ্রেমের কথা বর্ত্তমান সমাজে সকলের মুখে মুখে শুনা যায় সেই প্রেমও শ্রীকৃষ্ণের অধ্যাত্ম শিক্ষায়ই পাওয়া সম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রেমশব্দ কিন্তু ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। রাসলীলা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের বা গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আচরণের আদান প্রদানে প্রেম শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় এই শব্দ কেবল শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের মধ্যে নিবদ্ধ আছে মনে করিতে হয়। কিন্তু দেখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় গোপী ভিন্ন অন্য ব্রজবাসীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ বা বলরামের ব্যবহার সম্বন্ধীয় কথায়ও প্রেম শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। গোপগণ প্রেমগদ্গদয়া গিরা (১০।৬৫।৬) গোপগণ প্রেম গদগদ কণ্ঠে বলরামের সহিত কথা বলিতেছেন, কুরুক্ষেত্রে আগত নন্দ ও বসুদেব পরস্পরের আলিঙ্গনে প্রেমবিহ্বলঃ (১০।৮২।৩৪) হইয়াছেন। নন্দ ও যশোদাকে কুরুক্ষেত্রে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম প্রেম্না সাশ্রুকণ্ঠৌ (১০।৮২।৩৫) প্রেমের উদ্রেগ হওয়ায় এবং তাহাতে অশ্রুপাত হইতে থাকায় তাহারা রুদ্ধকণ্ঠ হইলেন। নন্দস্তু সখ্যুঃ প্রিয়কৃৎ প্রেম্না গোবিন্দ-রাময়োঃ (১০।৮৪।৬৬) বন্ধুবর্গের হিতকারী ব্রজপতি নন্দ রামকৃষ্ণের প্রেমে একান্তই বদ্ধ, তাহাতে আবার যদুগণ সর্ব্বদাই তাহার বিশেষ যত্ন করিতেন। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম শব্দ প্রয়োগ করার নির্দ্দেশ ১১।২।৪৬ শ্লোকে নব-যোগীন্দ্রও দিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত যতগুলি উক্তি সংগৃহীত হইল তদ্দ্বারা প্রেমশব্দ গোপীগণের কামবৃত্তি চরিতার্থ করণে ব্যবহৃত হইয়াছে এমন নয়, নারী পুরুষ হইতে বলরামের সহিত অন্য ব্রজবাসীর ব্যবহারেও প্রেম শব্দের প্রয়োগ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে তাহা প্রদর্শিত হইল। গোপীমণ্ডলী হইতে প্রেম শব্দ গোপ-মণ্ডল পর্য্যন্ত আত্ম সম্প্রসারণ করিল। বসুদেব ও নন্দের মধ্যে শিষ্টাচার বিনিময়ে প্রেম শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় প্রেমশব্দের প্রয়োগ-ক্ষেত্রের সীমা আর বৃদ্ধি পাইল। ঈশ্বর হইতে অনিশ্বর নন্দবসুদেব পর্য্যন্ত প্রেমশব্দ প্রসারিত হইল। নারীপুরুষের সম্বন্ধ হইতে মুক্তি পাইয়া প্রেমশব্দ পুরুষ পুরুষের ব্যবহারেও প্রবেশ করিতে পারিল। শ্রীমদ্ভাগবত প্রেমের ক্ষেত্র আর প্রসারিত করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শর্ম্মিষ্ঠা যযাতির প্রণয়েও প্রেম শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। শর্ম্মিষ্ঠা প্রেমনির্ভরয়া গিরা (৯।১৮।২০) প্রেম পরিপূর্ণ বাক্যে যযাতির সঙ্গে কথা বলিতেছেন দেখা গেল। প্রেম শব্দ কামাতুরা গোপীকা হইতে কামাতুরা শর্ম্মিষ্ঠা পর্য্যন্ত নামিয়া আসিল। প্রেমশব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ বিধি-নিষেধ পরিলক্ষিত না হইলেও ইহার প্রয়োগে উৎকর্ষতা সাধনে শ্রীকৃষ্ণ কামাতুরা গোপীগণকে অধ্যাত্ম শিক্ষা দিয়া যে স্তরে উন্নীত করিলেন, প্রেম শব্দ সেই স্তরে অধিকতর শোভা পাইতে দেখা সম্ভব হইল। শ্রীকৃষ্ণের মনোবাঞ্ছা পূরণেই তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করা হয়। দ্বিজপত্নীগণের প্রতি উপদেশে শ্রীকৃষ্ণের যে অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়াছে, গোপীগণের প্রতি উপদেশে তাহা পুনঃ প্রকটিত হইয়াছে। উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণ করিয়া অধ্যাত্ম শিক্ষায় সেই অভিপ্রায়ই আর বিশদরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রে গোপীগণকে অধ্যাত্ম শিক্ষা দিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। প্রেম যে কাম নয় ইহা শ্রীকৃষ্ণ অধ্যাত্ম শিক্ষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। দৈহিক সঙ্গদ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ হয় না, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে দেহ সম্ভোগদ্বারা বা কামবৃত্তির দ্বারা যে গোপীগণ প্রীত বা সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই, তাহার নিদর্শনরূপে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গলাভে বঞ্চিতা যজ্ঞপত্নীও গোপীগণের গুণময় দেহত্যাগের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত অধ্যাত্ম শিক্ষা প্রথমে যজ্ঞ পত্নী দিগের মধ্যে পরিবেশিত হওয়ার সময় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

নন্বদ্ধা ময়ি কুর্ব্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শনাঃ।
অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা॥ (১০।২৩।২৬)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবেক দ্বারা স্ব স্ব প্রয়োজনদর্শী ব্যক্তিগণ, সকলের প্রিয় আত্মা আমি ইহা বুঝিয়া আমার প্রতি ফলবাঞ্ছা বিরহিত যথোচিত ভক্তি করিয়া থাকেন।

প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ।
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কো ন্বপরঃ প্রিয়ঃ॥ (১০।২৩।২৭)

যাঁহার সম্পর্কে থাকায় আত্মীয় স্বজন আপন বলিয়া বিবেচিত হয়, ধন জন সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় তিনি ভিন্ন আর কে প্রিয় আছে?

ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ।
তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ॥ (১০।২৩।৩২)

এ জগতে অঙ্গে অঙ্গ মিলনেই যে সুখ বা স্নেহাতিশয়ের কার্য্য সাধিত হয় এরূপ নহে। আপনারা আমাতেই অর্পিত চিত্ত, অতএব আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞপত্নীগণকে যাহা বলিয়াছেন গোপীগণকেও একই কথা একটু ভিন্ন ভাষায় বলিয়াছেন—

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥ (১০।২৯।২৭)

আমার কথা শ্রবণ, আমাকে দর্শন, আমার ধ্যান, আমার গুণ-কীর্ত্তন ইত্যাদি দ্বারা আমাকে যেরূপ পাওয়া যায়, আমার দেহ সঙ্গের দ্বারা সেরূপ ভাবে আমাকে লাভ করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের মাধ্যমেও গোপীগণকে বলিয়াছেন—

ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্বাত্মনা ক্বচিৎ।
যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুবগ্নির্জলং মহী।
তথাহঞ্চ মনঃ প্রাণভূতেন্দ্রিয়গুণাশ্রয়ঃ॥ (১০।৪৭।২৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপীদিগের সহিত আমার বিচ্ছেদ কখনও ঘটে নাই। কেন—না পঞ্চ ভূত যেমন সমস্ত বস্তুতে রহিয়াছে তেমনি আমিও সকলের মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ে নিজকে অনুস্যূত রাখিয়াছি।

আত্মন্যেবাত্মনাত্মানং সৃজে হন্ম্যনুপালয়ে।
আত্মমায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা ॥ (১০।৪৭।৩০)

আমি ভূতেন্দ্রিয় গুণ রূপিণী নিজ মায়ার প্রভাবে আপনা দ্বারা আপনাতেই আপনার সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার সাধন করিয়া থাকি।

আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তোঽগুণান্বয়ঃ।
সুষুপ্তিস্বপ্নজাগ্রদ্ভির্মনোবৃত্তিভিরীয়তে ॥ (১০।৪৭।৩১)

গুণ সমূহ তাহা হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন এইরূপ সম্বন্ধের কথা তাহার প্রযোজ্য হয় না। তিনি তাঁহার মায়ার সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন বৃত্তি বলে জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির বিধান করিয়াছেন।

যেনেন্দ্রিয়ার্থান্ ধ্যায়েত মৃষা স্বপ্নবদুত্থিতঃ।
তন্নিরুন্ধ্যাদিন্দ্রিয়াণি বিনিদ্রঃ প্রত্যপদ্যত ॥ (১০।৪৭।৩২)

স্বপ্ন ভাঙ্গার পর যেমন স্বপ্ন মিথ্যা মনে হয়। প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইলে সেইরূপ মন ও ইন্দ্রিয়ের কর্ম মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। সুতরাং মনকে নিজের বশে আনার চেষ্টা করা উচিৎ।

এতদন্তঃ সামাম্নায়ো যোগঃ সাঙ্খ্যং মনীষিণাম্।
ত্যাগস্তপো দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপগাঃ ॥ (১০।৪৭।৩৩)

যেমন নদী সকল সমুদ্রে পতনের পূর্ব পর্যন্ত নদী নামে অভিহিত হয়। সেইরূপ সাঙ্খ্য যোগ তপস্যাদির দ্বারা আমাকে লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত তাহারা শাস্ত্র নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ এই সমস্ত শাস্ত্রকে অতিক্রম করিয়াই আমাকে লাভ করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া॥ (১০।৪৭।৩৪)

আমি তোমাদের নয়নপ্রিয় হইয়া যে দূরে বাস করিতেছি ইহার উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা আমাকে নিরন্তর ধ্যান করিয়া মানস সন্নিকর্ষ লাভ করিবে।

যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ত্ততে।
স্ত্রীনাঞ্চ ন তথা চেতঃ সন্নিকৃষ্টেঽক্ষিগোচরে॥ (১০।৪৭।৩৫)

প্রিয়তম ব্যক্তি দূরে থাকিলে স্ত্রীলোকের চিত্ত যেমন তাহার প্রতি আবিষ্ট হইয়া থাকে, নিকটে নেত্র গোচরে অবস্থান করিলে সেরূপ কখনই হয় না।

ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ॥ (১০।৪৭।৩৬)

তোমরা অপর সমস্ত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া আমাতেই মন সন্নিবেশ করত সতত আমাকে ধ্যান করিতে থাক. এইরূপ করিলেই অচিরাৎ আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ।
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্মদ্বীর্য্যচিন্তয়া॥ (১০।৪৭।৩৭)

আমি ব্রজে বাস কালে রাত্রিতে ক্রীড়াসক্ত হইলে যে সকল রমণী পতি প্রভৃতি গুরুজন কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্তা হইয়া আমার সহিত মিলিত হইতে পারে নাই, সেই কল্যাণ ভাজন রমণীরাও আমার ধ্যানে তন্ময় হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে উপনীত ব্রজগোপীগণকে পুনরায় অধ্যাত্ম শিক্ষা দিতেছেন। গোপীগণ চক্ষুদ্বয় দ্বারা তাহাদের প্রাণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিমাকে হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করার পর সেই আগ্রহের বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিলেন—

অপ্যবধ্যায়থাস্মান্ স্বিদকৃতজ্ঞাবিশঙ্কয়া।
নং ভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি চ॥ (১০।৮২।৪৩)

আমরা বন্ধু বান্ধবগণের প্রয়োজন সাধনার্থে তোমাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়া ছিলাম ; তাই কি আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাক? দেখ—ভগবানই প্রাণীদিগের সংযোগ বিয়োগের কারণ (এইজন্য তিনি যোগেশ নামে অভিহিত)।

বায়ুর্যথা ঘনানীকং তৃণং তূলং রজাংসি চ॥
সংযোজ্যাক্ষিপতে ভূয়স্তথা ভূতানি ভূতকৃৎ॥ (১০।৮২।৪৪)

বায়ু যেমন মেঘ, তৃণ, তুলা ও ধূলিকণা সমূহের সংযোগ বিয়োগ ঘটায়, সৃষ্টিকর্ত্তাও তেমনি প্রাণীগণকে সেইরূপ যোগাযোগের ব্যবস্থায় উপনীত করিয়া থাকেন।

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ (১০।৮২।৪৫)

আমার প্রতি ভক্তি রাখিলে প্রাণীগণ মুক্তি পাইতে পারে, ভাগ্যবশে আমার প্রতি তোমাদের স্নেহ সঞ্চার হইয়াছিল। এইরূপ স্নেহই আমাকে লাভ করাইয়া দেয়।

অহং হি সর্ব্বভূতানামাদিরন্তোঽন্তরং বহিঃ।
ভৌতিকানাং যথা খং বার্ভূর্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ। (১০।৮২।৪৬)

হে অঙ্গনাগণ! পঞ্চভূতের মত আমিও নিখিল পদার্থের আদি মধ্য অন্ত ও বাহ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং হ্যেতানি ভূতানি ভূতেষ্বাত্মাত্মনা ততঃ।
উভয়ং ময্যথ পরে পশ্যতাভাতমক্ষরে॥ (১০।৮২।৪৭)

ভূতস্থিতি এই রূপই, এই সকল ভূত আত্মা দ্বারা আত্মাতেই বিস্তৃত; আমি পরম পুরুষ আমাতেই ঐ উভয়ই প্রকাশমান দর্শন কর।

অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ।
তদনুস্মরণধ্বস্তজীবকোশাস্তমধ্যগন্॥ (১০।৮২।৪৮)

শ্রীকৃষ্ণের নিকট এইরূপ অধ্যাত্ম শিক্ষা প্রাপ্তা হইয়া গোপীগণ তাঁহাকেই ধ্যান করিতে করিতে লিঙ্গ-দেহরূপ উপাধি নাশে সমর্থা হইয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় ব্রজগোপীগণ অধিকতর উপকৃত হইয়াছেন কিংবা তাঁহার আধ্যাত্ম শিক্ষায় অধিকতর শান্তি লাভ করিয়াছেন ইহাই বিবেচ্য। এই বিচার প্রদর্শনের জন্যই রাস-লীলা প্রসঙ্গের সহিত অধ্যাত্ম শিক্ষা প্রসঙ্গ বর্ণিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের দৈহিক সঙ্গলাভ অপেক্ষা আত্মিক সঙ্গলাভ যে অধিকতর শ্রেয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবৎ তারস্বরে ঘোষণা করিলেন। নিকটে থাকা অপেক্ষা দূরে থাকায় প্রিয়তম প্রিয়াগণের অধিকতর চিন্তার বিষয় থাকেন এই শিক্ষাই সকলকে দেওয়া হইয়াছে। গোপীগণ ব্রজের বাতাবরণ হইতে কুরুক্ষেত্রের বাতাবরণে আসিয়া অধ্যাত্ম শিক্ষার সফলতা লাভ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির আস্বাদন করিলেন। ব্রজে বসিয়া গোপীগণ উদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণের বনবাসিনী অপেক্ষা নগরবাসিনীগণের সহিত স্নেহাধিক্যের অভিযোগ করিয়াছিলেন। সেখানে তাহারা নারীসুলভ ঈর্ষার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আট আটটি বিবাহিতা পত্নীকে দেখিয়াও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ পত্নীগণের প্রতি কোন ঈর্ষার ভাব প্রকাশ করিলেন না। এই জন্য তাহাদের মনে শ্রীকৃষ্ণের অধ্যাত্মশিক্ষা প্রবেশ করিতে পারিল। দেহ ধর্মের প্রতি দৃষ্টি না থাকায় দেহ সম্বন্ধীয় নারীগণের প্রতি ঈর্ষা জাগে নাই এবং দেহ ধর্মের প্রতি আকর্ষণ না থাকায় অধ্যাত্ম শিক্ষাও কার্য্যকরী হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণের আত্মিক মিলন সম্ভব হইয়াছে। দেহ ধর্মের জন্য অতিষ্ঠ হইয়া যে সমস্ত গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ দেহ দ্বারা নিজ দেহের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে আগ্রহিনী হইয়া পতি পুত্রকে ত্যাগ করিয়া বনে আসিয়াছিলেন, তাহারা কুরুক্ষেত্রে নিজ দেহের ক্ষুধার কথা বিস্মৃত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ দেহের তৃপ্তি-সাধনের উপকরণ স্বরূপ তাঁহার বহু স্ত্রীর প্রতি দৃক্‌পাত না করায় সহজেই শান্তি লাভ করিলেন। গোপীগণ উদ্ধবকে পিঙ্গলার উপাখ্যান স্মরণ করাইয়া দিয়া ভ্রমর গীতে বলিয়াছিলেন—আশা পোষণে দুঃখ, আশা ত্যাগে শান্তি। কুরুক্ষেত্রে তাহারা দৈহিক মিলনের আশা ত্যাগ করায় শান্তিলাভ করিলেন।

হরি গুণ গানকারী দেবর্ষি নারদ গোপীগণের ঔপপত্য দর্শনে রাসলীলায় এমন কি ব্রজে প্রবেশ করেন নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বহু পত্নীত্ব দর্শনে দ্বারকায় গিয়াছেন। রাসে যেমন একই কৃষ্ণ বহু কৃষ্ণে পরিণত হইয়া প্রত্যেক গোপীর পাশে উপস্থিত থাকিতে পারিয়াছিলেন, দ্বারকায়ও তেমনি একই কৃষ্ণ বহু কৃষ্ণ হইয়া বহু পত্নীর ঘরে বহু কাজে লিপ্ত থাকিতে পারিয়াছিলেন। ব্রজের বহু কৃষ্ণ দ্বারা অনুষ্ঠিত রাসনৃত্য অনুকরণে নিষেধ আজ্ঞা শ্রীমদ্ভাগবত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দ্বারকার বহু কৃষ্ণের অনুষ্ঠিত কার্য্য অনুকরণীয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ১০।৬৯।৪০ শ্লোকে ঘোষণা করিয়াছেন। সামাজিক লোকের পক্ষে গৃহকর্মে নিত্য যাহা করণীয় এক কৃষ্ণ বহু কৃষ্ণ হইয়া বহু পত্নীর ঘরে একই সময়ে তাহাদের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে বেদাচার যেমন সুরক্ষিত হইয়াছে, লোকাচার ও তেমনই অক্ষুন্ন রহিয়াছে। কিন্তু ব্রজে মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং (১০।৩২।২১) এক কৃষ্ণ বহু কৃষ্ণ হইয়াও লোকাচার, বেদাচার ত্যাগিনী গোপীগণের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন। এইজন্য ইহা নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু (১০।৩৩.৩১) ইত্যাদি বাক্যে বিষবৎ ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে।

মধু মক্ষিকা সকল ফুল হইতে মধু আহরণ করে, মুমুক্ষু ব্যক্তিও সকল বিষয় হইতে শিক্ষা লাভের চেষ্টা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত অবধূত এইরূপে চব্বিশটি বিষয়ের নিকট শিক্ষালাভ করায় শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

ন হ্যেকস্মাদ্ গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ॥ (১১।৯।৩১)

এক গুরুর নিকট হইতে যতই জ্ঞান লাভ হোক না কেন, ইহা সুস্থির হয় না, সুপুষ্টও হয় না। কারণ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে বহু ঋষি বহু ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে অবধূত মহারাজ পিঙ্গলা নাম্নী এক বেশ্যার নিকট হইতেও আশা ত্যাগ করিয়া সুখী হওয়ার শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ভ্রমর গীতে (১০।৪৭) গোপীগণ এই কথার স্বীকারোক্তি করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রজগোপীগণের ব্যাকুলতা ও তন্ময়তা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র সকলের পক্ষে শিক্ষণীয়। গোপীগণের ব্যাকুলতা শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়তা, তন্মনস্কতা, তদালাপ, তদ্বিচেষ্টা এবং তদাত্মিকতা সাধক মাত্রেরই উপকারী।

গোপীগণ রাসমঞ্চে সমবেত হইয়াই বলিয়াছেন—সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্ (১০।২৯।৩১) আমরা জগতের যাবতীয় বিষয় ত্যাগ করিয়া তোমার পদমূল স্মরণ করিতে আসিয়াছি। বিহায় গেহান্ স্বজনান্ (১০।৩৯।২২) অক্রুর ব্রজে আসিলে গোপীগণ বলিতেছেন—আমরা স্বগৃহ এবং স্বজনাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়াছিলাম। শ্রীকৃষ্ণের শরৎ রাসে গোপীগণ যে ত্যাগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, বলরামের বসন্ত রাসেও ঠিক সেই কথার পুনঃরুল্লেখ করিতে বলিয়াছেন—

মাতরং পিতরং ভ্রাতৃন্ পতীন্ পুত্রান্ স্বসৃরপি।
যদর্থে জহিম দাশার্হ দুস্ত্যজান্ স্বজনান্ প্রভো॥ (১০।৬৫।১১)

শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে আশা করিয়া আমরা মাতা-পিতা, পতি, পুত্র, সকলকে ত্যাগ করিয়া সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া গিয়াছিলাম। যে বন্ধন সহজে ছিন্ন করা যায় না তাহাও আমরা করিয়া ছিলাম। গোপীগণের এই ত্যাগের প্রশংসা করিয়া শুকদেব বলিয়াছেন—তন্মনস্কা…নাত্মাগারাণি সংস্মরুঃ (১০।৩০।৪৪) শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়তার ফলে গোপীগণ নিজনিজ গৃহ ও পরিজনগণের স্মৃতি সজাগ রাখিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণও শরৎরাসে মদর্থোজ্ঝিত—লোকবেদস্বানাং (১০।৩২।২১), দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য (১০।৩২।২২) ইত্যাদি বাক্যে গোপীগণের লোকধর্ম, বেদধর্ম এমন কি ত্যাগকরা যায় না এইরূপ সংসার বন্ধন ছেদনের কথাও উল্লেখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অক্রুরের সহিত মথুরায় যাওয়ার কালে সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ ॥ (১০।৩৯।৩৫) গোপীগণকে সান্ত্বনা দিতে আবার আসিব ইত্যাদি দূতবাক্য বলিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আর ব্রজে কখনও ফিরিয়া আসেন নাই। অম্বরীষকে লক্ষ্য করিয়া এবং অম্বরীষের ভগবৎ ভক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া দুর্ব্বাসাকে ভগবান্ বলিয়াছিলেন—

যে দারাগারপুত্রাপ্তান্-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে ॥ (৯।৪।৬৫)

যাঁহারা স্ত্রী, গৃহ, পুত্র, স্বজন, প্রাণ, ধন, ইহলোক ও পরলোকের বাসনা ত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হন, আমি কিরূপে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে উৎসাহী হইব?

ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশীকুর্ব্বন্তী মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা। (৯।৪।৬৬)

সতী রমনীগণ যেরূপ সৎপতিকে বশীভূত করেন, আমার প্রতি আবদ্ধচিত্ত সমদর্শী সাধুগণও সেরূপ ভক্তি দ্বারা আমাকে বশীভূত করেন। ব্রজগোপী সম্বন্ধেও ভগবান্ যে প্রশংসা করিয়াছিলেন, অম্বরীষ সম্বন্ধেও ভগবান্ সেই প্রশংসার পুনরুল্লেখ করিলেন। কিন্তু অম্বরীষের ত্যাগের এবং ত্যাগ দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত দিতে সৎপতির জন্য সতী পত্নীর ত্যাগ ও প্রীতি লাভের দৃষ্টান্ত দিলেন। ব্রজগোপী সম্বন্ধে ভগবান এইরূপ কোন দৃষ্টান্ত দেন নাই এবং গোপীগণকে তিনি ত্যাগ করিতে পারেন না এমন কথাও বলেন নাই। গোপীগণ ভগবানের নিকট দৈহিক সুখ প্রার্থনা করিয়াছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্রুবের কথায় তাহারা রাজার নিকট তুষ ভিক্ষা করিয়াছেন (৪।৯।৩৫)। ভগবানও একেবারে তাহাদিগকে নিরাশ না করিয়া সামান্য দৈহিক সঙ্গ দিয়া ভিক্ষুক বিদায় করিয়াছেন, কিন্তু ভগবান্ তাহার সৎস্ত্রীকে এইরূপ মুষ্টি ভিক্ষায় বিদায় করিতে পারেন নাই। রুক্মিণীকে অন্য পতি গ্রহণ করার কথা বলায় রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

ব্যূঢ়ায়াশ্চাপি পুংশ্চল্যা মনোঽভ্যেতি নবং নবম্।
বুধোঽসতীং ন বিভৃয়াৎ তাং বিভ্রদুভয়চ্যুতঃ॥ (১০।৬০।৪৮)

পরিণীতা পত্নী যদি পরপুরুষে আসক্ত হয়, তবে তাহার চিত্ত নূতন পুরুষের প্রতিই ধাবিত হইয়া থাকে। তাদৃশ পুংশ্চলী কামিনীকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি পত্নীরূপে গ্রহণ করেন না; পুংশ্চলী পত্নীর সহবাসে ভর্ত্তার উভয় লোক বিনষ্ট হইয়া থাকে, তিনি ইহ জগতে ও পরলোকেও একান্ত দুঃখই অনুভব করিয়া থাকেন। রুক্মিণীর কথা শুনিয়া ভগবান বলিলেন—

সাধ্ব্যেতচ্ছ্রোতুকামৈস্ত্বং রাজপুত্রি প্রলম্ভিতা।
ময়োদিতং যদন্বাত্থ সর্বং তৎ সত্যমেব হি॥ (১০।৬০।৪৯)

হে রাজ নন্দিনী! তুমি প্রকৃতই সাধ্বী বটে, তোমার সমস্ত উক্তি শ্রবণ করিবার অভিলাষেই তোমার সহিত আমি উপহাস করিয়াছি। আমার সকল কথারও ভাবের ব্যাখ্যা তুমি যেরূপ করিয়াছ, তাহার তাৎপর্য্য সেইরূপই বটে। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর কথা খণ্ডন করিতে পারেন নাই। অথচ এই কথাগুলি ব্রজগোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণ বলেন নাই এবং তাহাদের অন্য কোন হিতৈষী ও বলেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে নারদ ব্রজে আসেন নাই এবং ব্রজলীলা বর্ণন ও করেন নাই তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

যা পতিং হরিভাবেন ভজেৎ শ্রীরিব তৎপরা।
হর্য্যাত্মনা হরের্লোকে পত্যা শ্রীরিব মোদতে॥ (৭।১১।২৯)

শ্রীলক্ষ্মীর ন্যায় তৎপরা স্ত্রী যিনি শ্রীহরিভাবে পতির সেবা করেন, তিনি সত্যই লক্ষ্মীর ন্যায় শ্রীহরি স্বরূপ পরম পতির সহিত হরিলোকে আমোদিতা হন। শ্রীকৃষ্ণ পতিব্রতার প্রশংসা করিয়াছেন, ভক্তের প্রশংসা করিয়াছেন, সাধুর প্রশংসা করিয়াছেন এবং প্রশংসিতগণের কাহাকেও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। গোপীগণও এই কথা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—

যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্ (১০।২৯।৩১), আদি-পুরুষ ভগবান মুক্তিকামী সাধুকে ত্যাগ করেন না। শ্রীকৃষ্ণও পতিপুত্র ত্যাগিনী গোপীদিগকেও প্রশংসা করিয়াছেন এবং মনোরাজ্যে তাহাদের সহিত অবিচ্ছেদে বর্ত্তমান থাকিয়াও তিনি দৈহিক সম্বন্ধে গোপীগণকে ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রী-গণকে দৈহিক সম্বন্ধ হইতেও বিচ্ছিন্না করেন নাই, কিন্তু অবিবাহিতা প্রেয়সীগণকে দৈহিক সম্বন্ধ হইতে সুদূরে রাখিয়াছেন। এই পার্থক্যই শ্রীমদ্ভাগবত দেখাইয়াছেন। সর্ব্বত্যাগী ভক্তগণের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবৎ সেবার নিদর্শন দিতে অম্বরীষ সম্বন্ধে বলা হইতেছে—

অম্বরীষো মহাভাগঃ সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্।
অব্যয়াঞ্চ শ্রিয়ং লব্ধ্বা বিভবঞ্চাতুলং ভুবি॥ (৯।৪।১৫)

মহারাজ অম্বরীষ সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও তাঁহার রাজ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সলক্ষ্মীঅব্যয়ভগবানের পদে অর্পণ করিয়া রাখিয়াছেন। চঞ্চলা লক্ষ্মী অব্যয় অর্থাৎ অচঞ্চল ভগবানের চরণে সংযুক্ত থাকায় তিনি স্থানচ্যুতা হইতে পারেন নাই। অম্বরীষের রাজ্যে লক্ষ্মী সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন।

বাসুদেবে ভগবতি তদ্ভক্তেষু চ সাধুষু।
প্রাপ্তোভাবং পরং বিশ্বং যেনেদং লোষ্ট্রবৎস্মৃতম্॥ (৯।৪।১৭)

অম্বরীষ ভগবানকে সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী বাসুদেবরূপে দর্শন করিতে থাকায় সমস্ত ভগবদ্‌ভক্তের প্রতি তাঁহার মৈত্রী ভাব জন্মিয়াছিল এবং জগতের যাবতীয় বস্তুর প্রতি নিস্পৃহ হইয়াছিলেন। ব্রজগোপীর মত তাঁহার সৌভগমদ এবং অন্য ভক্তের প্রতি মাৎসর্য্য বা ঈর্ষা জন্মে নাই। অম্বরীষের ইন্দ্রিয় তাঁহাদের ইন্দ্রে এবং ইন্দ্রিয়ার্থক 'গো' তাঁহার গোবিন্দে তথা সেই ইন্দ্রিয়ার্থ হৃষীক তাঁহার ঋষিকেশে অর্পিত হইয়াছিল।

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥

(৯।৪।১৮) অম্বরীষের মন আকর্ষক কৃষ্ণ চরণে, অম্বরীষের বাক্য কুণ্ঠাহীন বৈকুণ্ঠ গুণ বর্ণনে, অম্বরীষের হস্ত তৃতাপহারীহরিমন্দির মার্জ্জনে এবং অম্বরীষের কর্ণ বিচ্যুতি ঘটায় না এমন অচ্যুতের কথা শ্রবণে নিয়োজিত থাকিত।

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্‌ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্॥
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥

(৯।৪।১৯) অম্বরীষ জগতের যাবতীয় বস্তুকে ভগবানের মন্দির মনে করিতেন, অর্থাৎ সর্ব্ব বস্তুতে ভগবদ্ দর্শন করিতেন। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত ভক্তের দেহ স্পর্শে ভগবানের প্রেমস্পর্শ লাভ করিতেন। তিনি তুলসীর গন্ধে তুলসীর প্রিয়স্থান ভগবৎ চরণের সুগন্ধি লাভ করিতেন। অম্বরীষ তাঁহার জিহ্বার সদ্‌ব্যবহার করিতে ভগবানের চরণ তুলসীর আস্বাদ গ্রহণ করিতেন।

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশ পদাভিবন্দনে।

কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥

(৯।৪।২০) অম্বরীষের চরণের সদ্ব্যবহার করিতে তিনি ভগবানের মন্দির বা ধাম পরিক্রমায়, অম্বরীষের শির ভগবানের চরণে প্রণাম জ্ঞাপনে, অম্বরীষের কাম ভগবৎ সেবন ভিন্ন অন্য কামনা বিসর্জ্জনে এবং তাঁহার রতি উত্তম শ্লোকের বন্দনায় নিয়োজিত হইত। দাস্য-ভক্তির দৃষ্টান্তে মহারাজ অম্বরীষ রাজ্য পরিচালনায় রত থাকিয়াও নিষ্কামভাবে ঋগ্বেদের হয়ো ন বিদ্বান্ (৫।৪৬।১), ইত্যাদি মন্ত্রের তাৎপর্য্যানুসারে দিব্যোন্মাদ দশায় উপনীত হইতে পারিয়াছেন। ব্রজগোপীগণ মধুর ভাবের দৃষ্টান্ত হইয়াও সেরূপ অকামা হইতে পারেন নাই। দাস্যে যদি ভগবদ্ প্রাপ্তির মদরিপু এবং ভক্তের শ্রীদর্শনে পরশ্রীকাতরতারূপ মাৎসর্য্য বা ঈর্ষা না জন্মিল, তবে মধুর ভাবে এই রিপুগুলি প্রকাশ পাইবে কেন ?

অম্বরীষের মত কুবের পুত্রদ্বয়—যমলার্জ্জুন পতনে শাপমুক্ত হইয়া ভগবানের স্তুতি করিতে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা তদ্ ইন্দ্রের তৃপ্তি সাধনে বলিয়াছেন—

বাণীগুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং

হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।

স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎ প্রণামে

দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্॥ (১০।১০।৩৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের জিহ্বা যেন ভগবদ্ গুণকীর্ত্তনে, কর্ণ যেন ভগবদ্ কথা শ্রবণে, হস্তদ্বয় যেন ভগবৎ সেবাকার্য্যে, মন যেন ভগবৎ চরণে, আমাদের শির যেন বাসুদেবের নিবাসস্বরূপ জগতের যাবতীয় বস্তুর প্রতি প্রণাম নিবেদনে অর্থাৎ সমস্ত বস্তুতে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রণাম করেন, আমাদের দৃষ্টি যেন ভক্তের মধ্যে ভগবৎ দর্শনে নিয়োজিত থাকে। এই নলকুবর ও মণিগ্রীবের সৌভগমদও জন্মিল না, অন্যভক্তশ্রীকাতরতাও জন্মিল না। এইরূপ ভাবধারার প্রসারণে শ্রীমদ্ভাগবত সুদামা উপখ্যানে বলিতেছেন—

সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে করৌ চ তৎকর্মকরৌ মনশ্চ।
স্মরেদ্ বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ॥

(১০।৮০।৩) যে জিহ্বা ভগবানের গুণকীর্ত্তন করে, সেই জিহ্বাই স্বার্থক। এইরূপে হস্ত ভগবানের সেবা কার্য্যে, মন এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের যাবতীয় বস্তুতে নিবাসকারী বাসুদেবে এবং কর্ণ তাঁহার কথা শ্রবণে নিয়োজিত হইয়া স্বার্থক হয়।

শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গমানমেত্তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্॥

(১০।৮০।৪) সেই চক্ষুই চক্ষু, যাহা সমস্ত বস্তুর মধ্যে ভগবানকে দর্শন করে, সেই অঙ্গই অঙ্গ যাহা ভগবৎ নিবেদিত বস্তুর দ্বারা পুষ্ট হয়। ব্রজের পুরুষগণও উদ্ধবকে বলিতেছেন—

কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥ (১০।৪৭।৬৭)

ভগবানের ইচ্ছায় তথা আমাদের কর্মফলে আমরা যে কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোনিতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, সৎকর্ম ও দানাদির ফলে যেন ভগবানে আমাদের রতি থাকে এই প্রার্থনা করি।

শান্ত ও দাস্যরসে আমাদের সকল ইন্দ্রিয় স্রষ্টার নিকট প্রত্যর্পণ করার কথা পাওয়া গেল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে— ইন্দ্র, গোবিন্দ ও হৃষীকেশ শব্দত্রয় একার্থবাচক। ব্যবহারিক জগতে সম্প্রদায় ভেদে ইহাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—ইন্দ্রিয়ানি শতক্রতো (৩।৩৭।৯) এই জগতের যাবতীয় ইন্দ্রিয় এক ইন্দ্রেরই ইন্দ্রিয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের অধিপতিকে ইন্দ্রিয়-প্রত্যর্পণ করা, ইহা সাধক মাত্রেরই অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্ম। অন্যান্য রসে সাধকগণ ইন্দ্রে ইন্দ্রিয় প্রত্যর্পণে, গোবিন্দে গো সমর্পণে ভাল ভাল ইন্দ্রিয়গুলির নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদের স্বার্থকতা সাধনে কি করণীয় তাহাও বলিয়াছেন। কিন্তু সকলের অপরিহার্য্য জননেন্দ্রিয়ের কথা কেহ বলেন নাই। অম্বরীষাদির ইন্দ্রিয়ার্পণের কথার মত কথা ব্রজগোপীগণের বেণুগীতে, গোপীগীতে, যুগলগীতে, গোপী-অক্রুর সংবাদে তথা গোপী উদ্ধব সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে। গোপীগণের ব্যাকুলতায়, গোপীগণের তন্ময়তায় এই কথাগুলি বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বেন্দ্রিয় সমর্পণের মধ্যে তাহাদের কামেন্দ্রিয় মাত্র গণ্য হইয়াছে। এই কামেন্দ্রিয় বা জননেন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ সমর্পণে গোপীগণ তাহাদের ষড়রিপুও শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন। স্রষ্টার সৃষ্ট বস্তু নিঃশেষে ভগবানে অর্পণ করার আবশ্যকতায় গোপীগণ ইহা করিয়াছেন। গোপীগণের এইরূপ কাজের সমর্থনে শ্রীমদ্ভাগবতের নবযোগীন্দ্র বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুস্মৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ ॥ (১১।২।৩৬)

দেহ, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, চিত্ত, এমন কি, স্বীয় সংস্কার বা স্বভাব অনুসারেও যে যে কর্ম্ম সাধিত হয়, সমস্ত পরাৎপর পরমেশ্বরে সমর্পন করাই বিধেয়। এই যুক্তি বলে ব্রজগোপীগণ ষড়রিপুই ভগবানে অর্পণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎমন্মথ বলিয়া পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনে কামের সেনানী ব্রজগোপীগণকে সম্মুখ সমরে রাসমঞ্চে পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সমর্পিত ষড়রিপু সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে রিপুর নির্যাতন হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে কামের হাত হইতে সুদূরে আনিতে শ্রীকৃষ্ণকে কামব্যুহে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল এবং অধ্যাত্ম শিক্ষার দ্বারা কামের সেনানীগণকে নিরস্ত করিয়া গোপীগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। গোপীগণ যথাশক্তি শ্রীকৃষ্ণ বিরোধিতা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিজ দেহ দ্বারা গোপীদেহের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে পূরনারীগণের সহিত এই ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার কথা উল্লেখ করিয়া ঈর্ষার বিকাশ করিয়াছিলেন। অম্বরীষাদি সাধকগণের মধ্যে ভগবানের দ্বারা নিজ দেহধর্ম্ম রক্ষা করার কথাও নাই এবং অন্য ভক্তগণ ভগবানের নিকট হইতে সেই সুযোগ পাইতেছেন এইরূপ কথায় ঈর্ষা প্রকাশ করিতেও হয় নাই। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পার্থক্যই ব্রজগোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য প্রিয় ও প্রেয়সীগণের নিকট হইতে দূরে রাখিয়াছে এবং এই পার্থক্যই দেবর্ষি নারদকে ব্রজে আসিতে তথা ব্রজলীলা বর্ণনা করিতে সুযোগ দেয় নাই।

দেহাত্মবুদ্ধি অর্থাৎ এই দেহকে আমি মনে করা ইহা প্রাণী মাত্রেরই স্বভাব ধর্ম্ম। এই দেহাত্ম বুদ্ধি উদরূপস্থের আবশ্যকতার হ্রাসবৃদ্ধির উপরে লোকের পশুত্ব ও দেবত্ব নির্ভর করে। আহার নিদ্রা, ভয়, মৈথুন পাশবিক ধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। সাধক মাত্রেই আহার ও মৈথুনের সংযম সাধনে সর্ব্বপ্রথমে প্রবৃত্ত হন। উদর এবং উপস্থের আবশ্যকতা হ্রাস পাইলে নিদ্রাও ভয়েরও অল্পতা আসে। কামবৃত্তি মৈথুনের মধ্যে গণ্য এবং দেহধর্ম বা স্বভাব ধর্ম্মের মূলীভূত ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। এই জন্য জননেন্দ্রিয়ের সংযমে সাধক মাত্রই অত্যধিক পরিশ্রম করে। ধর্ম্মশাস্ত্র রুদ্রকে মদনদহন এবং শ্রীকৃষ্ণকে মদনমোহনরূপে রূপায়িত করিয়াছেন। তদনুযায়ী জ্ঞানীগণ মদনদহনের এবং ভক্ত মদনমোহনের সেবায় প্রবৃত্ত হন। গৃহের মধ্যে যদি সাপ প্রবেশ করে, কেহ সাপকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। কেহ বা মন্ত্র ও ঔষধাদির বলে বলীয়ান হইয়া সেই সাপকে লইয়া খেলিতে সচেষ্ট হয়। জ্ঞানী কর্ম্মীগণ মদন ভস্মের পক্ষপাতী। ভক্তগণ মদনকে মদনমোহনের চরণে অর্পণ করিতে আগ্রহী, নারীভক্তগণ মদনমোহনকে কেহবা পতিরূপে পাইতে পারেন, কেহবা উপপতিরূপে পাইতে পারেন। কিন্তু পুরুষ ভক্তগণ মদনমোহনকে পাইতে হইলে মদনমোহনের চিন্তায় মন্মথমন্মথের ধ্যানে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া ঋগ্বেদের ভাষায় সখায়স্তে বামভাজঃস্যাম (৩।৫৫।২২) অর্থাৎ সখা তোমার গুণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগী যেন হইতে পারি, এইরূপ ভাবনা করিতে হয়। এইরূপ সাধকের গোপীগণের ভাষায় অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্ (১০।৩১।৪) অর্থাৎ সর্ব্বান্তরর্য্যামী বাসুদেবের ধ্যানে মগ্ন হইয়া সকলের মধ্যে ভগবানকে দর্শন করিতে পারিলে তখন নারী-পুরুষ ভেদজ্ঞান করার অবস্থা লাভ হয়। তখন ভোগী ভোগ্য ভাব থাকে না, কামের উদ্রেক স্তিমিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের বিশেষণ ভগবান, আত্মারাম আপ্তকাম, অখণ্ডিত, অবরুদ্ধসৌরত, সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ ইত্যাদি শব্দের তাৎপর্য্য ভগবানের অংশ স্বরূপ বা অঙ্গীভূত সাধকের অন্তরে জাগ্রত হইলে সাধক পূর্ণ ভগবানের উক্ত গুণাবলীর অল্পবিস্তর অংশ লাভ করিয়াও ধৃতবীর্য্য ও উর্দ্ধরেতা হইতে পারেন। এইরূপ চিন্তাধারাকে যোগশাস্ত্র অভ্যাস নামে অভিহিত করিয়াছেন। অন্যদিকে শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায়—কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাং চৈব দুরাত্মতাম (১০।৩০।৩৫) কামীগণের দুর্ব্বলতা এবং কামিনীগণের অত্যাচার দ্বারা দুঃখ জর্জ্জরিত সংসারের কথা চিন্তা করিতে করিতে বিষয় বিতৃষ্ণারূপ বৈরাগ্য জন্মে। এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তি সংযত করিয়া সাধক ভগবানের চরণে উপনীত হইতে পারেন, ইহাই রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ চিন্তার ফল।

রাসলীলার শেষ শ্লোকে ফলশ্রুতি বলিতে বলা হইয়াছে—রাসলীলা প্রসঙ্গ পাঠে ও শ্রবণে হৃদ্‌রোগ বা কাম সহসা প্রশমিত হয়। শাস্ত্রে আছে উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের মূল্য অধিক। এই জন্য শাস্ত্রে দৃষ্টান্তের বর্ণনায় প্রসঙ্গ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু প্রসঙ্গের মধ্যে সিদ্ধান্তের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বাক্য বিন্যাস করা অনেক সময় সম্ভব না হওয়ায় পণ্ডিতগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসঙ্গকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াও আদর করেন না দেখা যায়। যাহারা গ্রন্থকে ভগবত্তনু মনে করেন, তাহাদের নিকট কথা বা আখ্যায়িকা ভগবদ্ অঙ্গের অংশ বিশেষ, এই জন্য তাহা শ্রদ্ধার পাত্র। গ্রন্থের প্রসঙ্গ সিদ্ধান্তের অনুকূল হইয়াছে কিনা, তাহা ভক্তের বিবেচ্য নয়। কিন্তু সমালোচকগণ গ্রন্থকে ভগবত্তনুর মর্য্যাদা দিয়াও সিদ্ধান্ত ও দৃষ্টান্তে সামঞ্জস্য আছে কিনা তাহা দেখিতে ও বলিতে বাধ্য। নতুবা আলোচনা লোচনহীনের প্রলাপে পর্য্যবসিত হয়।

রাসলীলার সিদ্ধান্ত কি তাহা বলিতে গেলে এই প্রসঙ্গের পূর্বোক্ত উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, উপপত্তি, অর্থবাদ ইত্যাদি ছয়টি লক্ষণ দ্বারা প্রতিপন্ন বিষয় কি তাহা নির্ণয় করিতে হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে, আবার বলা হইতেছে, মায়া শব্দের ব্যবহার করিয়া রাস প্রসঙ্গ আরব্ধ হইয়াছে এবং মায়া শব্দের ব্যবহার করিয়া ইহা সমাপ্তও হইয়াছে। সুতরাং সমস্ত রাস প্রসঙ্গ মায়ার কৃতিত্বের বর্ণনা মাত্র ইহাই বুঝিতে হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে আবার বলা হইতেছে সমগ্র শ্রীকৃষ্ণ জীবনী মায়া শক্তির আত্মপরিচয় মাত্র। শ্রীকৃষ্ণকথার প্রারম্ভেই শ্রীকৃষ্ণকে মায়া-মনুষ্যস্য (১০।১।৭) বলা হইয়াছে। তাঁহার জন্ম কথায় তাঁহাকে প্রাকৃতঃ শিশুঃ (১০।৩।৪৬), রাস প্রসঙ্গের শেষে তাঁহার সম্বন্ধে মানুষং দেহমাস্থিতঃ (১০।৩৩।৩৭) বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান, বিষ্ণু, বাসুদেব, নারায়ণ মায়াবশে শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতেরও সিদ্ধান্ত এবং রাস পঞ্চাধ্যায়েরও সিদ্ধান্ত। সুতরাং রাসক্রীড়ায় অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলার অনুরোধে প্রাকৃতের ন্যায় ব্যবহারিক জগতে বিলাস করিতেছেন ইহাই বুঝিতে হইবে। রাসলীলা অপ্রাকৃত। কিন্তু প্রাকৃতের মত দেখায় ইহাই বুঝিতে হইবে। স্বপ্নও প্রাকৃত রাজ্যের ব্যাপার নয়, কারণ প্রাকৃত রাজ্যের স্থান বিশেষে ব্যক্তি বিশেষ শায়িত থাকিয়াও স্থানান্তরে, কার্য্যান্তরে জাগ্রতের মত ব্যবহার করে। অল্পক্ষণ স্থায়ী হয় বলিয়া ক্ষণ-ভঙ্গুরতা দোষে স্বপ্নকে মিথ্যা বলা হয়। ব্যবহারিক জগৎও স্বপ্নের মত। কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় বলিয়া চিরস্থায়ী না হইলেও ইহা সত্য বলিয়া বিবেচিত হয়। অপ্রাকৃত জগৎও বস্তুত চিরস্থায়ী হইলেও অর্থাৎ সত্য হইলেও লীলার প্রয়োজনে অল্পবিস্তর দীর্ঘকাল ব্যাপী দৃষ্ট হইতে থাকায় তাহা মিথ্যার মত মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মা-সম্মোহন লীলা একবৎসর কাল স্থায়ী ছিল। এইজন্য ইহাকে মায়ার খেলা বলা হয়। রাসলীলাও মাত্র একরাত্রি প্রচলিত ছিল। এই জন্য ইহাকেও মায়ার খেলা বলিতে হয়।

বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম এবং মীয়তেতি মায়া। যাঁহা বৃহৎ আছে বা করে তাঁহা ব্রহ্ম, যাঁহা মিত বা পরিমিত আছে বা করে তাহা মায়া। যাহা প্রসারিত করে তাহা ব্রহ্ম, যাহা সঙ্কুচিত করে তাহা মায়া। ব্রহ্মব্যাপক, মায়া সঙ্কীর্ণতা সাধিকা। ব্রহ্ম বাচক আত্মাশব্দ সর্ব্বত্র প্রসারিত বা সাতত্যগমনার্থক ভাব প্রকাশ করে। ব্রহ্মার্থক ভগবান শব্দ সকল শক্তির সমবেত অবস্থা বুঝায়। বিষ্ণু শব্দ ব্যাপকতা বুঝায়, বসুদেব শব্দ সর্ব্বত্র নিবাস-কারীকে বুঝায়। নারায়ণ শব্দ নর সমষ্টিকে বুঝায়। এইরূপে সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বসমষ্টিবাচক ভগবানকে তাঁহার মায়া সীমিত করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলারূপে উপনীত করে। এই জন্য লীলাপুরুষ সকলের দেহপুরীতে শায়িত থাকিয়া পুরুষ নামের যোগ্য থাকিয়াও (৭।১৪।৩৭) মানুষ বিশেষের রূপে প্রকটিত হন। রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণের এই মানুষই তনুর লীলা, সুতরাং ইহা মায়ারই খেলা।

শ্রীমদ্ভাগবত ছয়টি বস্তুকে নিত্য বলিয়াছেন। তন্মধ্যে ব্রহ্ম, মায়া, জীব, কাল. কর্ম্ম, স্বভাব এই ছয় তত্ত্বের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। মায়ার কাজ সীমিত করা। তিনি ব্রহ্মকেও সীমিত করেন। তিনি জীব, কাল, কর্ম্ম. স্বভাবকেও সীমিত করেন। আবার তিনি নিজকেও সীমিত করেন। ঋগ্বেদে তিনি ইন্দ্রেরও মায়া আবার দাস বা দস্যুরও মায়া। শ্রীমদ্ভাগবতে তিনি শ্রীকৃষ্ণেরও মায়া আবার দ্বারকা আক্রমণকারী শাল্বেরও মায়া। এই বিচিত্র মায়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অর্থাৎ সাধারণ বুদ্ধিতে যাহা অসম্ভব তাহাও তিনি সম্ভব করিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকী ভাগবতে মায়ার রূপাঙ্কনে বলা হইয়াছে—

ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ॥ (২।৯।৩৪)

আত্মতত্ত্বের উপলব্ধিতে অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্মদর্শন হইলে সকলকে নিজের মত মনে করা সম্ভব হইলে যাহা থাকে না এবং এইরূপ আত্মতত্ত্ব বোধ বিহীন অবস্থায় যাহা থাকে তাহাই মায়া। পূর্ণজ্ঞানের আলোকে যাহা থাকেনা ঐরূপ জ্ঞানের অভাবে যাহা থাকে বলিয়া মনে হয় তাহাই মায়া। শ্রীমদ্ভাগবতের এই সিদ্ধান্ত হইতে অনুমিত হয় আত্মতত্ত্ব ও মায়াতত্ত্ব পরস্পর বিরোধী, একটা থাকিলে আর একটার অভাব হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যোগমায়া লইয়াই রাসক্রীড়া সমাহিত হইয়াছে। এই যোগমায়া বলে শ্রীকৃষ্ণ গোবৎসহরণ লীলায় বহু গোপবালকে পরিণত হইয়াছিলেন। রাসলীলায় তিনি বহু গোপীরূপেও পরিণত হইয়াছিলেন। আবার তিনি যত্ গোপী তত কৃষ্ণও হইয়াছেন। গোপীগণ যখন রাসমঞ্চে আসিতে উদ্যতা হইয়াছেন, তখন গোপগণ তাহাদিগকে বাধা দিয়াছেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন। যখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলেন না, তখন শ্রীকৃষ্ণ মায়াগোপী রচনা করিয়া গোপগৃহে পাঠাইলেন। গোপবালকরূপী শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া গোপীগণ অধিকতর প্রীতা হইয়াছিলেন। গোপীরূপী শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াও গোপ-গণ অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই জন্য তাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষা (১০।৩৩।৩৮) প্রকাশ করেন নাই। গোপীগণ গৃহে ফিরিতেই মায়াগোপীগণ অদৃশ্যা হইয়াছিলেন। রাসনৃত্যে প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। গোপীগণের ঈর্ষার কথা তিনি জানিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেক গোপীর নিকট তিনি পৃথকভাবে না থাকিলে আবার গোপীগণের ঈর্ষা জাগিবে, এইজন্য তিনি নিজকে বহুসংখ্যক কৃষ্ণে পরিণত করিয়াছিলেন। এই কারণেই রাসক্রীড়ায় রেমে (১০।৩৩।২০) ক্রিয়া পদের সহিত ভগবান রমেশাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া রাসক্রীড়াকে অপ্রাকৃত ও কামগন্ধহীন পবিত্র প্রমাণিত করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দ্যোতনার্থক দিব্ ধাতু হইতে দেব শব্দ হইয়াছে। দিব্ ধাতুর আর এক অর্থ ক্রীড়া। ক্রীড়া স্বর্গীয় সুষমায় পরিপূর্ণ, ইহাতে পাপের গন্ধ নাই। এইজন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভাগবত রাসলীলায় শেষ শ্লোকে বিক্রীড়িতং শব্দের সহিত কৃষ্ণ শব্দ প্রয়োগ না করিয়া বিষ্ণুশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। রাসলীলায় দিব্যভাব যাহাতে জাগে সেজন্য দিব্য-ধাম নিবাসী বৈদিক দেবতা বিষ্ণুর নাম সংযোজিত করা হইয়াছে। রাসক্রীড়া আরম্ভে ভগবানের নাম এবং ইহার সমাপ্তিতে বিষ্ণুর নাম বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই দিব্য ভাব রাসলীলা প্রসঙ্গে প্রকাশিত হওয়ায় রাসলীলা প্রসঙ্গের দ্বারা হৃদরোগ বা কামভাব উপশমের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

মধ্যভাগে শ্রীকৃষ্ণের নাম থাকিলেও এই শ্রীকৃষ্ণের চরণে বা বক্ষে লক্ষ্মীকে দর্শন করার কথা গোপীগণ উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে রমেশ (১০।৩৩।১৭) নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার লীলাতনুর মানুষরূপের অভ্যন্তরেও বিষ্ণু বা নারায়ণরূপ লোকচক্ষে উপনীত করিতেছেন তাহা অনুমিত হইতেছে। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের দাবানল ভক্ষণ, গোবর্দ্ধন ধারণ ইত্যাদি অলৌকিক কার্য্যাবলীর কথা চিন্তা করিতে এবং বর্ণনা করিতে অভ্যস্ত আছেন ইহা তাহাদের বাণী হইতে প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে ম্রিয়মানা গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণ কথার প্রারম্ভেই ইন্দিরার ব্রজের সহিত সংযোগের কথাও বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য জ্ঞাপক অন্য কথাও বলিলেন এবং তিনি যে কেবল গোপীকানন্দন নহেন, তিনি যে সকলের অন্তর্য্যামী, তিনি যে ব্রহ্মার প্রার্থনায় ধরাভার হরণ করিতে আসিয়াছেন ইহারও উল্লেখ করিতে গোপীগণ ত্রুটি করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ রূপ ও নররূপ একত্রে গোপীগণের মনে ও মুখে আসিল। তথাপি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপীগণ যে তাহাদের কামভাবের বিজ্ঞপ্তি দিলেন ইহাতে তাহাদের চিন্তার মধ্যে অসামঞ্জস্য আছে ইহা পরিলক্ষিত হইল। অপ্রাকৃত রাসলীলায় জীবের চিত্ত প্রাকৃত কামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অবাঞ্ছনীয়। তদুপরি অসংলগ্ন বাণীর জন্য একই শ্রীকৃষ্ণের সহিত একই প্রসঙ্গে কামান্ধাগোপী ও সতীলক্ষ্মীর সম্বন্ধ বিষয়ে বিচার করা সকলের কর্ত্তব্য বিবেচিত হয়। মধুকরের মত গোপীগণের ব্যাকুলতা এবং শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়তা গ্রহণ করিয়া গোপীগণের অবশিষ্ট কাম কথায় কর্ণপাত না করিয়াই সাধকগণ নিজপথে চলার সুযোগ পাইবেন আশা করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামাদি উপাধি, সকল সাধকগণকে ইন্দ্রিয় সংযমে সহায়তা করিল। শ্রীমদ্ভাগবত আত্মারাম শব্দে শুকদেবকেও বিশেষিত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অন্য আত্মারামেরও আত্মোৎকর্ষের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এক কৃপণ ব্রাহ্মণ পাপের জন্য অনুতাপ করিয়া আত্মারাম অবস্থায় উপনীত হইয়া বলিতেছেন—

নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতু র্ন দেবতাত্মাগ্রহকর্ম্মকালাঃ।
মনঃ পরং কারণমামনন্তি সংসার চক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্ যৎ॥

(১১।২৩।৪৩) কোন মনুষ্য, দেবতা, গ্রহ, কর্ম বা কাল আমার সুখদুঃখের কারণ বলিয়া গণ্য হয় না। আমার মনই আমার সুখঃ দুঃখের কারণ, মনই আমাকে সংসারচক্রে ঘূর্ণয়মান রাখিয়াছে।

জনস্তু হেতুঃ সুখ-দুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনশ্চাত্র হি ভৌময়োস্তৎ।
জিহ্বাং ক্বচিৎ সংদশতি স্বদদ্ভিস্তদ্‌বেদনায়াং কতমায় কুপ্যেৎ॥

(১১।২৩।৫১) যদি কোন লোককে আমার সুখদুঃখের হেতু বলা হয়, তাহা হইলে সার্ব্বভৌমিক আত্মাকে স্বীকার করা হয় না। একই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মা সকলের মধ্যে প্রকটিত দেখিলে কেহ অন্যকে সুখ-দুঃখের কারণ বলিতে পারে না। জিহ্বায় কখনো দাঁতের কামড় পড়িলে তজ্জন্য ক্রোধ জন্মে না। জিহ্বা ও নিজের, দাঁত ও নিজের, ইহা মনে করিয়া শান্ত থাকিতে হয়। সাধক আত্মারাম যদি একথা বলিতে পারেন, তাহা হইলে সাধ্য ভগবান, আত্মারাম নিজকে একাধারে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপী মনে করিয়া লীলা করিতে নিজে নিজের উপপতি বা উপপত্নীরূপে অভিনয় করিতে রাসলীলা করিতেছেন ইহা বুঝিয়া সাধকগণ কামের উত্তেজনা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন। কামী এবং কামিনী উভয়ের মধ্যে নিজকে দর্শন করিলে নিজের দেহ ভোগ করার প্রবৃত্তি জন্মে না। উত্তম ভাগবতের লক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবত সর্বত্র আত্ম দর্শনে তথা ইষ্ট দর্শনের কথা নবযোগীন্দ্র সংবাদে—সর্ব্বভূতেষু (১১।২।৪৫) ইত্যাদি বাক্যে যেমন বলিয়াছেন তেমনই ১১।২।৫২ শ্লোকে বলিয়াছেন—

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥

যাঁহার ধনে এমন কি দেহেও আপন পর ভেদ বুদ্ধি নাই, যিনি সর্ব্বভূতে সমভাব পোষণ করেন তিনি উত্তম ভাগবত। উত্তম ভাগবত যদি আপন পর ভেদ শূন্য বলিয়া বিবেচিত হন, তাহা হইলে ভগবান যে আপন পর ভেদশূন্য, তিনি যে সর্ব্বভূতে সম, অতএব গোপীকৃষ্ণের সম ইহা বুঝিয়া সাধকগণ গোপীগণের কামভাব সংক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত বিশেষণ রাসলীলায় বর্ণিত হইয়াছে যাহা রাসলীলা ভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র কচিৎ কদাচিৎ উল্লিখিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে তাহা যে কোন সাধককে সংযমের পথে রাখিবেই রাখিবে। এতদ্ভিন্ন গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে ভাব ও ভাষা প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা সাধক মাত্রকেই সজাগ রাখিবে। গোপীগণের আগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসিন্ন, গোপীগণের কামাতুরতা শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কাম ভাব, গোপীগণের দেহসঙ্গের প্রস্তাব শ্রীকৃষ্ণের দেহসঙ্গ অপেক্ষা মানস সঙ্গের উৎকর্ষতাজ্ঞাপন, গোপীগণের আদি ভৌতিক ভোগস্পৃহা শ্রীকৃষ্ণের অধ্যাত্ম শিক্ষা, গোপীগণের কন্দর্প পক্ষ গ্রহণ, শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ রূপ ধারণ, সকল সাধকগণকে সাংসারিক পরিবেশের ব্যাভিচারদুষ্টা (১০।৪৭।৫৯) বাতাবরণ হইতে দূরে থাকিতে সতর্ক রাখিবে এবং শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে দুর্ব্বার কামরিপু হইতে উদ্ধার পাইতে সক্ষম করিবে।

শ্রীমদ্ভাগবত—অনুগ্রহায় ভূতানাং···তৎ পরো ভবেৎ (১০।৩৩।৩৭) শ্লোকে রাসলীলার মাধ্যমে ভগবান জীবকে অনুগ্রহ করিয়াছেন ইহা বলা হইয়াছে। ভগবান গোপীগণকে যদি অনুগ্রহই না করিবেন, তাহা হইলে তাহাদের জীবন কাঁদিয়াই কাটিবে কেন? ভগবানের কৃপার স্রোত গোপীগণের অশ্রুজলের ধারায় প্রবাহিত ও প্রসারিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ পর্য্যন্ত উপনীত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে পর্য্যন্ত বিচলিত করিয়াছে। ভগবানের অনুগ্রহ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতোনৃণাং নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥

(৫।১৯।২৬) ভগবান প্রার্থীকে তাহার বাঞ্ছিত ফল দান করেন সত্য। কিন্তু প্রার্থীর অল্পবুদ্ধির ফলে তাহার প্রার্থিত ফল ক্ষণস্থায়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হওয়ায় ভগবান তাহা ভগবানের দানযোগ্য বস্তু বলিয়া মনে করেন না। এইজন্য যাহারা কিছুই চান না ভগবান স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে নিজ পাদপল্লব দান করেন। ভগবান কল্পতরু হইলেও ভগবান যে ন্যায় মূর্ত্তি তাহাই বলিতে শ্রীমদ্ভাগবত বলির উপাখ্যানে বলিতেছেন—

ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্লামি তদ্‌বিশো বিধুনোম্যহম্।
যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাঞ্চাবমন্যতে॥ (৮।২২।২৪)
জন্মকর্ম্মবয়োরূপ-বিদ্যৈশ্বর্য্যধনাদিভিঃ।
যদ্যস্য ন ভবেৎ স্তম্ভস্তত্রায়ং মদনুগ্রহঃ॥ (৮।২২।২৬)

যাহাকে আমি অনুগ্রহ করি তাহার বিষয় সম্পত্তি আমি হরণ করিয়া লই। কারণ সে ঐ বিষয় মদে মত্ত হইয়া অন্যকে দূরে থাকুক, আমাকেও অবমাননা করিয়া থাকে। যে জন্ম, কর্ম, বয়স, রূপ, বিদ্যা, ধন, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদির দ্বারা অভিমানে মত্ত হয় না আমি তাহাকে কৃপা করি, এই কথাগুলির পুনরুক্তি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

যস্যাহমনুগৃহ্লামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্॥ (১০।৮৮।৮)

হে ধর্মনন্দন! যাহার প্রতি আমি অনুগ্রহ করি ক্রমশঃ তাহার সকল ধন আমি হরণ করিয়া থাকি এবং তাদৃশ নির্ধন দুঃখ জর্জরিত ব্যক্তিকে তাহার স্বজনগণও নির্ধন দেখিয়া ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

স যদা বিতথোদ্‌যোগো নির্ব্বিন্নঃ স্যাদ্ধনেহয়া
মৎপরৈঃ কৃতমৈত্রস্য করিষ্যে মদনুগ্রহম্॥ (১০।৮৮।৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রকারে ক্রমশঃ যখন তাহার ধনাদি সম্ভোগের ইচ্ছা বিদূরিত হইয়া ধনোপার্জ্জনের উদ্যম পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়, তাহার হৃদয়ে বৈরাগ্য পূর্ণমাত্রায় জাগরিত হয় এবং মদীয় নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের সহিত মিত্রতার স্থাপন ঘটে, তখন আমি তাহার প্রতি প্রকৃত অনুগ্রহ করিয়া থাকি। ভগবান যখন ভক্তকে অনুগ্রহ করেন, তখন তাহার রিপুসমূহ প্রথমেই নির্মূল করেন এবং রিপু-সমূহের পুনর্জাগরণের পথও রোধ করেন। তার পর এই অনুগ্রহ প্রার্থীকে অনুগ্রহ প্রাপ্ত ভক্তের অধীনতায় উপনীত করেন। সেই অনুগৃহীত ভক্ত, প্রার্থী ভক্তকে নিজের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে পারিলে, তবে ভগবান উক্ত প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করেন। ধারক কীট যেমন ধৃতকীটকে ধারককীটের আকারে আকারিত করিতে সক্ষম হয়, নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তও ভগবদ্ অভিমুখীকে নিষ্কিঞ্চন ভক্তে পরিণত করিতে পারেন। এই কথা বলিতে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ (৭।৫।৩২)

অর্থাৎ যতদিন নিষ্কিঞ্চনভক্তকে গুরু বা আদর্শ পদে বরণ করা না যায়, ততক্ষণ প্রকৃত ভক্তি জন্মে না। শ্রীমদ্ভাগবত আর বলিয়াছেন—

বিনা মহৎপাদরজঃভিষেকম্ (৫।১২।১২) অর্থাৎ মহতের পদধুলীতে অভিষিক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবৎ প্রাপ্তির কথা উঠে না। ভক্তি লাভের পূর্ব পর্য্যন্ত কঠোর সাধনায় ও নানারূপ পরীক্ষায় পড়িতে হয়। ভক্তি লাভ হইলে তখন ভগবান বলেন অহং ভক্ত-পরাধীনো (৯।৪।৬৩) অর্থাৎ আমি ভক্তের অধীন, আমার কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বতন্ত্রতা নাই। ভক্তের কথার আমি অবহেলা করিতে পারি না। মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা (১১।১৯।২১) অর্থাৎ আমার পূজা হইতে আমার ভক্তের পূজা আমার অধিকতর প্রিয়। ইহা দেখিয়া প্রহ্লাদ বলিয়াছেন —

চিত্রং তবেহিতমহোঽমিতযোগমায়া—
লীলাবিসৃষ্টভুবনস্য বিশারদস্য।
সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশো বিষমঃ স্বভাবো
ভক্তপ্রিয়ো যদসি কল্পতরুস্বভাবঃ॥ (৮।২৩।৮)

হে ভগবান্! আপনার চরিত্র বস্তুতই অতিবিচিত্র। যেহেতু স্বয়ং অচিন্তনীয়া যোগমায়ার লীলাদ্বারা ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্য আপনিই সর্বাত্মা এবং আপনি সর্বজ্ঞ তথা সমদর্শী। অথচ আপনার স্বভাব এরূপ বৈষম্যযুক্ত যে, ভক্তগণই আপনার প্রিয় বলিয়া বিবেচিত হন। আপনি কল্পতরুর ন্যায় কেবলমাত্র তাঁহাদেরই কামনা পূরণ করেন। এই সকল উক্তি হইতে বুঝা গেল ভগবানে তৎপর করার জন্য ভগবান বিষম স্বভাবে গিয়াও ভক্তকে সাম্য ভাবে উপনীত করেন। এবং তৎপর করার পর যাহাতে ভক্তের সমতায় ক্ষুন্নতা না আসে সেইরূপ চেষ্টায় ভগবান সমতা ব্যঞ্জক লীলায় প্রবৃত্ত হন। রাসলীলায় কামাতুরা গোপীগণকে নিষ্কাম করার জন্য তিনি তাহাদিগের সঙ্গে অল্প বিস্তর যোগ দিয়াও তাহাদিগকে ভগবান নিজের স্বভাবে আনিতে সচেষ্ট হইয়া রাস পঞ্চাধ্যায়ের প্রথম চারি অধ্যায়ে অনেক কথা বলিয়াছেন। আবার সমতায় গোপীগণকে উপনীত করিয়া রাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষ অধ্যায়ে এক এক গোপীর পাশে এক এক কৃষ্ণ হইয়া তিনি যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বত্র সম এই লীলা করিয়াছেন। ইহাতে ভগবদ্ভক্ত হওয়া যে কত কঠিন ব্যাপার তাহাও তিনি বুঝাইয়াছেন এবং ভক্ত হইলে ভগবান যে কত আপন হন তাহাও বুঝাইয়াছেন।

কথায় বলে অবোধলোক সমগ্র রামায়ণ পাঠ করিয়াও জিজ্ঞাসা করে সীতা কার পিতা, রাজা পরীক্ষিতের এই দশা ঘটিয়াছে। শুকদেব নিজেও আত্মারাম, আবার তিনি শ্রীকৃষ্ণকে রাসলীলায় নানা প্রসঙ্গে আত্মারাম প্রমাণিত করিয়াছেন।

রেমে ত্বয়া চাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।

কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাম্॥ (১০।৩০।৩৫)

শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও অর্থাৎ সর্বত্র নিজকে দর্শন করিয়াও এবং নিজের সহিত নিজের ক্রীড়া করিতে থাকিয়াও গোপীগণের সহিত নিশীথ বিজনে মিলিত হইয়াছেন আবার অন্যান্য গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া আরও বিজনে একাকিনী একজন গোপীকাকে লইয়া গিয়াছেন। তাহাতে অন্যান্য গোপীকাগণ অনয়ারাধিতো (১০।৩০।২৮) ইত্যাদি বাক্যে এই গোপীকার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ আকৃষ্টতার অভিযোগও করিয়াছেন। তথাপি শুকদেব এই রেমে ত্বয়া ইত্যাদি বাক্যে দর্শয়ন্ শব্দটি প্রয়োগ করিয়া ইহার বাস্তবিকতার উচ্ছেদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের এই কার্য্যকে অভিনয়ের পর্য্যায়ে আনিয়াছেন। কামী ও কামিনীর ব্যাপার যে লোকশিক্ষামূলক তাহা দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ করিয়াছেন, ইহাই যুক্তিরূপে শুকদেব এখানে উল্লেখ করিলেন। আত্মরত ও অখণ্ডিত এই দুইটি শব্দ দ্বারা রচিত রক্ষাকবচ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুসজ্জিত করিয়াই শুকদেব শ্রীকষ্ণকে দর্শয়ন্ বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদর্শনী ক্ষেত্রে উপনীত করিয়াছেন। তথাপি রাজা পরীক্ষিতের হিতে বিপরীত বুদ্ধির উদয় হইল। আবার শুকদেব বলিয়াছেন—

ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ।
আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ ॥ (১০।৩২।১৯)

আত্মারাম, আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী" এই চারি প্রকার চরিত্রের লোক ভজনাকারীদিগকেও ভজনা করেন না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের কামবৃত্তি চরিতার্থকরার সহযোগিতা করেন নাই, নিজ দেহ তাহাদের কামানলে আহুতি দেন নাই ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গোপীচরিত্রে ও শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে এইরূপ বিপরীত ভাব থাকার কথা বলা সত্ত্বেও রাজা পরীক্ষিত শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র সম্বন্ধে ঘৃণিত সন্দেহ করিলেন। শুকদেব তৃতীয়বার আত্মারামের পরিচয় দিতে বলিলেন—

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ॥ (১০।৩৩।২০)

ভগবান্ অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্যশালী শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও যত পরিমাণ গোপ যাতীয় রমণী ছিলেন, আত্মাকে ততসংখ্যক কৃষ্ণ-রূপে প্রকটন করিয়া তাহাদিগের সহিত বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা, তাঁহার অলৌকিক শক্তি তথা এক থাকিয়াও বহু হওয়ার পরিচয় এবং আত্মারামত্ব ইত্যাদি বিষয় শুক মুখ হইতে অবগত হইয়াও রাজা পরীক্ষিতের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে সন্দেহ দূরীভূত হইল না কেন? ভগবানের আত্মারামত্ব সম্বন্ধে শুকদেব যাহা বলিলেন তাহার অধিকাংশ কথা শুকদেবের আত্মারামত্ব-সম্বন্ধে সূত বলিতেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্রাভবদ্ভগবান্ ব্যাসপুত্রো
যদৃচ্ছয়া গামটমানোঽনপেক্ষঃ।
অলক্ষ্যলিঙ্গো নিজলাভতুষ্টো
বৃতশ্চ বালৈরবধূতবেশঃ॥ (১।১৯।২৫)

যিনি ভগবানের গুণাবলীর অধিকতম সংখ্যক গুণের অধিকারী বলিয়া ভগবান পদবাচ্য, অর্থাৎ ভগবানের মত ছিলেন, যিনি কিছুরই অপেক্ষা না রাখিয়া অবলীলাক্রমে যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতে থাকিতেন, যাঁহার শরীরে কোন আশ্রমোচিত বেশভূষা থাকিত না, যিনি সর্বত্র নিজকে দর্শন করেন বলিয়া আপন পর ভেদবুদ্ধিবিহীন ছিলেন, যাঁহাকে বালকগণ লোকাচার বহির্ভূত উলঙ্গভাবে, ভ্রমণ করিতে দেখিয়া পাগলবোধে উপহাস করিতে থাকিত, সেই শুকদেব তখন পরীক্ষিতের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। ভগবানের কথা দূরে থাকুক, ভক্ত আত্মারামও আপন-পর, দারা-পতি, নারী-পুরুষ ভেদভাব রহিত। এইরূপ আত্মারামের কথা বলিতে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে বলা হইয়াছে—

(১১।২৩।৪৯) আমার (আত্মারামের) সুখদুঃখের হেতু বলিতে কোন মনুষ্য, দেবতা, গ্রহ, কর্ম কিংবা কালও নয়। মনই আমার (আত্মারামের) সুখদুঃখের হেতু। মনই সংসারচক্র ঘূর্ণয়মান রাখিয়াছে। আত্মারামের রাসলীলার কথায় বলা হইতেছে—

এবং লীলানরবপুর্ন্ন লোকমনুশীলয়ন্।
রেমে গোগোপগোপীনাং রময়ন্ রূপবাক্‌কৃতৈঃ॥ (১০।২৩।৩৬)

লীলার্থ নরবিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণ এত প্রকারে নানাবিধ লীলা দ্বারা মনুষ্যলোকে নিজভক্তি প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত নিরুপদম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ, মধুর সম্ভাষণ ও অলৌকিক চরিত্র দ্বারা গো. গোপ ও গোপীদিগকে ক্রীড়া করাইবার নিমিত্ত স্বয়ং ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। রাসবিহারী আত্মরাম এইরূপ হইয়া থাকেন।

আত্মারাম যদি কোনও লোককে সুখদুঃখের হেতু মনে করেন, তাহা হইলে সর্বত্র প্রসারিত আত্মাকে তিনি জানেন না বুঝিতে হইবে। যে জিহ্বার এবং দন্তের মধ্যে কোনও ব্যক্তির আমিত্ব প্রসারিত থাকে। সেই দন্তদ্বারা জিহ্বা আহত হইলে সেই ব্যক্তি দন্তের প্রতি ক্রোধান্বিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা না হইলে আত্মারাম আপন পর, দেহমন ইত্যাদি ভেদভাব রহিত থাকেন। আত্মারামের কথা বলিতে শ্রীমদ্ভাগবতে নবযোগীন্দ্র (১১।২।৫২) বলিয়াছেন—

যিনি আত্মারাম তাঁহার আপন পর ভেদ বুদ্ধি নাই। কেবল ধনে জনে তিনি ভেদ বুদ্ধিরহিত এমন নহে। নিজের দেহকেও তিনি নিজের দেহ মনে করেন না। তিনি সর্বভূতে সম। এইজন্য তাঁহার নিজের দেহে ও পরের দেহে সুখদুঃখ যাহা ঘটে, তাহা তিনি নিজেরই মনে করেন। বস্তুত তাহার সুখদুঃখ জ্ঞানই নাই। তবুও লোকসংগ্রহের জন্য সকলের সুখে তিনি সুখী, সকলের দুঃখে তিনি দুঃখী। সাধক আত্মারাম এইরূপ ভেদবুদ্ধিরহিত প্রমাণিত হইলে ভগবান আত্মারাম তাহারও কত উর্দ্ধে, ইহা বুঝিয়া পরীক্ষিতের রাসলীলা শ্রবণ করা উচিৎ ছিল। সাধক আত্মারাম সুখ-দুঃখের জন্য কাহারও অপেক্ষায় থাকেন না। ভগবান্ আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার জননেন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য গোপীগণের জননেন্দ্রিয়ের অপেক্ষায় থাকিবেন কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ কেবল আত্মারাম নহেন, তিনি অখণ্ডিত এবং অবরুদ্ধ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৌরত। সুতরাং তিনি জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা রহিত। তিনি কিরূপে গোপীগণের জননেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান করিবেন এবং তদ্বারা নিজের তৃপ্তি সাধন করিবেন? যখন শ্রীকৃষ্ণ খণ্ডিত এবং মুক্তসৌরত অবস্থায় দ্বারকালীলা করিতেছেন, তখন শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

কামান্ সিষেব দ্বার্বত্যামসক্তঃ সাংখ্যমাস্থিতঃ। (৩.৩।১০)
দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ আসক্তি রহিত হইয়া এবং সাংখ্য যোগাবলম্বন করিয়া তবে কামভোগে রত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলায় যোগমায়া থাকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বিশেষণ-রূপে অখণ্ডিত এবং অবরুদ্ধসৌরত কথার নাম গন্ধও সেখানে নাই।

তবুও পরীক্ষিতের মনে সন্দেহ জন্মিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরদারাভিমর্ষণ পরস্ত্রীগমনের অভিযোগ করিলেন। এত কথায় যাহার বোধ জন্মে নাই তাহাকে বুঝাইতে শুকদেব এককথায় না শব্দের প্রয়োগ করিলেই হইত। তিনি পরীক্ষিতের কথার কতকাংশ স্বীকার করিয়া অস্বীকার্য্য অংশের উল্লেখও না করিয়া অস্বীকার্য্য কথার দৃষ্টান্ত দিতে শ্রীকৃষ্ণের উচ্চ কোটিতে অবস্থিতির দিকে পরীক্ষিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য দেহ অবলম্বন করিলেও তিনি যে পরীক্ষিতের স্তরের লোক নহেন, এমন কি শুকদেবের স্তরের সাধুও নহেন ইহা বুঝাইতে শ্রীকৃষ্ণকে শুকদেব ঈশ্বর শব্দে অভিহিত করিলেন এবং সর্বভূক অগ্নি তথা বিষভূক রুদ্রের সহিত তুলনা করিয়া দেখাইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।৫।৩৭; ৩।১৬৬ শ্লোকদ্বয়ে বলিলেন—

ছিন্দ্যাৎদঙ্গ যত্ন তাত্মনোঽহিতং শেষং সুখং জীবতি যদ্বিবর্জনাৎ॥
শ্ছিন্দ্যাং স্ববাহুমপি বঃ প্রতিকূলবৃত্তিম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে অঙ্গ সমগ্র শরীরের অঙ্গরক্ষার প্রতিকূল তাহা অবশ্য বর্জনীয়। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে এই নীতি বিশেষ নিষ্ঠার সহিত অবলম্বিত হইয়াছে দেখা যায়। রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের মৌলিক অংশ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সেই মৌলিক অংশ লইয়াই তিনি ব্রজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া এই ব্রজে আর কখনো ফিরিয়া আসেন নাই। শিশুকাল হইতে কিশোর বয়স পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে ছিলেন। যুবক শ্রীকৃষ্ণ আর ব্রজে ফিরিয়া আসেন নাই। অখণ্ডিত এবং অবরুদ্ধ-সৌরত অর্থাৎ শুক্রোৎপত্তি তথা শুক্র ক্ষরণের পূর্বকাল পর্য্যন্ত তিনি ব্রজে ছিলেন। শুক্রক্ষরণের অবস্থালাভের পর তিনি কালিন্দীর বিবাহে ইন্দ্রপ্রস্থে যমুনা দেখিয়াও অনতিদূরে শ্রীবৃন্দাবনের যমুনাতটে পদার্পণ করেন নাই। বলরাম আসিয়া রাস করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রাসকরার কথা দূরে থাকুক যৌবনারম্ভের পরে ব্রজে আগমনের নামও করেন নাই। কিশোর বয়সে ধর্মের সামান্য ব্যতিক্রম করিয়া নিশীথে নির্জ্জনে গোপী-গণকে সমাবিষ্ট করার এবং তাহাদের দেহধর্মের কতকাংশ উপশমের নিমিত্ত তাহাদের অঙ্গে হস্তার্পণ করা ইত্যাদি লোকধর্মের কত-কাংশ ব্যতিক্রম করিয়াছেন। এতদতিরিক্ত ধর্মের ব্যতিক্রমে অভিযোগ অখণ্ডিত, অবরুদ্ধসৌরত কিশোর কৃষ্ণের প্রতি আরোপ করা যুক্তিসহ নয়। শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাঁহার নিজের পক্ষে অহিতকর মনে করিয়া নিজ বাহু ছেদনের ন্যায় নিজের লীলাভূমি চিরতরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

আত্মনোঽহিতং (৭।৫।৩৭) নিজের পক্ষে অহিতকর মনে করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ নিজ জন্মভূমি মথুরাকেও জন্মের তরে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। জরাসন্ধ বধের পরও তিনি কখনও মথুরায় ফিরিয়া আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। পাণ্ডবগণকে সহায়তা করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে অপূর্ব পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিয়াও ইন্দ্রপ্রস্থের অদূরে অবস্থিত মথুরার ধ্বংসাবশেষ দর্শনে কিংবা ইহার পুনঃ সংস্কারে শ্রীকৃষ্ণ প্রবৃত্ত হন নাই। দ্বারকায় অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া এবং স্বর্গের পারিজাত পর্য্যন্ত আনয়ন করিয়া তথা শাল্বের মায়া রচিত বিমান হইতে মুক্ত রাখিয়াছিলেন। সেই দ্বারকাকেও তিনি আত্মনোঽহিতং (৭৫।৩৭) নিজের পক্ষে অহিতকর মনে করিয়া ধ্বংস করিয়াছেন এবং দ্বারকাপুরীকেও সমুদ্র দ্বারা প্লাবিত করাইয়াছেন। সর্ব্বত্র আত্মদর্শনের জন্য প্রসিদ্ধ সাম্য স্বারাজ্য মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ সমষ্টির পক্ষে অহিতকর, ব্যাষ্টিকে সমাজের পক্ষে অহিতকর পরিবারকে, পরিবারের পক্ষে অহিতকর ব্যক্তিকে, সমগ্র দেহের পক্ষে অহিতকর অঙ্গ বিশেষকে ছেদন করার মত ধ্বংস করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

রাসলীলা কথা পাঠে এবং শ্রবণে হৃদরোগ অর্থাৎ কামভাব বিদূরিত হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে আবার বলা হইতেছে, কামের সেনানী কামিনীগণের চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র যদি আত্মারাম আপ্তকাম, অখণ্ডিত, অবরুদ্ধ-সৌরত শ্রীকৃষ্ণের না হইত তবে শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহাকে সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ উপাধি দেওয়ার যুক্তি পাইতেন কিনা সন্দেহ। এই রাসলীলা পাঠ ও শ্রবণ করার বিধি প্রবর্ত্তন সত্ত্বেও রাসলীলা অনুকরণের নিষেধাজ্ঞা প্রবর্ত্তিত হইল। নৈতৎ·····বিষম্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১০।৩৩।৩১)। অনিশ্বর অর্থাৎ মর্ত্তবাসী কেহ রাসলীলা অনুস্মরণ করিলে অর্থাৎ কামোপভোগে প্রবৃত্ত হইয়া রাসলীলা করিলে তাহা অপরাধজনক হইবে। শিব যেমন বিষপান করিয়াও অমর ও অরুগ্ন দেহে থাকিতে পারিয়া ছিলেন, শিবভিন্ন সাধারণ লোক ঐরূপ বিষপানে সমর্থ হইবে না। শিবের মত শ্রীকৃষ্ণও বিষপানে সমর্থ ছিলেন। মাত্র ছয় দিনের শিশু পুতনার বিষলিপ্তস্তনে মুখ দিয়াও অরুগ্ন দেহে ছিলেন। পুতনার জীবন গেল তবুও শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব ঘটিল না। এই শ্রীকৃষ্ণ দাবানল পান করিয়াছিলেন এবং কালীয় হ্রদে বিষময়জলে অবগাহনও করিয়াছিলেন। তিনি কালীয়নাগের ফণার উপর নৃত্যও করিয়াছিলেন। তবুও শ্রীমদ্ভাগত বিষপানের দৃষ্টান্তে শ্রীকৃষ্ণের নামের উল্লেখ না করিয়া শিবের নামের উল্লেখ করিলেন কেন তাহা সহজে বুঝা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে শিব চরিত্র বর্ণনে শিবকে উচ্চ হইতে উচ্চতম প্রশংসার পাত্রও করা হইয়াছে, আবার তুচ্ছ হইতে তুচ্ছতম নিন্দার পাত্রও করা হইয়াছে। ১।২।২৩ শ্লোকে সমন্বয়ের সুরে শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন—হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞা অর্থাৎ গুণভেদে ও কর্মভেদে একই সত্তা হরিহরব্রহ্মানামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে নাম ভেদ আছে, সংখ্যাভেদ নাই। এই কথার পুনরুক্তিতে ৪।৭।৫১ শ্লোকে বলা হইয়াছে—দধ্রেসংজ্ঞাংক্রিয়োচিতাং অর্থাৎ একই সত্তা যখন যে কাজ করে তখন সেই উপাধি ধারণ করে। দেবালয়ের একই সেবক যখন পাক করেন তখন পাচক নামে, যখন পূজা করেন তখন পূজক নামে, যখন পাঠ করেন যখন পাঠক নামে অভিহিত হন। এইরূপে একই ভগবান যখন সৃষ্টি করেন তখন ব্রহ্মানামে, যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পালন করেন তখন বিষ্ণুনামে এবং যখন ধ্বংস করেন তখন রুদ্রনামে অভিহিত হন। এই যুক্তি বলে রুদ্রের বিষপান আর শ্রীকৃষ্ণের বিষপান একই কথার রূপান্তর মাত্র মনে করিতে হইবে। এই রাস-লীলাপ্রসঙ্গে বিষ্ণোর্বিক্রীড়িতং ইত্যাদি বাক্যে এবং রুদ্রোহহ্বিজং বিষম্ ইত্যাদি বাক্যে বিষ্ণু ও রুদ্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত করা হইল। হরি শব্দ ও হর শব্দ একই—হৃ ধাতু হইতে আসিয়াছে। অর্থভেদকারী এমন কোন প্রত্যয় ও এই 'হৃ' ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া হরি ও হর শব্দ রচনা করে নাই। তবুও প্রচলিত সংস্কার হরি ও হর শব্দকে হিন্দুমুসলমানের মত পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। এই পৃথক করার কারণ আখ্যায়িকা বা গল্পাংশ বা প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গের প্রভাবে সিদ্ধান্ত বিশেষে রাজ্যাভিষেকে বনবাস সূচিত হইয়াছে। ১।৩।২৮ শ্লোকে যেখানে কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ সেখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র তাঁহার কলা বা অংশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু দেখা যায় প্রহ্লাদের উক্তিতে (৭।৫।৩০) মতির্নকৃষ্ণে ইত্যাদি বাক্যে কৃষ্ণ শব্দ বিষ্ণু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার বিষ্ণোর্বিক্রীড়িতং (১০।৩৩।৪০) ইত্যাদি বাক্যেও কৃষ্ণ অর্থে বিষ্ণু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে যে শ্রীমদ্ভাগবত সমন্বয় মূলক গ্রন্থ, লীলার দিক হইতে দেখিলে এই গ্রন্থ সাম্প্রদায়িক ভেদ প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে হয়।

ভেদবুদ্ধির পোষণে শ্রীমদ্ভাগবত দক্ষযজ্ঞে শিবকে যজ্ঞনাশক বলিয়া প্রমাণিত করা সত্ত্বেও অভেদ দৃষ্টিতে ব্রহ্মার স্তবে—জানে ত্বামীশং……তদ্‌ব্রহ্ম নিরন্তরম্॥ (৪।৬।৪২) ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণশ্রীবিষ্ণুপ্রাপ্ত উচ্চ উপাধি শিবকেও দেওয়া হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবকে সন্তুষ্ট করিয়া দক্ষযজ্ঞের পুনঃ প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনে এইরূপ করা হইয়াছে। আবার সমুদ্র মন্থনে উৎপন্ন বিষ গ্রহণ করাইবার উদ্দেশ্যে নিন্দাস্তুতি একত্র করিয়া (৮।৭।৩১) শিবকে বলা হইতেছে—

ন তে গিরিত্রাখিললোক পাল—বিরিঞ্চ-বৈকুণ্ঠ-সুরেন্দ্রগম্যম্।
জ্যোতিঃ পরং যত্র রজস্তমশ্চ সত্ত্বং ন যদ্ ব্রহ্ম নিরস্তভেদম্
(৮।৭।৩১)॥ হে গিরীশ, তোমাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র তথা লোকপালগণও জানিতে সমর্থ হন না। তুমি গুণাতীত। সত্ত্ব রজ তমগুণের অতীতের শুদ্ধ জ্যোতি স্বরূপ যে ব্রহ্ম বিরাজিত আছেন তুমি সেই ব্রহ্ম।

যে ত্বাত্মরামগুরুভির্হৃদি চিন্তিতাঙ্ঘ্রি—
দ্বন্দ্বং চরন্তমুময়া তপসাভিতপ্তম্।
কত্থন্ত উগ্রপরুষং নিরতং শ্মশানে
তে নূনমূতিমবিদংস্তব হাতলজ্জাঃ॥ (৮।৭।৩৩)

হে ভগবন্! বিশ্বের হিতোপদেশকারী আত্মারাম পুরুষগণ আপনার পাদপদ্মযুগল হৃদয়ে ধ্যান করেন এবং আপনি স্বয়ং ও কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। এ অবস্থায় যাহারা উমাদেবীর সহিত বিচরণকারী আপনাকে কামুক এবং শ্মশানচারী আপনাকে ক্রুর ও হিংস্র বলিয়া প্রলাপ করে, সেই নির্লজ্জগণ আপনার লীলা জানে কি?

শ্রীমদ্ভাগবতের এই আত্মগ্লানিতে রাসলীলার তথ্যও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রসঙ্গবিশেষকে পাঠক ও শ্রোতার শ্রুতিসুখকর করার উদ্দেশ্যে দৃষ্টান্তকে সিদ্ধান্ত হইতে সুদূরে লইয়া যাওয়ার যে সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেষ্টা অন্যান্য গ্রন্থে বিশেষত শ্রীমদ্ভাগবতেও করা হইয়াছে, তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণে এই শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতে স্থান পাইয়াছে। সমস্ত ঋষিগণের সমক্ষে উমাকে অঙ্কে লইয়া উপবেশনে চিত্রকেতু কর্তৃক নিন্দা (৬।১৭।৬) এবং উন্মুক্ত পর্বতশৃঙ্গে উলঙ্গিনী উমার সহিত নগ্নশিবের দৈহিক মিলন ঋষিগণের দৃষ্টিপথে পতন ইত্যাদি ঘটনা বর্ণনের ত্রুটি বিদূরণে উক্ত (৮।৭।৩৩) শ্লোকে হাতলজ্জা ইত্যাদি বাক্যে শ্রীমদ্ভাগবত নিজেকে নিজে ধিক্কার দিয়াছেন। এইরূপ ধিক্কার বাণী রাসলীলা প্রসঙ্গেও আসিয়াছে। ব্রজে যজ্ঞপত্নীগণকে, রাসলীলা প্রারম্ভে গোপীগণকে, উদ্ধব সংবাদেও গোপীগণকে, কুরুক্ষেত্রে মিলনেও গোপীগণকে অধ্যাত্ম শিক্ষাদানে দৈহিক মিলনের পরিবর্ত্তে আত্মিক মিলনের উপদেশে এই অনুক্ত ধিক্কার বাণী প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদে গোপীগণের জারবুদ্ধিতেও শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির প্রশংসায় ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ (১১।১২।১৩) ইত্যাদি বাক্যেও এই ধিক্কার প্রকাশ পাইয়াছে। গোপীগণ যে পথেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হউননাকেন অন্ততো গত্যা সরস রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণকে তাহাদের লক্ষ্যস্থানের শেষসীমা না বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপে অগ্রসর হওয়ার এবং সেখানে লক্ষ্যের শেষ সীমায় উপনীত হওয়ার কথা বলায় শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা অপেক্ষা তথা পরমাত্মাত্ব অপেক্ষা পরব্রহ্মত্ত অধিকতর উচ্চে স্থান পাইয়াছে। রাস রসিক কৃষ্ণ গোপীগণের জারবুদ্ধির প্রারম্ভে থাকিলে সাধনার সমাপ্তিতে শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মস্বরূপে গোপীগণ উপনীত হইতে পারেন এমন কথা অন্য কোন শাস্ত্র বলেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ স্বনামধন্য আকর্ষক। তিনি সকল বুদ্ধির সাধককে শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবগুনে আকৃষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে পারেন—গোপ্য কামাদ্ভয়াৎ (৭।১।৩০) ইত্যাদি শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে—

যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্বতঃ সিন্ধুং তদ্বক্ত্বাং গতয়োহন্ততঃ। (১০।৪০।১০)

যেমন বর্ষার জলে প্লাবিত পার্বত্য নদী সমুদ্রে উপনীত হইয়া তাহার গতির শেষ সীমায় উপস্থিত হয় সেইরূপ সকল লোকে সকল সাধনা ও আরাধনা শেষ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণে আসিয়া সীমান্তে উপনীত হয়। এই যুক্তিবলে গোপীগণও কামস্রোতে ভাসিয়া দৈহিক বৃত্তি দ্বারা তৃপ্তি সাধনার পথে চলিয়া শ্রীকৃষ্ণে উপনীত হইয়াছেন সত্য কিন্তু চলিতে চলিতে শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব (১১।১২।১৩) অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব (১।২ ১১) অবস্থায় উপনীত হইলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত অধ্যাত্মশিক্ষায় সফলতা লাভ করিলে জারবুদ্ধি থাকে কিনা সন্দেহ। শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত অধ্যাত্ম শিক্ষার ফলে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা গোপীগণের

অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতা;।
তদনুস্মরণধ্বস্তজীবকোশাস্তমধ্যগন্॥ (১০।৮২।৪৮)

ভগবত্তত্ত্বের অনুধাবনে জীবত্বের হেতুস্বরূপ কোষত্রয় ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। ইহাতে কিন্তু মৃত্যু ঘটিল না, বিদেহ মুক্তিও ঘটিলনা, ইহাতে জীবনমুক্তি ঘটিল। কারণ ইহার পরও গোপীগণ বলিতেছেন।

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ। (১০।৮২ ৪৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে পদ্মনাভ! অসীম জ্ঞান-সম্পন্ন যোগেশ্বরগণের অন্তহৃদয়ে কেবল আরাধনায় ভবদীয়-চরনারবিন্দই এই ভীষণ সংসার কূপে পতিত জনগণের পক্ষে নিস্তারের একমাত্র উপায়। হে পতিত জন পাবন! আমরা গৃহক্ষেত্রে বাস করত নিতান্তই পতিত হইয়াছি। এক্ষণে প্রার্থনা করি যে, ভবদীয় চরণারবিন্দ যেন নিরন্তর আমাদের হৃদয়ে জাগরুক থাকে। গোপীগণের মুখে অশ্রুতপূর্ব কথা বাহির হইল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত দৈহিক মিলনের জন্য যাহারা উন্মাদিনী হইয়াছিলেন তাহারা আজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত আত্মিক মিলনে কৃতার্থ হইলেন এবং জন্মজন্মান্তরে এইরূপ মিলনের অভিলাসিনী হইলেন। দ্বিজপত্নীগণের মধ্যে যাহারা কৃষ্ণ সমীপে আসিতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহারা গুনময় দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আত্মিক মিলন লাভে এইরূপ জীবনমুক্তি লাভ করিয়া ছিলেন। রাসমঞ্চের দিকে ধাবিতা অথচ বাধাপ্রাপ্তা গোপীগণও গুণময় দেহত্যাগ করিয়া এইরূপ জীবনমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পরীক্ষিৎ তাহাতে সন্দেহ করিয়া বলিয়াছিলেন—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কান্ত মনে করেন, পরব্রহ্ম মনে করেন না।

তথাপি তাহারা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে জীবন মুক্ত হইলেন কিরূপে? তদুত্তরে শুকদেব বলিয়াছিলেন—আকর্ষক কৃষ্ণের স্বভাবধর্মে আকৃষ্ট যে কোন সাধক তাহাতে তন্ময়তার (১০।২৯।১৫) ফলে শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন। বৌদ্ধ সাধনায় ইহাকে সোতাপত্তি বলে। যে কোন মতে ভগবানের দৃষ্টিপথে উপনীত হইলেই তাঁহার কৃপা স্রোতের আকর্ষণে সাধক মাত্রই পরমপদ লাভ করিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবত দুই দুইবার ৭।১।৩০; ১০।২৯।১৫। ইত্যাদি শ্লোকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
PRESENTED

কীট বিশেষ কর্ত্তৃক ধৃত কীট বিশেষের রূপান্তরের কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। কামভাবে কৃষ্ণ গৃহীত মানসা গোপীগণ জারবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া জারবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে উপনীতা হইতে পারিয়াছিলেন। নৌকার দ্বারা নদী পার হইয়া লোক যেমন সেই নৌকা ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে বাধ্য হয়; কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করিয়া লোক যেমন কুঠার ত্যাগ করে, সেইরূপ গোপীগণ কামভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত অধ্যাত্মশিক্ষার ফলে, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের আত্মারাম, আপ্তকাম, অখণ্ডিত, অবরুদ্ধসৌরত ইত্যাদি স্বভাবের দৃষ্টান্তে হিতোধৃতকীটের মত শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়াছিলেন। এইখানে শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলা কথা পূর্ণতায় উপনীত হইল।

এই কন্দর্প দর্পহারী রাসবিহারীকে ধ্যান করিতে শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় বলিতে হয়—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্ বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীং চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ—
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ॥ (১০।২১।৫)

শ্রীকৃষ্ণ নটবরবপু, অর্থাৎ নটবেশধারী। তাঁর শিরে শিখিপুচ্ছ, পরিধানে পীতবাস, বংশীরন্ধ্রে ফুৎকার দিতেছেন এমনভাবে অধর-সংলগ্ন বংশী তাঁহার করে। মধুর সঙ্গীত করিতে করিতে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিতেছেন।

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

LIBRARY
No. 8174
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi